وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

আল-ইতিছাম

একারণে আমি বানী ইসরাঈলের উপর বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম যে, কেউ যদি হত্যার বিনিময়ে হত্যা কিংবা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কোনো মানুষকে হত্যা করে; তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল' (আল-মায়েদা, ৫/৩২)।

● ৮ম বর্ষ ● ১১তম সংখা ● সেপ্টেম্বর ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশ

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، صفر و ربيع الأول ١٤٤٦هـ / سبتمبر ٢٠٢٤م العدد: ١١، الجزء: ٩٥
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ || ঈসায়ী ২০২৪ || বঙ্গীয় ১৪৩১

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- সেপ্টেম্বর	২৭- ছফর	রবিবার	০৪.২৩	০৫.৪০	১১.৫৮	০৩.২৬	০৬.১৭	০৭.৩৩
০৫- সেপ্টেম্বর	০১- রবী: আউ:	বৃহস্পতিবার	০৪.২৫	০৫.৪১	১১.৫৭	০৩.২৫	০৬.১৩	০৭.২৯
১০- সেপ্টেম্বর	০৬- রবী: আউ:	মঙ্গলবার	০৪.২৭	০৫.৪৩	১১.৫৫	০৩.২৩	০৬.০৭	০৭.২৩
১৫- সেপ্টেম্বর	১১- রবী: আউ:	রবিবার	০৪.২৯	০৫.৪৪	১১.৫৩	০৩.২০	০৬.০২	০৭.১৮
২০- সেপ্টেম্বর	১৬- রবী: আউ:	শুক্রবার	০৪.৩১	০৫.৪৬	১১.৫২	০৩.১৮	০৫.৫৭	০৭.১২
২৫- সেপ্টেম্বর	২১- রবী: আউ:	বুধবার	০৪.৩৩	০৫.৪৮	১১.৫০	০৩.১৫	০৫.৫২	০৭.০৭
৩০- সেপ্টেম্বর	২৬- রবী: আউ:	সোমবার	০৪.৩৫	০৫.৫০	১১.৪৮	০৩.১২	০৫.৪৭	০৭.০১

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+১
মাদারীপুর	+২	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+১
শরিয়তপুর	+১	০	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-১	-১	০
শেরপুর	০	০	+২
জামালপুর	০	+১	+২
নেত্রকোনা	-৩	-২	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৭
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৫	-৭	-৮
বান্দরবান	-৫	-৭	-৮
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩
নোয়াখালী	-১	-২	-৪
লক্ষীপুর	০	-১	-১
চাঁদপুর	০	-১	-২
ফেনী	-৩	-৪	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৭	-৭	-৫
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-৩
মৌলভীবাজার	-৬	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৭	+৯
নাটোর	+৫	+৫	+৬
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩
বগুড়া	+৩	+৩	+৫
নওগাঁ	+৫	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৪	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+২	+৬
দিনাজপুর	+৫	+৫	+৮
গাইবান্ধা	+১	+২	+৫
কুড়িগ্রাম	০	+১	+৫
লালমনিরহাট	+১	+১	+৬
নীলফামারী	+৩	+৪	+৮
পঞ্চগড়	+৪	+৪	+১০
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৫	+১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৪	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	+১
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৪
যশোর	+৬	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৫	+৪	+৩
নড়াইল	+৫	+৪	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+১	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৪	+৩	০
ঝালকাঠি	+৩	+২	-১
ভোলা	+১	০	-২
বরগুনা	+৪	+২	-১

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৮ম বর্ষ
১১তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২৪
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১
ছফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ তরিকুল ইসলাম ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে কুরআন
» সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর (পর্ব-৩) ০৪
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে বায়'আত (পর্ব-৪) ০৮
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-৮) ১৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» হালাল রূযী উপার্জনের গুরুত্ব ১৫
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার উপায় ১৭
-মো. মাযহারুল ইসলাম
» আল-কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ ফযীলত (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ২১
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
» মৃত্যুর সময় যে আপসোস রয়ে যাবে! ২৪
-রাকিব আলী

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» সুখী দাম্পত্য জীবন ও শারঈ নির্দেশনা ২৭
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা
» সফলতার সোপান! ৩০
-রিফাত সাঈদ

◈ নারীদের পাতা
» মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (পর্ব-৮) ৩২
-মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» উহুদের বীরত্বগাথা ৩৬
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

◈ কবিতা ৩৭

◈ সংবাদ ৩৮

◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশ

কোটা সংস্কারের এক ন্যায্য দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনই পরবর্তীতে শাসকশ্রেণির হঠকারিতায় সরকার পতন আন্দোলনে রূপ নেয়। এই কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্ররা ২০১৮ সালেও আন্দোলন করেছিল। তখন স্বয়ং শেখ হাসিনা কোটা সংস্কার না করে কোটা বাতিল করে দেন। ২০২৪ সালে কৌশলে সেই কোটা বাতিলের পরিপত্র হাইকোর্টে বাতিল করা হয়। এই নাটকীয়তার ফলে ছাত্রসমাজ নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। শেখ হাসিনা ছাত্রদেরকে রাজাকার হিসেবে তাচ্ছিল্য করেন। যা আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো কাজ করে। ছাত্ররা 'আমি কে, তুমি কে? রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার'। এই ঐতিহাসিক স্লোগান দিতে দিতে রাতের অন্ধকারে ঢাবির সকল হলের তালা ভেঙে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। এই এক স্লোগান সমগ্র দেশে আন্দোলনের চিত্রই সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। সরকার নিরুপায় হয়ে তার হানাদার লীগের হেলমেট বাহিনীকে নামিয়ে দেয়। হানাদার লীগ ইচ্ছাকৃতভাবে ছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। ছাত্রীদের উপর চালানো এই নৃশংস হামলায় পুরো দেশের ছাত্রসমাজ কেঁপে ওঠে। পাবলিকের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও নেমে আসে। সরকার উপায়ন্তর না দেখে পুলিশ বাহিনীকে সরাসরি গুলি চালানোর আদেশ দেয়। বৃহস্পতিবার ১৮ জুলাই প্রায় ৫০ জন ছাত্র সারা দেশে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। পুরো দেশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ফুঁসে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। এমনকি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ব্রডব্যান্ড ওয়াইফাই লাইনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরদিন শুক্রবার (১৯ জুলাই) লাখো জনতা ঢাকার রাজপথে নেমে আসে। এক ভয়ংকর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই গণঅভ্যুত্থান দমনে সরকার বিজিবি র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীকে হিংস্র হায়েনার মতো নিরস্ত্র জনগণের উপর ছেড়ে দেয়। হেলিকপ্টার, স্নাইপার সকল মাধ্যম ব্যবহার করে শত শত নিরস্ত্র নাগরিককে হত্যা করা হয়। পুরো দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। পাঁচ দিন পর ইন্টারনেটে ফেরত আসলে হত্যার বিভিন্ন ভয়ংকর ফুটেজ বের হয়ে আসতে থাকে। একেকটি ফুটেজ পুরো দেশের মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। পুরো দেশের মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। সবার দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা তৈরি হয়। কেউ রাতে ভালো মতো ঘুমাতে পারে না। এই অবস্থায় সমন্বয়কদের ডিবি উঠিয়ে নিয়ে গেলে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। সরকার সমগ্র দেশে ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। সরকারের এই নিপীড়নে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে ঘরে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। প্রথমত, শিক্ষকগণ প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে শিল্পীসমাজ, মধ্যবিত্ত এমনকি গুলশান-ধানমন্ডির উচ্চবিত্ত পরিবারেরাও রাজপথে নেমে আসে। মিরপুর ও মহাখালী ডিওএইচএসের সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারেরাও রাজপথে নেমে আসে। এর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহত-নিহত ছাত্র দেখতে না গিয়ে মেট্রোরেল দেখতে গিয়ে চোখের পানি নাকের পানি এক করে ফেলেন। যা তার হিংস্র চোহারা জনগণের সামনে স্পষ্ট করে দেয়। এভাবেই সরকার পতনের মাহেন্দ্রক্ষণের সূচনা হয়। শহীদ মিনারের বিশাল ছাত্রজনতার সমাবেশ থেকে এক দফার ঘোষণা দেওয়া হয়। গণভবন ঘেরাও এর ডাক আসে। সেনাবাহিনী জনগণের বুকের উপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানায়। সেনাবাহিনী অস্বীকৃতি জানালে পুলিশও জানায় তাদের পক্ষে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। এভাবে ৫ আগস্ট লাখো জনতার পদচারণায় দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান হয়। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সমগ্র দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন, পরবর্তী বিক্ষোভ ও সরকারের পতনের পর সব মিলিয়ে সহিংসতায় ১৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত অন্তত ৫৮০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ৪৪০ জন নিহতের খবর পাওয়া গিয়েছিল।

এই সরকারে দীর্ঘ শাসনামলে পিলখানায় অর্ধ শতাধিক সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়। অগণিত অসংখ্য মানুষকে গুম করে রাখা হয় আয়না ঘরে। হাজারো মানুষকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়। বহু আলেমকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আবার কাউকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। ভারতের প্রতি নতজানু পররাষ্ট্রনীতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ভারতের দখলে চলে যায়। ভারত ট্রানজিট ও করিডোর পেয়ে যায় এক

প্রকার বিনা শুল্কে। কিন্তু বাংলাদেশের খাতায় শূন্য। বাংলাদেশের তিস্তা ও পদ্মা পানির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হয়। ন্যায্য হিস্যা পানি থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখে কয়েকশ নদীকে হত্যা করা হয়। সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশীদেরকে হত্যা করা হয়। উন্নয়নের নামে অর্থ পাচার ও ব্যাপক লুটপাট হয়। স্বয়ং শেখ হাসিনার মুখের ভাষা অনুযায়ী তার পিয়নই প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়। দেশের রিজার্ভ কমে আসে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। গত ১৫ বছর কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি। বরং প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যবসাকে ধ্বংস করা হয়েছে।

দীর্ঘ এই ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। আমরা উক্ত সরকারের কাছে নিম্নোক্ত **প্রস্তাবনাগুলো** পেশ করছি।

১. অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সংবিধান সংশোধন করত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করতে হবে।
২. প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৩. সংসদের উচ্চকক্ষে দেশের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ স্থান পাবেন। তারাই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নির্ধারণ করে দিবেন। জনগণের তাদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে বেছে নিবেন।
৪. প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ হওয়ার পর তিনি নিজ পরিষদ নিজের মতো বাছাই করবেন।
৫. সংবিধানে শরীআত-বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না মর্মে একটি ধারা রাখতে হবে।
৬. মুসলিম পারিবারিক আইনসহ যেসমস্ত আইন সরাসরি শারঈ বিধান অনুযায়ী পরিচালনা সম্ভব হবে তার জন্য শারঈ কোর্ট চালু করতে হবে। যেখানে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদেরকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।
৭. সূদবিহীন ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।
৮. জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করত বাংলাদেশী পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমের কোনো কবিতাকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।
৯. ভারতের সাথে সকল দাসত্বের চুক্তি ছিন্ন করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে চুক্তিগুলোকে নবায়ন করতে হবে।
১০. তিস্তা ও পদ্মাসহ যৌথ নদীগুলোর ন্যায্য হিস্যা ভারতের থেকে আদায় করে নিতে হবে। নদীগুলোকে ড্রেজিংসহ বাধ সংস্কারের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।
১১. প্রাদেশিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যাতে ক্ষমতার এককেন্দ্রিকরণ সম্ভব না হয়।
১২. রাজধানী বিকেন্দ্রীকরণ করত রাজধানীর উপর চাপ কমাতে হবে।
১৩. বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিতে হবে।
১৪. পুলিশবাহিনীকে সংস্কার করত জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পুলিশকে যেন কেউ রাজনৈতিক স্বার্থ ব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করতে পারে এই জন্য পুলিশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
১৫. বিচার বহির্ভূত হত্যা ও গুম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।
১৬. শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। কর্মমুখী জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
১৭. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র রাজনীতি চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
১৮. জনগণের অর্থের অপচয় করে মূর্তি ও ভাস্কর্য বানানো নিষিদ্ধ করতে হবে।
১৯. কৃষিখাতে ব্যাপক ভরতুকি প্রদান করত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ গড়ে তুলতে হবে।
২০. স্বাস্থ্য খাত ও ব্যবসায়িক খাতে উন্নত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যাতে করে দেশে ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিদেশ নির্ভরতা কমানো যায়।

আমরা আশা করি উক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে আসবে ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবাধিকার নিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সকলে মিলে একটি শান্তিপূর্ণ উন্নত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব ইনশাআল্লাহ। (প্র. স.)

সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

(জুলাই'২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৩)

(২) সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।

আরবী ভাষায় পবিত্রতা ও নির্মলতায় ভরা এবং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ প্রশংসা প্রকাশের এক অনুপম শব্দ 'হামদ'। গুণ ভালোও হয় আবার মন্দও হয়, তবে 'হামদ' কেবল ভালো গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মহাবিশ্বের যা কিছু সুন্দর, যত কিছু সৌন্দর্যমণ্ডিত, মাহাত্ম্যপূর্ণ; তা যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো রূপে ও অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা কেবল আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। তিনি ছাড়া আর কেউ এসবের স্রষ্টা হতে পারে না। সৌন্দর্যের বিচারে এসব সৃষ্টির কোনো তুলনা হয় না, কারণ এসবের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। এর চেয়ে অধিক সুন্দরের কল্পনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই উক্ত সূরার প্রথমেই 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে মহান আল্লাহর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

حمد (হামদ) শব্দটির দুটি অর্থ একটি 'ছানা' তথা প্রশংসা আর অপরটি 'শুকর' বা কৃতজ্ঞতা। একজন মুসলিম সর্বক্ষেত্রে 'আল-হামদুলিল্লাহ' ব্যবহার করে। তার কুশল বিনিময়, তার অবস্থা জানার উত্তর ও বিদায় গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আবার আনন্দদায়ক মুহূর্তেও এর ব্যবহার হয়। কোনো সুন্দর সৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে প্রশংসায় আল-হামদুলিল্লাহ বলা হয়। মহান আল্লাহর কী অপরূপ সৃষ্টি! বলে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা (شكر) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কৃতজ্ঞতা তখনই হয়, যখন কেউ অপরের জন্য কিছু করে। যখন এমন কিছু করে, যা অন্যের উপকারে আসে বা যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, তখন শুকরিয়া আদায় করা হয়। যখন আপনি অপরের জন্য ভালো কিছু করেন, তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইবনে জারীর আত্ব-ত্ববারী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে হামদ ও শুকর একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[১] আর ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হামদ ও শুকরের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। হামদ শুধু জিহ্বা আর শুকর জিহ্বা, হৃদয় ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আদায় করতে হয়। অবদানের স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে হৃদয়, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। হামদ অবদানের বিনিময় কিংবা বিনিময় ছাড়া হতে পারে, কিন্তু শুকর শুধু অবদানের বিনিময়ে হয়ে থাকে। কারণ, পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেমের মতে হামদ ব্যক্তির সেসব গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যেগুলো ব্যক্তির মাঝে থাকে এবং সেসব গুণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, যেসব গুণের প্রতিক্রিয়া নিজের থেকে অন্যের মাঝে প্রতিফলিত হয়। আর শুকর কেবল সেসব গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেসব গুণের প্রতিক্রিয়া নিজের থেকে অন্যের মাঝে প্রতিফলিত হয়। এটি হৃদয়, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন একজন কবি বলেছেন, আমার তিনটি অঙ্গ তোমাদের উপকার করেছে— আমার হাত, জিহ্বা ও অদৃশ্য হৃদয়।[২]

কিন্তু হামদ না শুকর কোনটি বেশি সাধারণ— এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'আম-খাছের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ উভয়টি এক দিক দিয়ে 'আম বা সাধারণ আবার উভয়টি আরেক দিক দিয়ে খাছ বা বিশেষ অর্থজ্ঞাপন। ব্যবহারের ক্ষেত্র বিবেচনায় হামদ বেশি সাধারণ। কারণ এটি ব্যক্তির সেসব গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যেগুলো ব্যক্তির মাঝে থাকে এবং সেসব গুণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, যেসব গুণের প্রতিক্রিয়া নিজের থেকে মাঝে প্রতিফলিত হয়। যেমন- কেউ বলল, আমি তার বীরত্ব ও উদারতার প্রশংসা করেছি। আবার এটি উপকরণের বিবেচনায় বিশেষ। কারণ এটি জিহ্বা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আর উপকরণ বিবেচনায় শুকর সাধারণ, কেননা এটি হৃদয়, কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আর এটি বিশেষ, কারণ এটি শুধু সেসব গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যেগুলো ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং অন্যের মাঝে সেসব গুণের প্রতিক্রিয়া অন্যের মাঝে প্রতিফলিত হয়। যেমন- আমি তাকে তার বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি— এ কথা বলা

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. তাফসীর আত্ব-ত্ববারী, ১/১৩৮।

২. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১৩২।

যাবে না তবে উদারতা এবং দয়ার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি— একথা বলা যাবে।[৩]

উপরের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে, আবূ হেলাল আল-আসকারী হামদ ও শুকরের সংজ্ঞা দিয়েছেন, হামদ হলো সুন্দর কিছুর জন্য মৌখিক প্রশংসা, সেটা অভ্যন্তরীণ গুণাবলিকে শামিল করুক। যেমন- জ্ঞান কিংবা বাহ্যিক গুণাবলিকে শামিল করুক। যেমন- দানশীলতা। শুকর এমন একটি শব্দ, যা উপকারকারীর উপকারের প্রতিদানস্বরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মৌখিক বর্ণনা, অন্তরের বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং বাহ্যিক সেবার মাধ্যমে।

ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মাদারিজুস সালেকীন গ্রন্থে বলেছেন, শুকর প্রকার ও উপকরণের দিক দিয়ে সাধারণ এবং পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে বিশেষ আর হামদ পরিপ্রেক্ষিতের দিক দিয়ে সাধারণ আর উপকরণের দিক দিয়ে বিশেষ। এর অর্থ হলো, শুকর হৃদয়ের বিনয় ও বশ্যতা স্বীকার, মৌখিক প্রশংসা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক অবদানের সাথে; সত্তাগত গুণাবলির সাথে নয়। তাই আল্লাহর জীবন, শ্রবণশক্তি, দর্শনক্ষমতা ও জ্ঞানের জন্য 'আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি' বলা যাবে না। এসবের কারণে তিনি প্রশংসিত, যেমনিভাবে দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি প্রশংসিত।[৪]

শুকর কল্যাণ ও অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যার সাথে শুকর সম্পৃক্ত, তার সাথে হামদ সম্পৃক্ত, কিন্তু যার সাথে হামদ সম্পৃক্ত, তার সাথে শুকর সম্পৃক্ত নয় এবং যার মাধ্যমে হামদ সংঘটিত হয়, তার মাধ্যমে শুকর সংঘটিত হয়, তবে এর বিপরীত হয় না। কারণ শুকর হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আর প্রশংসা হয় জিহ্বার মাধ্যমে।

الحمد এর মধ্যে যে ال রয়েছে, তা استغراق তথা 'সমুদয়' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। প্রশংসার প্রত্যেকটি প্রকার আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আর কেউ কেউ বলেন ال জিনসের জন্য। জাতিগতভাবে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। 'হামদ' এর সম্পর্ক শুধু নেয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহর নেয়ামত পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক কিংবা নিজে বা অন্য কেউ পাক, সর্বক্ষেত্রে প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে 'হামদ'। এ প্রেক্ষিতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ! সব নেয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার জন্য আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি সর্বদা প্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালোবাসেন। আপনার প্রশংসা কোনো দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।[৫] 'হামদ' হলো অন্য সকল উপাস্য ব্যতীত একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে أَحْمَدُ اللهَ 'আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি' ব্যবহৃত না করে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, আহমাদুল্লাহ বা 'আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি' অর্থটি বর্তমান সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অন্যদিকে আল-হামদুলিল্লাহ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কালকে শামিল করে।[৬] এজন্যই হাদীছে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ -কে সর্বোত্তম দু'আ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭] কারণ, উক্ত বাক্য সর্বকালকে ব্যাপৃত করে। অন্য হাদীছে এসেছে, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ 'আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ করবে'।[৮] একটি হাদীছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে উত্তম যিকির বলা হয়েছে কিন্তু অপর হাদীছে 'আল-হামদুলিল্লাহ'-কে উত্তম দু'আ বলা হয়েছে।[৯] এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিন ও রাতের যিকির এবং ছালাতের পর যিকির সর্বক্ষেত্রে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতে বলেছেন। 'আল-হামদুলিল্লাহ' পূর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ এতে বেশি খুশী হন। বিশেষ করে নেয়ামত ভোগের পর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১৩২।
৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/২৪৬।
৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১৩২; তাফসীর আত্ব-ত্বাবারী, ১/১৩৮।
৬. তাফসীর আত্ব-ত্বাবারী, ১/১৩৮।
৭. তিরমিযী, হা/৩৩৮৩।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩।
৯. তিরমিযী, হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০০।

করতে হবে তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন।[১০] এভাবে 'আল-হামদুলিল্লাহ' সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অতুলনীয় রূপ।

সকল 'হামদ' আল্লাহর বলে একটি বড় সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রশংসার যোগ্য কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, সেটা কোনো সৃষ্টির নিজস্ব নয়। কেননা, তার স্রষ্টা একমাত্র সেই আল্লাহ তাআলা, যিনি নিজ ক্ষমতায় তাকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত সমস্ত সৌন্দর্য ও সকল কল্যাণের উৎস তিনি। মানবজাতি, ফেরেশতামণ্ডলী, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদির কোনোটিই আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং প্রত্যেকটিকে একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এসবের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যত প্রশংসা হতে পারে, তা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য হক্বদার আল্লাহ তাআলা। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোয় যেহেতু আল্লাহর সাথে কারও অংশীদারিত্ব নেই, কাজেই এসব অবদানের প্রশংসায় আল্লাহর সাথে কারও অংশীদার হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সৌন্দর্যদাতা, অনুগ্রহকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ক্রমবিকাশক ইত্যাদির কারণে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা, ইবাদত-বন্দেগী এবং দাসত্ব-আনুগত্য পেশের একমাত্র সত্তা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি এসবের এক বিন্দুরও দাবিদার হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে তাদের কোনো অবদান নেই। তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই হামদ বা প্রশংসা করতে হয় আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।[১১] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা হলো যে, কেউ যদি কোনো খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন বলে, الحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَـــالٍ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই যাবতীয় হামদ।[১২]

কুরআন হাদীছ হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এতটুকু প্রশংসাও করা যায় না, যাতে তার ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ করে তোলা হয় এবং একপর্যায়ে সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূলত এরূপ প্রশংসাই মানুষকে মানুষ পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা অতিরিক্ত প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো'।[১৩] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহমিকা ভাবের উদ্রেক হতে পারে। তখন হয়তো মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণের অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ব্যাপক ক্ষমতা আছে। আর কোনো মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয়, তখনই তার পতন শুরু হয় এবং সে পতন হতে সে উদ্ধার হতে পারে না। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো গুণ বা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন সে ভক্তি-শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের পূজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম শিরকের পথে পরিচালিত করে। সেজন্যই যাবতীয় 'হামদ' একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

'আলামীন' 'আলাম'-এর বহুবচন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, 'আলাম' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অন্য জিনিস জানার মাধ্যম হয় বা যার দ্বারা অন্য কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে পারা যায়। সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তুই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি সেই বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক। এজন্য সৃষ্টিজগতকে আলাম বলা হয়। 'রব্বুল আলামীন' বলতে কী বুঝায় এই আয়াতে তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়নি, তবে অন্য আয়াতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ - قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ 'ফেরাউন বলল, রব্বুল আলামীন বলতে কী বোঝায়? মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর রব হলেন রব্বুল আলামীন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(আশ-শুআরা, ২৬/২৩-২৪)*। এই আয়াতে সৃষ্টিজগতের সব কিছুকে 'আলামীন' এর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আসমান ও যমীনে এত 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত এসব জগতের কোনো পরিসংখ্যান নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। যেমন- মানব, জিন, ফেরেশতা, উদ্ভিদ, পশু ও পক্ষিকুল ইত্যাদি

১০. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০৫।
১১. তাফসীর আত্ব-ত্ববারী, সূরা ফাতিহার তাফসীর, ১/১৩৮।
১২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০৩।
১৩. আহমাদ, হা/৫৬৮৪; ইবনু হিব্বান, হা/৫৭৭০।

এক একটা জগৎ। এগুলো অসীম জগতের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র। মানবজ্ঞান সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয়।[১৪]

رَبّ মহান আল্লাহর অন্যতম সুন্দর নাম। এর বাংলা অর্থ প্রতিপালক। এই বিশ্বজগতে অগণিত সৃষ্টি আছে, যাদের চাহিদা একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্নতর। প্রত্যেক জীবকে অবস্থা, পরিস্থিতি এবং প্রকৃতি ও দৈহিক গঠন অনুযায়ী তার চাহিদার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যিনি করেন, তাকে রব বলে। এই অর্থে কোনো জিনিসের প্রতি সম্বন্ধ (ইযাফত) করা ব্যতীত রব এর ব্যবহার অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। 'রব' শব্দটি আল-কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টি করা, সজ্জিত করা, স্থাপন করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন করা, বিধান প্রদান করা, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া, লালনপালন করা, রিযিক্ব দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া ভাঙা-গড়ার মালিক হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু দান করা, সন্তান দেওয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি অর্থও এর মধ্যে নিহিত আছে। আর যার মধ্যে একসঙ্গে এই সবকিছু করার ক্ষমতা বিদ্যমান, তিনিই রব। যেমন কুরআন মাজীদের সূরা আল-আ'লায় অনুরূপ ব্যাপক অর্থে রব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى - وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ 'পবিত্রতা ঘোষণা করো তোমার সুমহান রবের নামের, যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ সঠিকরূপে নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তাকে পথ দেখিয়েছেন' *(আল-আ'লা, ৮৭/১-৩)*। এই আয়াত হতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রব তাকেই বলতে হবে, যার মধ্যে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যস্ত ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার, হেদায়াত দানের, শারঈ বিধিবিধান প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ ক্ষমতায় সমগ্র সৃষ্টিজগতকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে এমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে যথাযথভাবে অভিযোজিত হতে পারে এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করতে পারে যে, সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিজ নিজ স্থানে সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রব তিনিই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে কর্মক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে তাকে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রত্যেকের জন্য তার নিজের ক্ষেত্র ও সীমানা নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ 'আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২)*।

অতএব, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তাঁরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোনো কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়। বস্তুত সৃষ্টিলোকে আল্লাহর দু'ধরনের রুবূবিয়্যাতের কার্যকারিতা বিদ্যমান। যথা- সাধারণ রুবূবিয়্যাত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রুবূবিয়্যাত বা শরীআতগত।

(ক) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক: মানুষের জন্ম, তার লালনপালন ও ক্রমবিকাশ ঘটানো, তার শরীরকে অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করা।

(খ) শরীআতভিত্তিক: মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশনার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করা। যাঁরা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণতা সাধন করেন। তাঁদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হন। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণকর কাজের সন্ধান লাভ করতে পারেন।

অতএব, আল্লাহ তাআলার মানুষের রব হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের রব হওয়া কেবল এজন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের গঠন প্রদান করেছেন এবং তার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব যে, তিনি মানুষকে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন যাপনের সুযোগ তৈরি করেছেন, তাদের হেদায়াতের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

১৪. কুরতুবী, ফাতহুল ক্বাদীর।

ইসলামে বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৪)

সরকার ছাড়া কোনো জামা‘আত, দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা অন্য কেউ বায়‘আত নিতে পারবেন কিনা?

এ ব্যাপারে সাফ কথা হচ্ছে— কোনো সংস্থা, সংগঠন, দল, প্রতিষ্ঠান, ত্বরীক্বা বা জামা‘আতের নেতার জন্য বায়‘আত আদৌ বৈধ নয়। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দ্বীনী সংগঠন ও প্রচলিত ত্বরীক্বায় যেসব বায়‘আত চলছে, সেগুলো ছূফীতান্ত্রিক সংগঠনগুলো থেকে ধার করা বিদ‘আতী বায়‘আত। ইসলামের নামে সেগুলো চালানো বিভ্রাট ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং কোনো দলীয় নেতা বায়‘আত নিলে নিঃসন্দেহে তা হবে সম্পূর্ণ বিদ‘আতী ও ছূফী বায়‘আত। কুরআন মাজীদ, ছহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য, মূলনীতি ও জীবনাদর্শ সন্দেহাতীতভাবে একথাই প্রমাণ করে। এতে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা, ধূম্রজাল, বিভ্রাট ও সন্দেহ সৃষ্টির কোনো প্রকার সুযোগ নেই। আমরা ইতোপূর্বে বায়‘আত বিষয়ক দলীল উপস্থাপনের সময় রাসূল ﷺ-এর শব্দচয়ন এবং আয়াত ও হাদীছগুলো থেকে ভাষ্যকার উলামায়ে কেরামের মন্তব্য দেখে এসেছি, যার সবগুলোই প্রমাণ করে, বায়‘আত কেবল সরকারের জন্য। নিচে এ সম্পর্কে আরো কয়েকজন আলেমের বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো—

এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য:

(১) সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আল্লামা বাকর আবূ যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বায়‘আত সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ الْبَيْعَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَسُلْطَانِهِمْ، وَأَنَّ مَا دُوْنَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعَاتِ الطُّرُقِيَّةِ وَالْحِزْبِيَّةِ فِي بَعْضِ الْفِرَقِ (الْجَمَاعَاتِ) الدِّيْنِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ كُلُّهَا بَيْعَاتٌ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ لَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَمَلِ صَحَابِيٍّ، وَلَا تَابِعِيٍّ، فَهِيَ بَيْعَاتٌ مُبْتَدِعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وَكُلُّ بَيْعَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ فَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةِ الْعَهْدِ، فَلَا حَرَجَ وَلَا إِثْمَ فِي تَرْكِهَا وَنَكْثِهَا، بَلِ الإِثْمُ فِي عَقْدِهَا؛ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِهَا أَمْرٌ مُحْدَثٌ لَا أَصْلَ لَهُ، نَاهِيْكَ عَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ تَشْقِيْقِ الْأُمَّةِ وَتَفْرِيْقِهَا شِيَعًا وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ بَيْنَهَا وَاسْتِعْدَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الشَّرْعِ سَوَاءً سُمِّيَتْ بَيْعَةً أَوْ عَهْدًا أَوْ عَقْدًا.

‘ইসলামে বায়‘আত মাত্র একটিই। ‘আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ’ তথা নেতৃস্থানীয় ও শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মনোনীত মুসলিম সরকারের বায়‘আত ছাড়া ইসলামে দ্বিতীয় কোনো বায়‘আত নেই। এর বাইরে বর্তমান বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দলে-উপদলে যেসব বায়‘আত দেখা যাচ্ছে, সেগুলো তরীক্বতী ও দলীয় বায়‘আত; সেগুলোর কোনো শারঈ ভিত্তি নেই। কুরআন ও হাদীছে এগুলোর ভিত্তি থাকা তো দূরের কথা, এমনকি কোনো ছাহাবী বা তাবেঈর আমল থেকেও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মিলে না। বরং এগুলোর সবই বিদ‘আতী বায়‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্ট। আর যেসব বায়‘আতের শারঈ কোনো ভিত্তি নেই, সেগুলো ভঙ্গ করলে কোনো দোষ নেই এবং কোনো গোনাহও নেই; বরং সেসব বায়‘আত সম্পন্ন হলেই পাপ হবে। কেননা এসব বায়‘আতের মাধ্যমে ধার্মিক হওয়ার চেষ্টা করা নবাবিষ্কার, যার কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া এসব বায়‘আতের উপর ভিত্তি করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু একজনকে আরেক জনের উপর ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। অতএব, বায়‘আত, শপথ, চুক্তি বা অন্য যে নামই দেওয়া হোক না কেনো এসব বায়‘আত শরী‘আতের গণ্ডির বাইরে’।[১]

(২) রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সুঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভারতীয় শিক্ষার্থীর ভারতে প্রচলিত বায়‘আত সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট বলেন,

فَلَا نَعْلَمُ أَصْلًا لِهَذِهِ الْبَيْعَةِ، إِلَّا مَا يَحْصُلُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُبَايِعَ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَفِي الْأَثَرَةِ عَلَى الْمُبَايِعِ، كَمَا بَايَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ نَبِيَّنَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-. فَالْبَيْعَةُ تَكُونُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مُقْتَضَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ-

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আব্দুল্লাহ আত-তামীমী, মুহাযযাবু হুকমিল ইনতিমা ইলাল ফিরাক্ব ওয়াল আহযাব ওয়াল জামা‘আত আল-ইসলামিইয়াহ, পৃ. ৯৭ (মূল গ্রন্থটি শায়খ বাকর আবূ যায়েদের)।

وَأَنْ يَقُوْلُوْا بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كَانُوْا، وَأَلَا يُنَازِعُوْا الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

أَمَّا بَيْعَةُ الصُّوْفِيَّةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَلَا أَعْلَمُ لَهَا أَصْلًا، وَهَذَا قَدْ يُسَبِّبُ مَشَاكِلَ، فَإِنَّ الْبَيْعَةَ قَدْ يَظُنُّ الْمُبَايِعُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُبَايِعَ طَاعَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى وَلَوْ قَالَ بِالْخُرُوْجِ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُوْرِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُنْكَرٌ لا يَجُوْزُ...

‘এই বায়‘আতের কোনো ভিত্তি আছে মর্মে আমাদের জানা নেই। তবে সরকারের জন্য যেসব বায়‘আত হয়, সে সম্পর্কে আমাদের জানা আছে। মহান আল্লাহ বিধান দিয়েছেন যে, সরকার (জনগণের কাছ থেকে) আনুগত্যের বায়‘আত নিবেন দুখে-সুখে, অনুরাগ-বিরাগে এবং বায়‘আত গ্রহণকারীর উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়; যেমনভাবে নবী ﷺ ছাহাবীবৃন্দ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম-এর বায়‘আত নিয়েছেন। অতএব, বায়‘আত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সরকারের জন্য হবে। জনগণ যেখানেই থাক না কেনো হক্ক কথা বলবে। তারা যোগ্য ব্যক্তির আনুগত্য করার ব্যাপারে পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়াবে না। তবে যদি তারা (সরকারের) স্পষ্ট কুফর দেখতে পায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে তাদের নিকট দলীল থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

ছূফীদের পরস্পরের বায়‘আতের ব্যাপারে কোনো ভিত্তি আছে মর্মে আমার জানা নেই। তাছাড়া এই বায়‘আত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- বায়‘আত প্রদানকারী মনে করতে পারে, (এর মাধ্যমে) সবকিছুতে বায়‘আত গ্রহণকারীর আনুগত্য করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। এমনকি বায়‘আত প্রদানকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা বললেও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। এটা ঘৃণ্য কাজ, নাজায়েয’।...[২]

(৩) বায়‘আতের শর্ত সংশ্লিষ্ট একটি প্রশ্নের উত্তরে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْبَيْعَةُ الَّتِي تَكُوْنُ فِيْ بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ بَيْعَةٌ مُنْكَرَةٌ شَاذَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ إِمَامَيْنِ وَسُلْطَانَيْنِ؛ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي هُوَ عَلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي بَايَعَهُ، وَتُفْضِيْ إِلَى شَرٍّ بِالْخُرُوْجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَإِتْلَافِ الْأَمْوَالِ، مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَأَمَّا التَّأْمِيْرُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَهَذَا قَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِيْمَا إِذَا سَافَرَ جَمَاعَةٌ أَنْ يُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

‘বিভিন্ন জামা‘আতে যে বায়‘আত হয়, তা অস্বীকৃত ও বিচ্ছিন্ন বায়‘আত। কেননা এসব বায়‘আতের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, মানুষ নিজের জন্য দুইজন ইমাম ও রাষ্ট্রনেতা গ্রহণ করতে পারে। একজন বড় রাষ্ট্রনেতা, যিনি পুরো দেশের দায়িত্বে আছেন। অপরজন তিনি, ব্যক্তি যার বায়‘আত নিয়েছেন। এসব বায়‘আত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যম হওয়ার কারণে রক্ত ঝরা, সম্পদ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি অনিষ্ট ডেকে আনে, যা কেবল আল্লাহই জানেন। আর হাদীছের ভাষ্যমতে কোনো দলের আমীর বানানোর বিষয়টি সফরের সাথে নির্দিষ্ট; যখন তারা সফর করবে, তখন তাদের একজনকে আমীর বানাবে’।[৩]

(৪) কিছু কিছু দল তাদের দলীয় লোকদের বায়‘আত গ্রহণ করে— এ বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিন বলেন,

نَحْنُ فِيْمَا عَلِمْنَا لَا نَرَى أَبَدًا هُنَاكَ بَيْعَةً إِلَّا لِمَنْ لَا وُجُوْدَ لَهُ الْيَوْمَ؛ فَإِذَا وُجِدَ بُوْيِعَ وَهُوَ الْخَلِيْفَةُ الَّذِيْ يُجْمِعُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى مُبَايَعَتِهِ؛ أَمَّا مُبَايَعَةُ حِزْبٍ مِنَ الْأَحْزَابِ، لِفَرْدٍ لِرَئِيْسٍ لَهُمْ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَمَاعَاتِ لِرَئِيْسِهِمْ وَهَكَذَا، فَهَذَا فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْبِدَعِ الْعَصْرِيَّةِ الَّتِيْ فَشَتْ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ، وَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ مِمَّا يُثِيْرُ فِتَنًا كَثِيْرَةً جِدًّا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، لِأَنَّ كُلَّ جَمَاعَةٍ تَجِدُ نَفْسَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ بِرَهْبَةِ الْبَيْعَةِ أَنْ تَلْتَزِمَ الْخَطَّ الَّذِيْ يَمْشِيْ فِيْهِ حِزْبُهُ، فَهَذَا الْمُبَايِعُ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ كَمَا لَوْ كَانَ خَلِيْفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُنَاكَ مُبَايِعٌ آخَرُ وَلَهُ خَطٌّ آخَرُ وَهَكَذَا تَتَبَاعَدُ الْجَمَاعَاتُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بِسَبَبِ هَذِهِ الْبَيْعَاتِ الْعَدِيدَةِ الْمُخْتَلِفَةِ...

‘আমাদের জানা মতে, আজকে যার অস্তিত্ব নেই, কেবল তিনি ছাড়া অন্য কারো বায়‘আত হতে পারে, তা আমরা মনে করি না। যখন তিনি অস্তিত্বে আসবেন, তখন তার বায়‘আত করতে হবে। অর্থাৎ তিনি হলেন সেই খলীফা, যার বায়‘আত গ্রহণে মুসলিমগণ একমত হবেন। পক্ষান্তরে, কোনো দলের বায়‘আত, যা দলের যে-কোনো সদস্য তার নেতাকে দেন, সে বায়‘আত আসলে আধুনিক বিদ‘আত, যা বর্তমান সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এই বায়‘আত মুসলিমদের মধ্যে

২. আব্দুল আযীয ইবনে বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ৩/১৭৫-১৭৬।

৩. এই লিংক থেকে সংগৃহীত: https://al-fatawa.com/fatwa/124089 মূলত: ফতওয়াটি ‘লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ’-এর অন্তর্ভুক্ত। শায়খ উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ প্রতি বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে উল্লিখিত শিরোনামে ইলমী মজলিসের আয়োজন করতেন। সেই মজলিসে শায়খ উপর্যুক্ত উত্তরটি প্রদান করেন, যা অডিও আকারে ছিল। পরবর্তীতে http://www.islamweb.net সেই দারসগুলো টেক্সটে রূপান্তরিত করে।

অনেক ফেতনা সৃষ্টি করে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি জামা'আত বায়'আতের ভীতি কাঁধে নিয়ে নিজ দলের অঙ্কিত পথে চলতে বাধ্য হয়। আর মুসলিমদের একক খলীফার যেমন কর্তৃত্ব থাকে, এই বায়'আত গ্রহণকারী ব্যক্তিরও তেমন কর্তৃত্ব থাকে। দেখা যায়, এরকম অন্য আরো বায়'আত গ্রহণকারী নেতা থাকে এবং তারও চলার ভিন্ন পথ থাকে। আর এসব বায়'আতের কারণে এভাবে দলগুলো পরস্পর দূরে সরতে থাকে'।...[৪]

(৫) ইয়ামানের বিখ্যাত আলেম শায়খ মুক্বিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لاَ شَكَّ اَنَّ البَيْعَاتِ الْمَوْجُودَة عِنْدَ الْفُرَقِ الإِسْلَامِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهِيَ بَيْعَاتٌ مُبْتَدَعَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الشَّرْعِ سَوَاءَ سُمِّيَتْ بَيْعَةً أَوْ عَهْدًا أَوْ عَقْدً فَالسُّؤَالُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُبَايِعِينَ لَهَا أَنَّهُمْ مُبْتَدِعُونَ بِسَبَبِ الْبَيْعَةِ الْبِدْعِيَّةِ؟ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ أَنَّ الَّذِينَ يُفْرِضُونَ عَلَى أَصْحَابِهِمْ الْبَيْعَةَ أَنَّهُمْ يُعْتَبَرُونَ مُبْتَدِعَةً ، فَهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا تَابِعِي التَّابِعِينَ...

وَأَمَا اسْتِدْلَالُهُمْ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا البَيْعَةُ فَهَذَا اسْتِدْلَالٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ...

'এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন ইসলামী দলে বিদ্যমান বায়'আতের পক্ষে কোনো ভিত্তি নেই। এগুলোর নাম বায়'আত, অঙ্গীকার বা চুক্তি যেটাই দেওয়া হোক না কেনো এগুলো সব ইসলামী শরী'আতের গণ্ডির বাইরের বিদ'আতী বায়'আত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ'আতী বায়'আত করার কারণে বায়'আতকারীদেরকে কি বিদ'আতী ট্যাগ দেওয়া জায়েয হবে?

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব, উপস্থিতিগণ যেনো অনুপস্থিতগণকে জানিয়ে দেয় যে, যারা তাদের অনুসারীদের উপর বায়'আত চাপিয়ে দেয়, তারা বিদ'আতী হিসেবে গণ্য হবে। এই বায়'আত ছাহাবী, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈ কোনো আমলেই ছিল না।

বায়'আত সম্বলিত যেসব আয়াত ও হাদীছ তারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, সেগুলো থেকে তাদের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি যথার্থ নয়। কেননা সেই বায়'আত মুসলিম সরকারের বায়'আত'।[৫]

(৬) শায়খ ছলেহ আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ বিভিন্ন দলের বায়'আত সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

البَيْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ الْبَيْعَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ مُبْتَدَعَةٌ، وَهِيَ مِنْ إِفْرَازَاتِ الْاِخْتِلَافِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَفِي مَمْلَكَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ تَكُونَ بَيْعَتُهُمْ وَاحِدَةً لِإِمَامٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ الْمُبَايِعَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ.

'মুসলিম সরকার ছাড়া অন্য কারো জন্য বায়'আত হবে না। বিভিন্ন ধরনের এসব বায়'আত বিদ'আত। এগুলো মতভেদ উস্কে দেয়। যেসব মুসলিম একই দেশে থাকে, তাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, তাদের বায়'আত একটাই হতে হবে এবং তা হবে সরকারের জন্য। বিভিন্ন ধরনের বায়'আত জায়েয নেই'।[৬]

(৭) সঊদী আরবের স্থায়ী ফতওয়া বোর্ড 'আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ'-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন,

البَيْعَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِوَلِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُبَايِعُونَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمَا بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ، أَمَا الْبَيْعَةُ لِغَيْرِ وَلِي الْأَمْرِ فَهِيَ بِدْعَةٌ وَبَاطِلَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ».

'মুসলিম সরকার ছাড়া অন্য কারো জন্য আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ জায়েয নেই। যেমনটি ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়'আত করেছিলেন এবং মুসলিমগণ খুলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর নিকট বায়'আত করেছিলেন। সরকার ছাড়া অন্য কারো জন্য বায়'আত করলে তা বিদ'আত এবং বাতিল। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করলো, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, সেই আমল প্রত্যাখ্যাত'। অন্য বর্ণনায়

৪. শাদী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আলে নু'মান, জামি'উ তুরাছিল আল্লামা আলবানী ফিল মানহাজ ওয়াল আহদাছিল কুবরা, ৪/১১৫।

৫. শায়খ মুক্বিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদিঈ রহিমাহুল্লাহ-এর 'আত-তিবয়ান আলা আস-ইলাতি আহলি কুরদিস্তান' শিরোনামে একটি অডিও ক্যাসেট থেকে নিয়ে টেক্সট আকারে শায়খের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ফতওয়াটি প্রকাশিত হয়েছে।

দেখুন: https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1826

৬. আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ আল-ফাওযান, প্রশ্ন: ৪৭১, পৃ. ৪৬৪।

এসেছে, ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযুক্ত করল, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী ও মুসলিম)*।[৭]

(৮) শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ পরিচালিত সঊদী আরবভিত্তিক বিশ্বখ্যাত ফতওয়ার ওয়েবসাইট islamqa-এর ২৩৩২০ নম্বর প্রশ্নের সার্থকথা ছিল, **বায়‘আত হবে কার জন্য?** এর উত্তরে ওয়েবসাইটটিতে বলা হয়েছে,

اَلْبَيْعَةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

‘মুসলিম সরকার ছাড়া অন্য কারো জন্য বায়‘আত হবে না’।[৮]

(৯) কাতারভিত্তিক ফতওয়ার ওয়েবসাইট islamweb-এর 111159 নম্বর প্রশ্নে একজন প্রশ্নকারী বলেন,

أَفِيْدُوْنِيْ فِيْ إِمَامٍ يَدَّعِيْ أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ الْمَرْءُ مُسْلِمًا أَبَدًا وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يُبَايِعَ إِمَامًا أَوْ وَلِيَّ أَمْرٍ، وَ بِهَذِهِ الْقَوْلَةِ جَمَعَ حَوْلَهُ جَمْعًا غَفِيْرًا وَيَأْتِيْ بِأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ وَآيَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ، أَفْتُوْنِيْ فِيْ هَذَا الْأَمْرِ.

‘আমাকে সেই নেতার ব্যাপারে জ্ঞান দিয়ে উপকৃত করুন, যিনি দাবি করেন যে, একজন ব্যক্তি কখনই মুসলিম হতে পারবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে কোনো নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট বায়‘আত করবে। একথা দ্বারা তিনি তার আশপাশে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সমবেত করেন। আর এর পক্ষে তিনি হাদীছ ও কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে ফতওয়া দিন’।

এর জবাবে তারা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ بِآيَاتٍ وَأَحَادِيْثَ تَخُصُّ عَلَى اجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى بَيْعَةِ إِمَامٍ وَاحِدٍ لِلْأُمَّةِ، وَيُسْقِطُوْنَهَا جَهْلاً أَوِ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى عَلَى أَحْزَابٍ يَخْتَرِعُوْنَهَا، كَحَدِيْثِ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَيَحْمِلُوْنَ ذَلِكَ عَلَى شَخْصٍ مِنْهُمْ، وَهَذَا وَهَمٌ قَبِيْحٌ وَخَطَأٌ فَادِحٌ يَتَبَيَّنُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

‘এ ধরনের ব্যক্তি থেকে মুসলিমদের সতর্ক থাকা উচিত। কেননা তারা সেসব আয়াত ও হাদীছ (নিজেদের পক্ষে) উপস্থাপন করে, যেগুলো মুমিনদের এক শাসকের অধীনে সমবেত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। আর অজ্ঞতাবশত হোক বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে হোক তারা এসব আয়াত ও হাদীছ নিজেদের তৈরিকৃত বিভিন্ন দলে প্রয়োগ করে। যেমন এই হাদীছটি: “যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে বায়‘আত নেই, তার জাহেলী মরণ হলো”।[৯]

এসব হাদীছকে তারা তাদের মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে। এটা জঘন্য ধারণা এবং মারাত্মক ভুল; উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে ফিরে গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়’।[১০]

(১০) একই ওয়েবসাইটের ৫৯০০ নম্বর প্রশ্নে বিভিন্ন ইসলামী দলের সাথে কাজ করার হুকুম সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিবরণটির একাংশ আমাদের আলোচ্য বিষয় বায়‘আতের সাথে সম্পর্কিত হলেও পুরো উত্তরটার মাঝে রয়েছে অনেক উপকার। সেজন্য, পূর্ণাঙ্গ উত্তরটি নিচে তুলে ধরা হলো—

فَإِنَّ الْعَمَلَ الْجَمَاعِيَّ نَوْعٌ مِنَ التَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ وَالتَّآخِيْ عَلَى الْحَقِّ، وَلِذَا فَهُوَ مُشْرُوْعٌ مَرْغُوْبٌ فِيْهِ لِعُمُوْمِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْاِتِّفَاقِ وَالتَّعَاوُنِ، مَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّحَزُّبِ وَالتَّعَصُّبِ لِلْأَسْمَاءِ وَالشِّعَارَاتِ، أَوْ رَفْضِ الْحَقِّ وَإِنْكَارِهِ حِيْنَ يَأْتِيْ مِنْ خَارِجِ جَمَاعَتِهِ. وَإِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ تَتَبَنَّى مَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْمُعْتَقَدِ وَالْفِكْرِ وَالسُّلُوْكِ وَالْمَنْهَجِ، جَازَ لَكَ التَّعَاوُنُ مَعَهَا وَمُنَاصَرَتُهَا وَتَأْيِيْدُهَا فِيْ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَقِّ. وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمًا أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، وَأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ طَاعَتَهُ مُقَيَّدَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ. كَمَا يَنْبَغِيْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَطِّنَ نَفْسَهُ عَلَى قَبُوْلِ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ مَنْ جَاءَ بِهِ، مَهْمَا كَانَ شَأْنُهُ أَوِ انْتِمَاؤُهُ، وَنَنْصَحُ كُلَّ مَنْ يَتَعَاوَنُ مَعَ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ أَنْ يَكُوْنَ وَاضِحًا صَرِيْحًا فِيْ مَنْهَجِهِ، يُبَيِّنُ لِإِخْوَانِهِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْحَقِّ، وَأَنَّ عَمَلَهُ مَعَ مَجْمُوْعَةٍ مَا، لَا يَعْنِيْ بَرَاءَتَهُ أَوْ كُرْهَهُ لِغَيْرِهَا، بَلْ كُلُّ مُؤْمِنٍ يُوَالِيْ، وَيُحِبُّ عَلَى قَدْرِ طَاعَتِهِ وَدِيْنِهِ مِنْ أَيِّ طَائِفَةٍ كَانَ. وَأَمَّا عَقْدُ الْوَلَاءِ عَلَى اسْمٍ أَوْ شِعَارٍ أَوْ شَخْصٍ، فَهَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدَعِ. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَجِبُ مُبَايَعَتُهُ أَوْ مُبَايَعَةُ طَائِفَتِهِ، وَنَزَّلَ أَحَادِيْثَ الْبَيْعَةِ فِيْ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. فَإِنَّ الْبَيْعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ فِي الْأَحَادِيْثِ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَامِّ الَّذِيْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَلْيَكُنْ مَعْلُوْمًا أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ وَإِنْ كَانَ قَصْدُ أَصْحَابِهَا نُصْرَةَ الْحَقِّ وَالدَّعْوَةَ إِلَى الِالْتِزَامِ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَدَمٍ سَوَاءٍ فِيْ سَلَامَةِ الْمَنْهَجِ وَشُمُوْلِهِ لِجَوَانِبِ الْإِسْلَامِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَالْإِسْلَامُ لَيْسَ مَحْصُوْرًا فِيْ شَيْءٍ مِنْهَا... وَقُصَارَى

৭. ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ২/২৭৯।

৮. আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ আল-ফাওযান, প্রশ্ন: ৪৭১, পৃ. ৪৬৪।

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫২।

১০. আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ আল-ফাওযান, প্রশ্ন: ৪৭১, পৃ. ৪৬৪।

www.al-itisam.com

أَمْرِهَا أَنْ تَكُوْنَ طَرَائِقَ فِي الدَّعْوَةِ وَفَهْمِ الإِسْلَامِ، وَالإِسْلَامُ حَاكِمٌ عَلَيْهَا، وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يَتَّبِعُوْنَ أَيًّا مِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ وَفِيْهِمُ الْعُلَمَاءُ وَالدُّعَاةُ وَالْمُجَاهِدُونَ. فَيَجِبُ أَنْ نَفْقَهَ أَسْبَابَ نَشْأَةِ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ، وَأَنْ نَضَعَهَا فِيْ إِطَارِهَا الطَّبِيْعِيِّ، وَأَلاَّ تَنْقَلِبَ الْوَسَائِلُ إِلَى غَايَاتٍ تُفْضِيْ إِلَى نَقِيْضِ الْمَقْصُوْدِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

‘হক্বের ব্যাপারে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্বের অন্যতম দিক হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। সেজন্য ঐক্যবদ্ধ কাজ শরী‘আতসম্মত এবং শরী‘আতের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কারণ জামা‘আতবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মর্যাদা বিষয়ক সাধারণ দলীলগুলো এর পক্ষ সমর্থন করে। তবে সেই ঐক্যবদ্ধ কাজকে যদি দলাদলি ও বিভিন্ন নাম এবং প্রতীকের প্রতি অন্ধভক্তির কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় অথবা তার দল ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে হক্ব আসলে তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যাত করা হয়, তাহলে হিসাব ভিন্ন হবে।

যদি উল্লিখিত দল আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা, চালচলন ও মানহাজে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজ ধারণ করে, তাহলে আপনার জন্য তার সাথে সাহায্য-সহযোগিতা বজায় রেখে চলা এবং তার নিকট যতটুকু হক্ব আছে, ততটুকুতে তার পক্ষাবলম্বন করা জায়েয।

একটা কথা জেনে রাখা উচিত, মানুষের মাধ্যমে হক্ব নির্ণয় করা যাবে না এবং নবী ছাড়া ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের কথা থেকে কিছু কথা গ্রহণীয় ও কিছু কথা বর্জনীয়। আর নবী ছাড়া ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য যে কারো আনুগত্যের বিষয়টি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের সাথে শর্তযুক্ত। অনুরূপভাবে একজন মুসলিমের উচিত, প্রত্যেকের কাছ থেকে হক্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত রাখা— তিনি যে মানেরই হোক না কেনো বা যে দলেরই হোক না কেনো।

যারা বিভিন্ন দলের সাথে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে চায়, তাদের জন্য আমাদের বিশেষ উপদেশ হচ্ছে, তাদেরকে তাদের মানহাজ স্পষ্ট করতে হবে, তাদের ভাইদেরকে খোলাখুলি বলে দিতে হবে যে, তার ‘অলা’ তথা সম্প্রীতির বন্ধন কেবল হক্বের পক্ষেই থাকবে। আর কোনো দলের সাথে তার কাজ করার অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্যদের সাথে ‘বারা’ তথা সম্পর্ক ছিন্ন করে চলবেন অথবা তাদেরকে ঘৃণা করবেন। বরং তিনি আনুগত্য ও দ্বীনদারিতার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক মুমিনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলবেন এবং তাকে ভালোবাসবেন। মনে রাখতে হবে, কোনো নাম, প্রতীক বা ব্যক্তিত্বের উপর অলা তথা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা বিদ‘আতীদের কাজ।

যে ব্যক্তি মনে করেন, তার কাছে বা তার দলের কাছে বায়‘আত করা ওয়াজিব এবং বায়‘আত সম্পর্কিত হাদীছগুলো সেখানে ভিড়ান, তিনি বিদ‘আতী এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি বিরোধী। কারণ হাদীছে উল্লিখিত বায়‘আত কেবল সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার ব্যাপারে জনগণ একমত হয়েছেন।

আরো একটা বিষয় জেনে রাখতে হবে যে, এসব দলের ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্য যদিও হক্বের পক্ষে সহযোগিতা করা এবং ইসলাম আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দেওয়া হয়ে থাকে, তথাপিও সব দল কিন্তু সমান নয়; বরং মানহাজ বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার দিক দিয়ে এসব দল সমান নয়। ইসলাম এসব কোনো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসব দলের সর্বোচ্চ দিক হতে পারে, সেগুলো দাওয়াত ও ইসলাম বুঝার মাধ্যম। কিন্তু ইসলাম এসবগুলোর উপর ফয়সালাকারী। বেশিরভাগ মুসলিমের মধ্যে আলেম, দাঈ ও মুজাহিদগণ থাকা সত্ত্বেও তারা এসব কোনো দলেরই অনুসরণ করেন না। যাহোক, এসব দলের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে আমাদের সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখা এবং এগুলোকে যথাস্থানে রাখা আবশ্যক। আমাদের জন্য আরো জরুরী হচ্ছে, এসব মাধ্যম যেন লক্ষ্যে পরিবর্তিত হয়ে না যায়, যা লক্ষ্যের উল্টো দিকে নিয়ে যাবে। ওয়াল্লাহু আ‘লাম’।[১১]

(১১) কুয়েতী আলেম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শায়খ আব্দুর রহমান আল-জীরান হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

الْبَيْعَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ لِلْبِلَادِ وَجَمِيعُ الْبَيْعَاتِ دَاخِلَ تَنْظِيمِ الْجَمَاعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ بِدْعِيَّةٍ لَا شَرْعِيَّةٍ وَمُخَالِفَةٍ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ.

‘রাষ্ট্রের বৈধ সরকার ছাড়া অন্য কারো জন্য বায়‘আত গ্রহণ জায়েয নেই। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনে প্রচলিত বায়‘আত বিদ‘আতী বায়‘আত। এটি শরী‘আতঅনুমোদিত বায়‘আত নয় এবং তা সালাফে ছালেহীনের নীতি পরিপন্থী’।[১২]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১১. দ্রষ্টব্য: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5900/

১২. কুয়েতী দৈনিক ‘আল-আনবা’-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। দ্রষ্টব্য: https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/576916/07-08-2015-

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৮)

হাদীছ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগের কুরআন থেকে জবাব:

হাদীছ লিখিত হয়নি:

হাদীছের বিষয়ে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগটি করা হয় তা হচ্ছে, হাদীছ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় পরিপূর্ণ লিখিত হয়নি। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, পবিত্র কুরআনও লিখিত আকারে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়নি। যে মুখ থেকে ছাহাবীগণ পবিত্র কুরআন শুনতেন, হাদীছও ঠিক ওই একই মুখ থেকে তারা শ্রবণ করতেন। কুরআন মাজীদও মুখস্থ করার মাধ্যমে ছাহাবীগণ সংরক্ষণ করতেন। হাদীছও মুখস্থ করার মাধ্যমে তারা সংরক্ষণ করতেন। লিখিত না থাকার কারণে যদি হাদীছ অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে লিখিত আকারে অবতীর্ণ না হওয়ার কারণে কুরআনও কি অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে? নাঊযুবিল্লাহ!

যেমনটা তৎকালীন কাফের-মুশরিকগণ বলেছিল, يَا مُحَمَّدُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ ‘হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনয়ন করব না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসো’।[১]

তাদের এই দাবির উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ‘আর আমি যদি আপনার প্রতি লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করতাম, তাহলে কাফেরগণ সেই কিতাব নিজে হাতে স্পর্শ করে বলত, নিশ্চয় এটি জাদু’ *(আল-আনআম, ৬/৭)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ‘আর আমি যদি সরাসরি ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম ও মৃত ব্যক্তিরাও তাদের সাথে কথা বলত এবং আমি যদি সকল সৃষ্টিজীবকে জীবিত অবস্থায় তাদের সামনে পেশ করতাম, তবুও তারা ঈমান আনয়ন করত না’ *(আল-আনআম, ৬/১১১)*।

উক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনে কারীম যেহেতু লিখিত আকারে অবতীর্ণ হয়নি, সেহেতু তৎকালীন কাফের-মুশরিকগণের বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ ছিল। তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট লিখিত কাষ্ঠফলকে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু কুরআন কেন লিখিত আকারে অবতীর্ণ হবে না?

উক্ত অভিযোগের অতি স্পষ্ট ভাষায় মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত দুটিতে উত্তর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই পাল্টা উত্তর বা যুক্তি হাদীছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উক্ত আয়াত দুটি প্রমাণ করে, লিখিত থাকা ইসলামে বিশ্বাসযোগ্য দলীল হওয়ার মানদণ্ড নয়। বরং ইসলামে জ্ঞান গ্রহণ ও বিতরণের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মুখস্থশক্তি।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বর্তমান লিখিত কুরআন কীভাবে আসল? উত্তর হচ্ছে, মুখস্থ করার সুবিধার্থে ছাহাবীগণ কুরআন লিখতেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে সেই লিখিত আয়াত ও সূরাগুলো বিভিন্ন ছাহাবীর নিকটে থাকত। কোথাও একটি বই হিসেবে সুসজ্জিত ছিল না। পরবর্তীতে যখন ইয়ামামার যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে হাফেযে কুরআন শহীদ হলেন, তখনই কুরআনের সন্নিবদ্ধ লিখিত রূপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রস্তাবে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘(উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলন করার সরকারি ফরমান জারী করেন। (তখন উত্তরে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন) আমি বললাম, আমি সেই কাজ কীভাবে করব, যা রাসূল ﷺ করেননি?[২]

উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় কুরআন বর্তমান সন্নিবেশিত রূপে ছিল না। বরং কুরআন হাফেযগণের স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করেই সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে হাফেযদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে বর্তমান সন্নিবেশিত লিখিত রূপের প্রয়োজন দেখা দেয়। কুরআনকে লিখিত হিসেবে একত্রিত করার এই কাজে নিরীক্ষণের ভিত্তিও ছিল যোগ্য ও অভিজ্ঞ হাফেযগণ। তাদের স্মৃতিশক্তির সাথে মিলিয়েই লিখিত আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়। এমনকি যায়েদ ইবনু ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্মৃতিশক্তিতে থাকা একটি আয়াতের লিখিত রূপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যেমন তিনি বলেন, فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾ ‘আমরা যখন কুরআন মাজীদ সংকলন করি, তখন সূরা আল-আহযাবের একটি আয়াত কোথাও লিখিত আকারে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ আমরা আয়াতটি রাসূল ﷺ-কে তেলাওয়াত করতে শুনেছি। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা খুযায়মা ইবনু ছাবেত আল-আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট লিখিত আকারে পাই। উল্লেখ্য, আয়াতটি ছিল সূরা আল-আহযাবের ২৩ নম্বর আয়াত।[৩]

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. আবূল ফারায ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ২/১১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭০১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৮।

অতএব, এই কথা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে, কুরআন ও হাদীছ কোনোটিই আসমান থেকে লিখিত আকারে অবতীর্ণ হয়নি। কোনোটিরই সংরক্ষণের ভিত্তি লিখিত রূপ ছিল না। দুটিরই সংরক্ষণের ভিত্তি ছিল মুখস্থশক্তি। মুখস্থশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কুরআন সংরক্ষণ করা হয় খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। আর মুখস্থশক্তিকে কাজে লাগিয়ে হাদীছ একত্রিত করার কাজ শুরু হয় উমার ইবনু আব্দুল আযীযের যুগে। **তবে উভয়টিই বিচ্ছিন্নভাবে ছাহাবীগণের নিকটে লিখিত ছিল। ছাহাবীগণ যেমন বিচ্ছিন্নভাবে কুরআন লিখে রাখতেন, ঠিক তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে হাদীছও লিখে রাখতেন।** যা বিস্তারিত দলীলসহ আমরা 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য' বইয়ে আলোচনা করেছি। অতএব, হাদীছ সংকলনের উপর অভিযোগ উত্থাপন করা মূলত কুরআন সংকলনের উপর অভিযোগ উত্থাপনের শামিল।

কুরআন ও হাদীছের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি একই:

হাদীছের উপর অন্যতম একটি অভিযোগ হচ্ছে মুহাদ্দিছগণের হাদীছ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া। মুহাদ্দিছগণ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন, তা হাদীছ অস্বীকারকারীদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া নয়। তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, স্বয়ং মহান আল্লাহ কুরআনের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য ওই বিষয়গুলোকেই ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন, যা মুহাদ্দিছগণের হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন।

আমরা জানি কুরআন মাজীদ যেহেতু লিখিত আকারে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়নি, সেহেতু কুরআনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মুখস্থশক্তি। জিবরীল আলাইহিস সালাম -এর নিকট থেকে স্বয়ং আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মুখস্থ করতেন। তিনি কোথাও লিখে নিতেন না। বরং তাঁর মুখস্থশক্তি থেকেই ছাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং কিছু ছাহাবী মুখস্থের সুবিধার্থে লিখেও নিতেন। কুরআনকে মুখস্থশক্তির মাধ্যমে জিবরীল আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছাহাবীগণ পর্যন্ত পৌঁছতে বিশ্বাসযোগ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সততা ও আমানতদারিতা।

যেমন মহান আল্লাহ জিবরীল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ 'নিশ্চয় তা (উক্ত কুরআন) সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত কথা। যিনি দায়িত্ব পালনে শক্তিশালী এবং মহান আরশের মালিকের নিকট সম্মানিত। অনুগত ও বিশ্বস্ত' *(আত-তাকভীর, ৪১/১৯-২১)*।

উক্ত আয়াতে অহী আনয়নকারী ফেরেশতার গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর অতি অনুগত ও বিশ্বস্ত এবং পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে শক্তিশালী।

ঠিক তেমনি আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও ইসলামের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল তাঁর সততা। যখন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বললেন, তখন তিনি তাদেরকে ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে ডাক দিয়ে বললেন, 'আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পাশে শত্রুবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য, তোমরা কি বিশ্বাস করবে?' তখন তারা উত্তরে বলল, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا 'আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি'।[৪]

সারমর্ম হচ্ছে- যেহেতু জিবরীল আলাইহিস সালাম সত্যবাদী ও আমানতদার এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরীক্ষিত সত্যবাদী ও আমানতদার, অতএব, তাদের কথাকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এই ভিত্তির উপরেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

ঠিক একইভাবে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়কেই মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু সকল ছাহাবী সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ, সেহেতু তাদের সকলের কথা বিশ্বাসযোগ্য। তাবেঈনের যুগে যারা ছাহাবীগণ কর্তৃক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, তাদের কথা সত্য। তাবে-তাবেঈনের যুগে যারা তাবেঈ কর্তৃক সত্যায়িত এবং যাদের সততা ও আমানতদারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য। আর আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, আধুনিক যুগেও বিচারব্যবস্থা মানুষের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। স্বয়ং মহান আল্লাহও সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচারকার্য পরিচালনার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 'আর যারা পবিত্র নারীগণকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না তাদেরকে ৮০ লাঠি বেত্রাঘাত করো আর পরবর্তীতে তাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয় তারা ফাসেক্ব' *(আন-নূর, ২৪/৪)*।

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ইসলামী বিচারকাজে ব্যভিচারের শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থাকা জরুরী। আর যারা একবার মিথ্যা কথা বলবে, তাদের সাক্ষ্য কখনোই পরবর্তীতে বিচারকাজে গ্রহণ করা হবে না।

অতএব, আমরা বলতে চাই, পৃথিবীতে যদি সাক্ষীর মাধ্যমে মানুষের ফাঁসি হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীছ গ্রহণ কেন সম্ভব নয়? হাদীছ সংকলন ও গ্রহণ প্রক্রিয়া হুবহু সাক্ষ্য প্রদান প্রক্রিয়ার অনুরূপ তথা ছাহাবীগণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই কথা বলতে শুনেছেন। অতঃপর সত্যবাদী আমানতদার তাবেঈন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা ছাহাবীগণকে এই কথা বলতে শুনেছেন। হাদীছ বর্ণনার ধারাবাহিক এই সাক্ষ্য অবশ্যই কুরআন মাজীদ ও চলমান বিশ্বের নিয়মনীতির আলোকে শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৭১।

হালাল রূযী উপার্জনের গুরুত্ব

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

নিজের ও পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদকে শরীআতের পরিভাষায় كَسْبُ الْحَلَالِ বা হালাল উপার্জন বলে। হালাল বা বৈধ উপায়ে রূযী উপার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর অপরিহার্য। কারো রূযী উপার্জন করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তাকে অবশ্যই হালাল রূযী ভক্ষণ, পরিধান ও ভোগ করতে হবে। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রূযী। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজে যেমন পবিত্র, তেমনি তিনি পবিত্র ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। হালাল বা বৈধ হওয়া দুই দিক দিয়ে হতে পারে— ১. শরীআতে যাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে ও ২. হালাল উপায়ে উপার্জন করা।

সম্পদ অর্জনের বৈধ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, নিজ জমিতে উৎপাদিত ফসল, বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা ও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ অন্যতম।

নিজের ও পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য বৈধ উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করা অন্যান্য ফরয ইবাদতের মতোই ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ‘হে মানবজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। বস্তুত, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮)*। মহান আল্লাহ জুমআর দিনের ব্যাপারে বলেন, ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ‘অতঃপর যখন ছালাত শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রূযীর) সন্ধান করো’ *(আল-জুমুআহ, ৬২/১০)*। এখানে আল্লাহ তাআলা রূযী উপার্জনের জন্য ছালাত শেষে বের হতে বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ‘হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা, ফরযের পর আরেকটি ফরয’।[১]

রূযী প্রাপ্তির ও বৃদ্ধির হালাল ও বৈধ কিছু পথ:

(১-২) ঈমান আনা ও তাক্বওয়া অর্জন করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘জনপদের অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৯৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পথ সুগম করে দিবেন আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রূযী দান করবেন’ *(আত-ত্বলাক, ৬৫/১-২)*।

(৩) দু‘আ-প্রার্থনা করা: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ‘আর তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব’ *(আল-মুমিন, ৪০/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ‘দু‘আ ছাড়া অন্য কিছু তাক্বদীরকে ফিরাতে পারে না’।[২]

(৪) আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনি যথেষ্ট’ *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ‘যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পাখির ন্যায় রূযী দান করতেন। পাখি সকাল বেলায় খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে’।[৩]

(৫) ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ‘(নূহ (আলাইহিস সালাম) বলেন) আমি (আমার জাতিকে) বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা’ *(নূহ, ৭১/১০-১২)*।

(৬) আল্লাহর পথে ব্যয় করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ‘বলুন! নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত রূযী দেন এবং পরিমিত রূযী দান করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক্বদাতা’ *(সাবা, ৩৪/৩৯)*।

শিক্ষা: রূযীর প্রশস্ততা এবং রূযীর সংকীর্ণতা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলা ধনী-গরীব করেছেন এই জন্য যে, যাতে করে একজন আরেকজনের কাজ করে দিতে পারে।

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

২. তিরমিযী, হা/২১৩৯, হাসান।

৩. তিরমিযী, হা/২৩৪৪, হাদীছ ছহীহ।

এতে করে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ‘যখনই বান্দাগণ প্রভাত করে, তখন দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন, তার মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার পথে ব্যয় করে, তাকে উত্তম প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করো’।[৪]

(৭) আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ নিজের রূযী প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে’।[৫]

(৮) পর পর হজ্জ ও উমরা পালন করা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا: يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ: خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ‘তোমরা পর পর হজ্জ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দুটি ইবাদত দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে, যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে’।[৬]

(৯) নেয়ামতপ্রাপ্তির পর শুকরিয়া আদায় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ ‘যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর’ *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

হারাম উপার্জন করা হতে সাবধান ও সতর্কতা অবলম্বন করা: নু‘মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشبهاب استبرأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّه أَلَا وَهِيَ الْقلب ‘হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর উভয়ের মাঝে আছে সন্দেহপূর্ণ বিষয়, যা অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় হতে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও সম্মান হেফাযত করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হলো, সে মূলত হারামের মধ্যেই পতিত হলো। যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্বে পশু চারণ করলে তার পশু সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। সাবধান! নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে, যখন তা পরিশুদ্ধ থাকে, তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ থাকে। আর যখন তা বিনষ্ট হয়, তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান! তা হলো ক্বলব বা অন্তঃকরণ’।[৭]

উক্ত হাদীছে সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহার করা ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হারাম পন্থায় রূযী কামায় ইবাদত কবুলে অন্তরায়:

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ‘হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র; তিনি পবিত্র ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে তাই আদেশ করেছেন, যা তিনি রাসূলগণকে আদেশ করেছেন, তিনি বলেন, ‘হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য হতে ভক্ষণ করুন এবং ভালো কাজ করুন। নিশ্চয়ই আপনারা যা আমল করেন, সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)*। তিনি আরও বলেছেন, (আল্লাহ তাআলার বাণী) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা পবিত্র রিযিক্ব প্রদান করেছি, তা হতে তোমরা ভক্ষণ করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭২)*। তারপর নবী ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ ‘জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ ও ধুলোমলিন অবস্থায় তিনি আসমানের দিকে দুহাত তুলে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে দু‘আ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার জীবিকাও হারাম। তাহলে কীভাবে তার দু‘আ কবুল হতে পারে?’[৮]

উক্ত হাদীছে এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে দু‘আ কবুলের অনেক শর্ত থাকা সত্ত্বেও শুধু তার সাথে হারাম মালের সম্পর্ক থাকার কারণে তার দু‘আ প্রত্যাখ্যাত হলো। তাই হালাল উপার্জনকে ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত করা হয়েছে।

হারাম উপার্জনের কুফল: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحت فَالنَّار أولى بِهِ ‘যার গোশত হারাম দিয়ে তৈরি, তার জন্য জাহান্নামই বেশি উপযোগী’।[৯]

আল্লাহ আমাদেরকে হারাম উপার্জন হতে রক্ষা করুন- আমীন!

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১০।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭।
৬. নাসাঈ, হা/২৬৩১; তিরমিযী, হা/৮১০, হাসান ছহীহ।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০।
৯. হাকেম, হা/৭১৬৪; মিশকাত, হা/২৮২৫, হাদীছ ছহীহ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার উপায়

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

হেদায়াত কী?

হেদায়াত আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। হেদায়াত ছাড়া দুনিয়াতে যেমন সফলতা লাভ ও আলোকিত জীবন গড়া সম্ভব নয়, তেমন আখেরাতেও মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এজন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়া এবং তার উপর আমরণ অবিচল থাকা একজন মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতীব জরুরী। কেননা এটা চরম বাস্তব স্বীকৃত কথা যে, হেদায়াত পাওয়া সহজ বটে; কিন্তু হেদায়াতের উপর টিকে থাকা তত সহজ নয়। হেদায়াত হলো আলো, নূর, নিকষ অন্ধকারের বুক চিরে একটি সুসভ্য সমাজ, আলোকিত জাতি এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ার নাম। সেকারণে হেদায়াতের উপর টিকে থাকার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হয় এবং সেই সাথে ইবাদতের পথ ও পন্থা অবলম্বন করে তার উপর টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এজন্য মহান আল্লাহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হেদায়াতের উপর অবিচল থাকার জন্য আমলের শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই সাথে প্রচেষ্টা করতে বলেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হেদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৯)*। আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের পথে চলার এবং তার উপর অবিচল থাকার লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ 'আমাদেরকে সরল পথের হেদায়াত দিন' *(আল-ফাতিহা, ১/৬)*। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে হেদায়াতকে দুইভাবে আলোচনা করেছেন—

(ক) হেদায়াতুত দালালা ওয়াল ইরশাদ (পথপ্রদর্শন করা): এখানে আল্লাহ তাআলা সকলের হেদায়াতের পথনির্দেশনার কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 'আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশনা করেন' *(আশ-শূরা, ৪২/৫২)*। হেদায়াতের এই প্রকার দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বয়ং নবী, রাসূল, মুমিনগণ কেবল হেদায়াতের পথ ও পন্থার দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন; এটা তাদের উপর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) হেদায়াতুত তাওফীক্ব: এখানে মহান আল্লাহ যাকে হেদায়াতপ্রাপ্তির তাওফীক্ব দান করেন, কেবল সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হন। যে কেউ যাকে খুশি তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং এটা কেবল মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর নিকটেই চাইতে হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ 'আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা, সৎপথে আনয়ন করেন। আর সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন' *(আল-ক্বছাছ, ২৮/৫৬)*। অতএব, দলীল দ্বারা হেদায়াতের বিষয়টি পরিষ্কার যে, এটা কোনো গৌণ বিষয় নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে জীবনের মর্মকথা এবং উত্থান ও পতন। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও উম্মতের সৎ, পরহেযগার ব্যক্তিগণ হেদায়াতের পথে পথহারা জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন আমলের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকের প্রবন্ধের দাবি 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার উপায়' শীর্ষক লেখনী। যেহেতু হেদায়াত ছাড়া কোনো মানুষই সফল নয়, তাই মহান আল্লাহর কাছে হেদায়াত চাইতে হবে, সেইসাথে হেদায়াতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক্ব অর্জনের লক্ষ্যে আমলকে জীবনের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

(১) ঈমান এবং আমলে ছালেহ করা:

ঈমান আনয়ন করা, অতঃপর আমলে ছালেহ সম্পাদন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

ঈমান: ঈমান তথা মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস এবং কর্মে বাস্তবায়নের সামষ্টিক রূপকে ঈমান বলে। ঈমানের ছয়টি রুকনকে যথাযথ বিশ্বাস করা এবং তার আলোকে জীবনের বাস্তব রূপ পরিস্ফুটিত করা হলো একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের রব তাদের ঈমান আনার কারণে তাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে। তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে' *(ইউনুস, ১০/৯)*। অর্থাৎ তারা ঈমান আনে, ঈমানের বিষয়াদিকে আবশ্যকীয়ভাবে

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

একত্রিত করে, সৎ আমল সম্পাদন করে এবং সেইসাথে আত্মার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এই আয়াতের মধ্যে লক্ষণীয় হলো, তাদের রব তাদের ঈমান আনার কারণে হেদায়াত দান করবেন।

﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ আল্লাহ তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদান হেদায়াত দান করবেন। যে হেদায়াত তাদের উপকারে আসবে, তাদের কল্যাণ করবে। তাদের ঈমানকে মযবূত করবে এবং তাদের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের নহর ও অসংখ্য নেয়ামত দিবেন, যা সে চিন্তাও করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন! কুরআনের ঈমান আনয়নসংক্রান্ত আয়াতের সাথে আমলের কথাটি আল্লাহ তাআলা নিয়ে এসেছেন। কারণ ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়, বরং ঈমানের বিষয়কে বাস্তবিক আমলের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার সামষ্টিক নামই হলো ঈমান। যারা ঈমানদার তারা কত সৌভাগ্যবান, তা একটু কুরআনের ভাষায় দেখুন—

(ক) ঈমানদারদের অভিভাবক স্বয়ং মহান আল্লাহ: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ‘আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা ঈমান আনে। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৭)*।

(খ) ঈমানদার চিরশত্রু শয়তান থেকে মুক্ত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে, তাদের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই’ *(আল-নাহল, ১৬/৯৯)*।

(গ) ঈমানদার ও আমলে ছালেহ সম্পাদনকারী সৃষ্টির সেরা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ’ *(আল-বাইয়্যেনাহ, ৯৮/৭)*।

(ঘ) ঈমানদার ও আমলে ছালেহ সম্পাদনকারীর জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ ‘আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা’ *(ত্বা-হা, ২০/৭৫)*।

(ঙ) ঈমান ক্বিয়ামতের মাঠে নূর হবে: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ‘সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই তো মহাসাফল্য’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/১২)*।

(চ) ঈমানদারদের জন্য প্রতিদান জান্নাত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ‘তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে’ *(আল-বাইয়্যেনাহ, ৯৮/৮)*।

(ছ) আল্লাহর নেয়ামতের প্রকৃত অধিকারী ঈমানদার: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ‘বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবকে সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে? বলুন, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে ক্বিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩২)*।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, একজন মুমিন ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কত মর্যাদা, সম্মান এবং কত নেয়ামত গচ্ছিত রয়েছে মহান রবের নিকট! এজন্য বিশুদ্ধ ঈমান পোষণ করা এবং এর স্বাদ আস্বাদন করা সকল মুসলিম ও মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি ঈমান বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে আমলের পাল্লা ভারী করেও লাভ হবে না। কারণ বিশুদ্ধ ঈমানেই নাজাতের সম্বল এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের চাবিকাঠি।

আমলে ছালেহ: আমলে ছালেহ বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যমূলক কাজকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করা। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথ ও পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো আমল সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেই আমলকে আমলে ছালেহ বলে গণ্য করা সঠিক হবে না। আমলে ছালেহ একজন মুসলিম মুমিনের জন্য নাজাতের অসীলা এবং দুনিয়ার জীবনে পরহেযগারিতা ও আমল সুসজ্জিত করার অন্যতম মাধ্যম। যে কোনো ব্যক্তিই হোক না কেন যদি আমল সঠিক পদ্ধতিতে তথা আমলে ছালেহ না হয়, তাহলে সেই আমল বৃথা হবে। মহান আল্লাহ সেই আমলকে বিক্ষিপ্ত ধুলার মতো করবেন। তাঁর দরবারে এই সকল আমল কোনো কাজে আসবে না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ‘আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমলে

ছালেহ যেমন বিদ্যমান, ঠিক তেমনিভাবে আমলে সূ তথা খারাপ আমলও বিদ্যমান। তাই আমলে ছালেহ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সজাগ থাকতে হবে এবং সেইসাথে আমলে ছালেহ খুঁজে সম্পাদন করার মতো মনোবল শক্ত করতে হবে। কেননা এর প্রতিদান জান্নাত।

কতিপয় আমলে ছালেহ নিম্নে পেশ করা হলো, যার প্রতিদান অপরিসীম—

(ক) ফজর এবং আছরের ছালাতকে গুরুত্ব দেওয়া: ছাহাবী আবূ বকর ইবনে আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আছর) ছালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১]

(খ) যারা বেশি বেশি মসজিদে যাতায়াত করে: আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর জন্য ততবার মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রাখবেন'।[২]

(গ) যারা আল্লাহর ৯৯টি নাম মুখস্থ করে: আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩]

(ঘ) যারা লজ্জাস্থান ও মুখের হেফাযত করে: সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি তাঁর মুখ এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করার যিম্মাদারি গ্রহণ করবে, আমি তাঁর জন্য জান্নাতের যিম্মাদারি গ্রহণ করব'।[৪]

(ঙ) যারা ইয়াতীমদের লালন-পালন করে: রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 'আমি এবং ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব'। অতঃপর তিনি হাতের শাহাদাত আঙুল ও মধ্যমা আঙুল একত্রিত করে দেখালেন।[৫]

(চ) যারা তাবীয-ক্বযের আশ্রয় নেয় না: ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁক, তাবীয-ক্বযের আশ্রয় নেয় না, শুভ-অশুভ বিশ্বাস করে না এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে'।[৬]

(২) তাওহীদ:

তাওহীদ মানবজীবনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত। তাওহীদ হলো সকল ইবাদতের মূলভিত্তি। তাওহীদবিহীন কোনো ইবাদত, কর্ম, কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাওহীদ আছে যার, ইবাদত তার জন্য আলোকবর্তিকা। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক স্থাপনের নাম তাওহীদ। তাওহীদের উপর নির্ভর করে একজন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মুক্তি। এজন্য শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, اَلْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ هِيَ أَصْلُ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ وَأَسَاسُ الْمِلَّةِ অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ আক্বীদা দ্বীন ইসলামের শিকড় এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি'।[৭]

বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের স্বীকৃতি না দেওয়া ব্যতীত কোনো মুসলিমের ইবাদত চাই তা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত কোনোকিছুই মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। এজন্য মুহাদ্দিছগণ বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এভাবে আলোকপাত করেছেন, مَعْلُوْمٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتُقْبَلُ إِذَا صَدَرَتْ عَنْ عَقِيْدَةٍ صَحِيْحَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَقِيْدَةُ غَيْرَ صَحِيْحَةٍ بَطَلَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا 'শরীআতের দলীল-প্রমাণাদি তথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুবিদিত হয়েছে যে, যাবতীয় আমল ও কথা কেবল তখনই বিশুদ্ধ হবে এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যখন তা বিশুদ্ধ আক্বীদা থেকে নিঃসরিত হবে। আর যদি আক্বীদা বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তাঁর থেকে যা কিছুই বের হোক না কেনো সবই বাতিল বলে গণ্য হবে'।[৮]

বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের এতই মূল্য যে, তার মানদণ্ডে যেকোনো আমল পরিমাপ করলে যদি সেই আমল বিশুদ্ধ তাওহীদের রূপরেখায় না হয়ে থাকে, তাহলে তা বরবাদ বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩৫; মিশকাত, হা/৬২৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭; মিশকাত, হা/২২৮৭।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪; মিশকাত, হা/৪৮১২।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭২।
৭. ইবনে বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহা ওয়ামা ইউযাদ্দুহা, পৃ. ৩।
৮. প্রাগুক্ত।

‘আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আল-মায়েদা, ৫/৫)*।

তাই বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের পথে দৃঢ় থাকার জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে জাহান্নামের খাদ থেকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করার জন্য। এজন্য মহান আল্লাহ পথ বাতলিয়ে দিয়ে বলেছেন, ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ‘বলুন, আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম’ *(আল-আনআম, ৬/১৬১-১৬৩)*।

তাই তো এই পথের উপর অবিচল থাকার এবং তার পথে জীবন পরিচালিত করার জন্য আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে পাঠ করি, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾। অতএব, কথা স্পষ্ট যে, আক্বীদার ক্ষেত্রে কখনও কোনো কিছুর সাথে আপস কিংবা কমতির কোনো সুযোগ নেই। বরং বিশুদ্ধ আক্বীদা, তাওহীদের আহ্বান চলবে মৃত্যু অবধি। যেহেতু এটাই হলো আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, কল্যাণ এবং মুক্তির পথ, সেহেতু সেক্ষেত্রে কোনো কিছুর সাথে আপস গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বীনে হানীফ মূলত এটাই। এখানে কোনো মূর্তি কিংবা খাম্বা, দেবদেবী কিংবা ছবি ও ভাস্কর্যের অনুসরণ, অনুকরণ, উপাসনা চলবে না। বলাও যাবে না, মানাও যাবে না। মক্কার কাফের-মুশরিকদের অভ্যাস ছিল মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার এবং তারা বিশ্বাস করত ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। উযায়ের অথবা ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এমন বিশ্বাস লালনের কারণে তারা সকলেই মুশরিক। তারা কেউই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতের উপর সুদৃঢ় ছিল না। অথচ তারা দাবি করত মুখে।

এটাই ছিল দ্বীন। সেটাই হলো খালেছ দ্বীন ও আল্লাহর জন্য আমল। আর তিনিই এমন এক সত্তা, যিনি মনোনীত করেছেন নবী-রাসূল এবং তাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ‘নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৯)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ‘আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আলে ইমরান, ৩/৮৫)*। তাই আমরা বলতে পারি, আক্বীদার ক্ষেত্রে এটাই হলো সবচেয়ে নির্ভেজাল খাঁটি তাওহীদ। নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার দু‘আ, আমার কুরবানী, আমার ইবাদত এবং আমার জীবন, মরণ সকল কিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। একারণে আমি আদিষ্ট হয়েছি আর আমি আনুগত্যশীল, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী সর্বপ্রথম মুসলিম।[৯]

অতএব, এটা চূড়ান্ত কথা যে ইসলাম তথা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের পথই হলো ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথ। আর যে তা গ্রহণ করবে, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে, নিঃসন্দেহে সে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথের অনুগামী হবে। জান্নাতের পথ সহজ করবে। আর যারা ঈমান এনেছে মহান আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর, সেই সাথে তারা বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের সাথে কোনোরূপ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি, নিঃসন্দেহে তারাও সফলকাম হবে। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার নিরাপত্তা এবং পরকালে রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত চক্ষুশীতলকারী নেয়ামত। তারা সেখানে কোনো প্রকার ভীত কিংবা চিন্তিতও হবে না।

এজন্য বিশুদ্ধ আক্বীদা বা তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া একজন মুসলিম ও মুমিনের সফল জীবনের বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী লক্ষ্য করুন! তিনি তাঁর গোটা নবুঅতী জীবনে তাওহীদের মিশন ও ভিশন নিয়ে কাজ করেছেন। তাওহীদের বিপ্লবে সমাজকে যাবতীয় শিরক আর চলমান কুসংস্কারকে তাওহীদের বাণীর উচ্চারণে ভেঙে খান খান করেছেন। তাওহীদের বাণী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর সামনে জাহেলী যুগের প্রতিষ্ঠিত চলমান শিরকী ও কুসংস্কারে ঘেরা সমাজ এবং সমাজের নেতা আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উতবা টিকতে পারেনি। তারা ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে হারিয়েছে। তাদের ত্বাগূতী শক্তির বিনাশ হয়েছে শুধু তাওহীদের মর্মবাণী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর আওয়াজে। সেই লক্ষ্যে তিনি প্রত্যেক যুগেই নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ‘আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩১ নং পৃষ্ঠায়)।

৯. মুহাম্মাদ মাহমূদ আল-হিজাযী, আত-তাফসীরুল ওয়াযেহ, ১/৬৯০।

আল-কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ ফযীলত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা কাফিরূনের ফযীলত :

সূরা কাফিরূন একবার তেলাওয়াত করার ফযীলত হলো, কুরআনের এক-চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করার ন্যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইযা যুলযিলাত’ কুরআনের অর্ধেকের সমান এবং ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। আর ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন’ কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান।[১] এই হাদীছে সূরা যিলযালের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত অংশটি দুর্বল, আর বাকি অংশ ছহীহ (বিশুদ্ধ)।[২]

সূরা কাফিরূন মুমিন ব্যক্তিকে শিরক থেকে মুক্ত করার সূরা। হাদীছে এসেছে, ফারওয়া ইবনে নাওফাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে এমন কিছু শিখান, যা আমি বিছানায় শোয়ার সময় পাঠ করব। তিনি বললেন, ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন’ পাঠ করো। কেননা তা শিরক থেকে মুক্তকারী সূরা।[৩]

সূরা ইখলাছের ফযীলত :

সূরা ইখলাছ তেলাওয়াতকারীদের আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ(قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوْا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি সৈন্যদলের প্রধান করে পাঠালেন, ঐ ব্যক্তি ছালাত পড়ানোর সময় প্রতি রাকআতে সূরা শেষ করে সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করতেন। যখন সেনাদল ফিরে আসল, তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, কেন সে এটা করে। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, এই সূরায় আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। তাই আমি তা তেলাওয়াত করতে ভালোবাসি। এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।[৪]

সূরা ইখলাছ একবার তেলাওয়াত করার ফযীলত হলো, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার সমান। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَاُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের জন্য কি সম্ভব নয় যে, তোমরা প্রতিদিন রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করবে? ছাহাবীগণ বললেন, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ আমরা কীভাবে তেলাওয়াত করব? তিনি বললেন, ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।[৫]

সূরা নাস এবং ফালাক্ব-এর ফযীলত :

সূরা নাস এবং ফালাক্ব ছওয়াবের দিক থেকে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

উক্ববা ইবনে আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা কি জানো যে, আজ রাতে আমার উপর এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এমন আয়াত ইতোপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আর তা হলো সূরা নাস এবং ফালাক্ব’।[৬]

আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক্বের চেয়ে উত্তম কোনো সূরা নেই এবং সূরা নাস ও ফালাক্ব আসমানী মুছীবত (তুফান, বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) থেকেও হেফাযত করে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِ (اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا.

উক্ববা ইবনে আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহফা এবং আবওয়া নামক স্থানের মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাতে পথ অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ করে ঘোর অন্ধকার এবং প্রবল বাতাস আমাদেরকে ঢেকে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাস এবং ফালাক্ব তেলাওয়াত

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/২৮৯৪।
২. সিলসিলা যঈফা, হা/২৮১৯; জামেউছ ছাগীর, হা/১৫৪৪।
৩. তিরমিযী, হা/৩৪০৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২১৬১ ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৮১৩।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১১।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১৪।

করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে উক্ববা! এই উভয় সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। এই উভয় সূরার অনুরূপ কোনো কিছু দিয়ে কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় চাইতে পারে না।[৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ اَلَا اَدُلُّكَ اَوْ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ.

আবেস আল-জুহানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি উত্তম বিষয় জানাব না, যা দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা করবে? তিনি বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বলেন, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক্ব।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে উঠার পর সূরা নাস এবং ফালাক্ব তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَاَ بِهِمَا النَّاسُ فَاَقْرَاَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَاَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِيْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ اقْرَاْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ.

উক্ববা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন দুটি সূরা শেখাব না, যা লোকদের তেলাওয়াতকৃত সূরাসমূহ থেকে উত্তম? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস শেখালেন। ইতোমধ্যে ছালাত শুরু হয়ে গেল। তিনি সামনে গিয়ে ছালাত পড়াতে শুরু করলেন এবং ছালাতে এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, হে উক্ববা! এই সূরাদ্বয়ের গুরুত্ব বুঝেছ? অতঃপর তিনি বললেন, যখন ঘুমাতে যাবে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন এই সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করবে।[৯]

রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তেলাওয়াত করা এবং উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত শরীরে মাসাহ করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلَى رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন, তখন নিজের উভয় তালু একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাছ, সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব তেলাওয়াত করে শরীরের যতটুকু সম্ভব, ততটুকু হাত দিয়ে মুছতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখভাগের উপর বুলাতেন। এরকম তিনি তিনবার করতেন।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত :

আয়াতুল কুরসী কুরআন মাজীদের সবচেয়ে দামী আয়াত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. قَالَ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ.

উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে আবুল মুনযের! তুমি জানো, আল্লাহর কিতাব (কুরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযীলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বললেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযের! তুমি জানো, আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযীলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আয়াতুল কুরসী। তিনি আমাকে সাবাস জানিয়ে আমার বুকে হাত রেখে বললেন, হে আবুল মুনযের! তোমার জ্ঞানে বরকত হোক।[১০]

শোয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয়। যে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর দিক থেকে তাকে সংরক্ষণ করতে থাকে। এমনকি শয়তানের খারাপ চক্রান্ত যেমন: কুপ্রবঞ্চনা, জাদু ও ভয় ইত্যাদি থেকেও সংরক্ষণ করে। হাদীছে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রামাযানের ফিতরা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে ফিতরার মাল নিতে লাগল। আমি তাকে আটকিয়ে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে যে কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি গরীব মানুষ, আমার স্ত্রী সন্তান আছে, আর আমি অভাবের মধ্যে আছি। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে তার অভাবের কথা এবং স্ত্রী সন্তানের কথা বলেছিল, তাই আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সতর্ক থাকো, সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায়

৭. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২১৬২।
৮. নাসাঈ, হা/৫৪৪৯, হাদীছ ছহীহ।
৯. নাসাঈ, হা/৫৪৩৭, সনদ হাসান; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬৫৮।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১০।

বসে থাকলাম। সে আসল এবং ফেতরার মাল থেকে মুষ্টি ভরে ভরে নিতে লাগল। আমি আবার তাকে আটক করলাম এবং বললাম, এখন আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী, আমার পরিবার-পরিজন আছে, ভবিষ্যতে আর আসব না। আমি দয়া করে তাকে আবার ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে তার মারাত্মক অভাবের কথা বলল, তার পরিবার-পরিজনের চাহিদার কথা বলল, আমি দয়ার বশবর্তী হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সতর্ক থাকো, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম। সে আসল এবং আবার ফিতরার মাল মুষ্টি ভরে নিতে লাগল। আমি তাকে আটক করলাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব, এটা তিনবারের শেষবার। প্রত্যেকবার তুমি ওয়াদা করো যে, আসবে না। কিন্তু তুমি আবার চলে আসো। সে বলল, আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শেখাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তবে এর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কথাগুলো কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে; সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসবে না। এ কথা শুনে আমি তাকে আবার ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতরাতে তোমার বন্দীর কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে বলল যে, আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শেখাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কী? আমি বললাম, সে বলেছে, যখন তুমি রাতে বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে। আর শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকট আসবে না। ছাহাবীগণ যেহেতু ভালো এবং কল্যাণের কাজে উৎসাহী ছিলেন, তাই তিনি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কিছু বললেন না; বরং বললেন, সে তোমাকে সত্য কথা শিখিয়েছে। কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক। তুমি কি জানো, গত তিন রাত ধরে তোমার নিকট কে আসত? আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না। তিনি বললেন, সে হলো শয়তান।[১১]

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত :

রাতে শোয়ার সময় সূরা বাক্বারার সর্বশেষ দুটি আয়াত তেলাওয়াতকারী সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। হাদীছে এসেছে, আবু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, اَلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 'যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার আগে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[১২] সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে আল্লাহর নিকট যে প্রয়োজনের কথা পেশ করা হয়, তা তিনি পূর্ণ করেন। হাদীছে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর নিকট বসেছিলেন। সেই সময় সে উপর থেকে জোরে দরজা খোলার আওয়ায শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটা আকাশের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা, যা ইতোপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আজকেই খোলা হলো। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, যিনি ইতোপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিয়ে বললেন, আপনার জন্য দুটি বরকতময় নূরের সুসংবাদ, আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এই নূর দেওয়া হয়নি। আর তা হলো- সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত। এর যে কোনো হরফ পড়ে দু'আ করলে আপনাকে তা দেওয়া হবে।[১৩]

সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াতের ফযীলত :

তাহাজ্জুদের জন্য উঠার পর ওযূ করার পূর্বে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করা মুস্তাহাব। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এক রাতে তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বাড়িতে ছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বিছানার আড়াআড়ি শুয়েছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার স্ত্রী বিছানার লম্বালম্বি শুয়েছিলেন। অর্ধরাতের সময় বা এর কিছু আগে অথবা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বসে বসে স্বীয় হাত দিয়ে চেহারা হতে নিদ্রার চিহ্ন মুছছিলেন। এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে ঝুলানো পানির পাত্রের নিকট গেলেন। ভালো করে ওযূ করে ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমিও উঠলাম এবং তাই করলাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন।[১৪]

১১. ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৭।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৬।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩।

মৃত্যুর সময় যে আপসোস রয়ে যাবে!

-রাকিব আলী*

[১]

মানুষের সামনে যখন মৃত্যু এসে হাযির হবে, যখন মালাকুল মাউত তার জান ক্বয করার প্রস্তুতি নিবেন, তখন সে কী নিয়ে আপসোস করবে, জানেন? মৃত্যুর মতো কঠিন মুহূর্তে তার আপসোসের বিষয় হবে দান-ছাদাক্বা। ঠিক এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ‘আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে আগেই। (অন্যথা মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিলে আমি দান-ছাদাক্বা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম!’ *(আল-মুনাফিক্বূন, ৬৩/১০)*। বান্দার এই আক্ষেপের প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলছেন, ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‘যখন কারো নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালোভাবে অবহিত রয়েছেন’ *(আল-মুনাফিক্বূন, ৬৩/১১)*।

যে টাকা-পয়সা কমে যাওয়ার ভয় আপনাকে আজকের দিনগুলোতে দান করা থেকে বিরত রাখছে, সেই টাকা-পয়সা আপনার মৃত্যুর সময় আফসোসের কারণ হবে— তা কি ভাবাচ্ছে আপনাকে? স্থির মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তো, আপনি কি চান মৃত্যুর সময় দান-ছাদাক্বার বিষয় আপনার আফসোসের কারণ হোক? আপনি অবশ্যই সেটা চান না। আর সেটা দান করেই নিজের কাছে প্রমাণ করুন, নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখে নয়। একজন ঈমানদারের জীবদ্দশায় দান-ছাদাক্বার আমলকে কতটা বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবি রাখে, তা মৃত্যুর সময় এত এত বিষয় থাকতে দান-ছাদাক্বাকেন্দ্রিক আফসোসের কথা আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া থেকেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ছাদাক্বায় সর্বাধিক ছওয়াব পাওয়া যায়? তিনি ﷺ বললেন, ‘যে ছাদাক্বা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়’। তিনি ﷺ আরও বললেন, ‘আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত দেরি করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালিতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাকো আর বলো, এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় করো’।[১]

[২]

দানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে এত এত মোটিভেশন দেওয়া হয়েছে যে, কোনো মুসলিমের দানের আমলের ব্যাপারে উদাসীন থাকার কথা নয়। দান করলে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। হাদীছের ভাষ্যমতে, ‘দান করলে আল্লাহর ক্রোধ থেকেও বাঁচা যায়’।[২] ‘দান-ছাদাক্বা বিপদাপদের ঢাল হিসেবে কাজ করে’।[৩] ফলে দানের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা দানের ব্যাপারে মোটিভেশন দিয়ে দানের পুরস্কারের বিশালতা বোঝাতে চমৎকার এক উপমা দিয়ে বলেছেন, ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ‘যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে কোনো একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে একে একে সাতটি শিষ বের হলো আবার এর প্রতিটি শিষে রয়েছে ১০০ করে শস্যদানা; আসলে আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তাআলা অনেক প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬১)*।

প্রতিটি শিষে ১০০ করে শস্যদানা থাকলে সাতটি শিষে ৭০০ শস্যদানা থাকবে। চিন্তা করছেন কি, কত বিশাল পরিমাণ? সুবহানাল্লাহ! কেবল এতটুকুতেই তো শেষ নয়; আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জানিয়ে রেখেছেন, যে বান্দা তাঁর অনুগত থাকবে, তাঁর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারবে, তাকে বরং বহুগুণে পুরস্কার দান করবেন। দানের ব্যাপারে এর চেয়ে বড় মোটিভেশন আর কী হতে পারে, ভাবুন তো? এরপরও কি আমরা দানের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখব? অন্তরে কৃপণতার ঠাঁই দেব?

উপর্যুক্ত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর অন্যতম দুটি গুণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ বান্দাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে যে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত রয়েছে, তা তাঁর ‘প্রাচুর্যময়’ গুণ উল্লেখ করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন; যেন তাঁর বান্দা বুঝতে পারে যে, বান্দাকে বড় পরিসরে প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাঁর মা‘বূদ অভাবী নন। তার রবের কাছে

* আম্বরখানা, সিলেট।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১৯।
২. ছহীহুল জামে‘, হা/৩৭৬৬।
৩. বাযযার, হা/৫৮৪০।

এত বেশি পরিমাণ রয়েছে, যা কোনোদিন দিয়ে শেষ করার নয়। অপরদিকে, ‘সর্বজ্ঞ’ গুণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দার নিয়্যত ও প্রয়োজনের বিষয়াদিসহ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন। এছাড়া, বান্দা কোন অবস্থায় আছে, সেটা মুখ দিয়ে বলার আগেই তিনি তার সকল খবর জানেন। সুতরাং বান্দার টেনশনের কোনো কারণ নেই। বান্দা কেবল সঠিক পথে থাকলেই হলো। দানের মতো সকল ইবাদতে মনোযোগী হলেই হলো।

খুবই দুঃখজনকভাবে, আমরা অনেকেই একদিকে দান করি আবার অন্যদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে বেড়াই যে, আমি অমুককে, অমুক মাসজিদে কিংবা অমুক প্রতিষ্ঠানে এত এত টাকা দান করেছি। এগুলো কোনো মানুষকে শুনিয়ে কী লাভ যদি আপনি কেবলই আপনার রবের জন্য দান করে থাকেন, আখেরাতে পুরস্কৃত হওয়ার আশায় করে থাকেন? সে দানের তো কোনো মানেই হয় না, যে দান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে করা হয় না, যে দানের উদ্দেশ্যই থাকে লোক দেখানো কিংবা দানশীল বলে লোকমুখে পরিচিতি লাভ করা।

দেখুন, ক্বিয়ামতের কঠিন দিন যেদিন পিতা-মাতা তার সন্তানকে চিনবে না, সন্তান তার পিতা-মাতাকে চিনবে না, যেদিন উত্তপ্ত সূর্য মাথার কাছাকাছি অবস্থান করবে, যেদিন মানুষ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকবে সেদিন যদি আপনি চান যে, আল্লাহ আপনার সমস্ত ভয় দূর করে দিন, দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখুন, তবে আপনাকে যা যা করতে হবে, তা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ‘যারা আল্লাহ তাআলার পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে তাকে কষ্ট দেয় না, এ ধরনের লোকদের জন্য তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, শেষ বিচারের দিন এদের কোনো ভয় নেই, তারা সেদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬২)*। কাজেই দান সবসময় গোপন রাখুন। কাউকে দান করে সেটা আবার অন্যকে বলে বেড়ানোর দরকার নেই। এগুলো ভালো মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের কাজ নয়। অবশ্য, যদি সত্যিকার অর্থে অন্যকে উৎসাহের জন্য প্রকাশ্যে দান করা হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। সেটা দূষণীয় নয়। মোটকথা, যারা মর্যাদাবান, তারা তাদের আমলকে গোপন রাখবে। কোনো মানুষ তার নেক আমল জেনে গেল কি-না অর্থাৎ তার আমলে ‘রিয়া’ ঢুকে গেল কিনা সে নিয়ে বরং তার মনে এক ধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করবে। এটাই ঈমানের দাবি, এটাই তাক্বওয়ার বহিঃপ্রকাশ।

[৩]

আমরা অনেকেই মানুষকে দান করেও বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে দেই। এমন দান মোটেও কাম্য নয়, যে দান অন্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণ হয়, যে দান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অসন্তুষ্টির কারণ হয়। অনেক সময় দান গৃহীতারা চান না যে, দানশীল ব্যক্তি তাকে দান করার বিষয় অন্তত তার পরিচিত কাউকে বলে বেড়ান। কেননা তাতে তিনি যাকে বলে বেড়াচ্ছেন, সে ঐ ব্যক্তিকে দান করতে চাইলেও আরেকজন ইতোমধ্যে দান করেছেন জেনে যাওয়ায় সে হয়তো আর ঐ ব্যক্তিকে দান করবে না। ফলে তিনি আরেকজনের দান পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন, যা পেলে তিনি হয়তো আরও উপকৃত হতেন। ফলশ্রুতিতে, দাতার অজান্তেই দান করার পরও তার উপর গ্রহীতার কষ্ট থেকে যায়। বিধায় কাউকে দান করে অন্যত্র বলে বেড়ানো বিশেষ করে তার পরিচিত কাউকে বলে বেড়ানো কেমন জানি তাকে পরোক্ষভাবে কষ্ট দেওয়ার শামিল।

মনে করুন, আমি আপনাকে কিছু টাকা দান করলাম। আর আপনাকে এই দানের বিষয় আমি আপনার পরিচিতদেরকে বলে বেড়ালাম যে, আমি তোমার অমুককে এত টাকা দান করেছি। এখন আমি আপনাকে দান করেছি জেনে আপনার পরিচিতদের যারা আপনাকে সচরাচর দান করত, তারা হয়তো এই ভেবে আর আপনাকে দান করছে না যে, তাকে তো একজন দান করেছেই। তাই আর তাকে আমার দেওয়ার দরকার নেই। অথচ তাদের দান পেলে আপনি আরও উপকৃত হতেন। কিন্তু আমার দানের কথা বলে দেওয়াতে তারা কিংবা তাদের অনেকেই আপনাকে আর দান করছে না। আর ঠিক এই বিষয়টি আপনাকে আপনার ঐ পরিচিতরা বলে দিলেন যে, আমি তাদেরকে আপনাকে দানের কথা বলেছি। এই অবস্থায় আপনার কেমন লাগবে, ভাবুন তো।

আমি আপনাকে দান করা সত্ত্বেও কি আপনি আমার ওপর খুশি থাকবেন? আপনার কি মনে মনে এই ভেবে কষ্ট হবে না যে, কী দরকার ছিল রে ভাই তাদেরকে তোমার এই দানের কথা বলে বেড়ানোর? তুমি তাদেরকে বলে না বেড়ালে তারাও আমাকে দান করত। আর এতে আমি আরও উপকৃত হতাম। আমাকে তুমি দান করেছ এটা গোপন রাখলে কি তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যেত? মোটকথা, আমার এমন আচরণে আপনি কষ্ট পাবেন। ঠিক এই জায়গায় আল্লাহ কী বলেছেন, জানেন?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ ‘একটুখানি সুন্দর কথা বলে এবং উদারতা দেখিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া সেই দানের চাইতে উত্তম, যে দানের পরিণাম কষ্টই আসে; আল্লাহ তাআলা কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীল বটে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৩)*।

অর্থাৎ আমার ঐ দান, যে দান আপনাকে পরোক্ষভাবে হলেও কষ্ট দিলো তথা যে দানের ফলাফল কষ্ট সেই দান না করে যদি আমি আপনার সাথে কেবল সুন্দর করে একটু কথা বলতাম তবুও সেই দানের চেয়ে তা উত্তম হতো। যে দানের পাশে কষ্টের অবস্থান থাকে, সেই দান না করে উত্তম কথা বলা তথা সুন্দর আচরণ করাকেই আল্লাহ উত্তম বলছেন।

অন্যদিকে, আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। এ কথায় কী প্রকাশ পাচ্ছে, জানেন? এই কথায় আল্লাহর গোস্সা বা রাগ প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ যাদের দান মানুষকে কোনো না কোনোভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার দানের জন্য ঠেকায় পড়েছি। যে দান করেও কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়ে যায়, হোক সেটা কটু কথা দ্বারা, খোঁটা দ্বারা কিংবা নীরব কোনো আচরণ দ্বারা আল্লাহর নিকট সেই দানের কোনো মূল্য নেই। তোমার এমন দানে আমার কিচ্ছু আসে যায় না।

সত্যিকার অর্থে যদি আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে দান করে থাকি, তাহলে শুধু শুধু অন্যকে আমার দানের কথা বলে বেড়ানোর কী দরকার! এতে তো লোক দেখানো হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক নিয়ে যতটা ভয় পাচ্ছি, অন্য কোনো ব্যাপারে এতটা ভীত নই'। তারা (ছাহাবী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। ছোট শিরক কী? তিনি ﷺ বলেন, রিয়া বা লোক দেখানো। আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বান্দার আমলের প্রতিদান প্রদানের সময় বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে যাদের দেখাতে, তাদের কাছে যাও। দেখো, তাদের কাছে তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কিনা?'[৪]

[৪]

আমাদের মধ্যে এমনও অনেক মানুষ আছেন, যারা দান করে খোঁটা দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না যে, আমাদের বলা কথাগুলো খোঁটা দেওয়ার শামিল হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কেউ কেউ এরকমও বলে ফেলি যে, এই যে! তোমাকে না আমি সেদিন কিছু টাকা দিলাম। আজ আবার কী! কিংবা এভাবেও বলে ফেলি যে, তোমাকে তো আমি সবসময়ই সাহায্য করি, যাকাতের টাকা তোমাকেই তো বেশি করে দেই, দরকারের সময় আমাকে দিনে ১০ বার ফোন করতে পার, আর একবার টাকা পেয়ে গেলে আর কোনোদিন ফোন করতে পার না ইত্যাদি আরও কতভাবে বলি। আসলে, আমরা যারা এভাবে কষ্টদায়ক কথা বলে কাউকে খোঁটা দিচ্ছি তখন আমাদের দান সাথে সাথেই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ 'হে ঈমানদাররা! তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-ছাদাক্বা বরবাদ করে দিয়ো না, ঠিক সেই হতভাগ্য ব্যক্তির মতো যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান করে, সে আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না; তার দানের উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর কিছু মাটির আস্তরণ সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতঃপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকল; দান-খয়রাত করেও তারা মূলত এই অর্জনের ওপর থেকে কিছুই করতে পারল না, আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাআলা তাদের কখনো সঠিক পথ দেখান না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৪)*।

অপরদিকে, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজেদের মানসিক অবস্থা সুদৃঢ় রাখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি সুসজ্জিত ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও শিশিরবিন্দুগুলোই ফসলের জন্য যথেষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেন তোমরা কে কী কাজ করো *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৫)*।

[৫]

বর্তমানে উৎসাহের নামে আমরা অনেকে দানকে বেশ জোরেসোরে প্রচার করে বেড়াই। উৎসাহের নামে প্রাকাশ্যে দান করা দোষের কিছু নয়। আসলেই যদি উৎসাহের জন্য প্রকাশ্যে দান করতে চাই, তাহলে তো করাই যায়। তবে আমরা যারা প্রকাশ্যে দান করি, তাদের উচিত প্রকাশ্য দান করার পূর্বে নিজের সাথে একটু কথা বলে নেওয়া যে, এই দানের উদ্দেশ্যটা আসলে কী? একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জন, না-কি মানুষের বাহবা পাওয়া বা মানুষের নিকট নিজেকে দানশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, কোনটি? যদি উত্তর দ্বিতীয়টি হয়, তবে দানের পুরস্কার আল্লাহর পরিবর্তে তার সৃষ্টির কাছ থেকে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে না তো?

প্রকৃতপক্ষে, এমনভাবে দান করা উত্তম, যার বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্নের ফাঁক থাকে না। সেই হাদীছ মোতাবেক দান করা সর্বোত্তম যেই হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা এমনভাবে দান করো, যেনো ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাতেও টের না পায়'।[৫] অর্থাৎ গোপনে দান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আর গোপনে দান করার শান্তিই আলাদা।

৪. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩২।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০৬।

সুখী দাম্পত্য জীবন ও শারঈ নির্দেশনা

[৬ মুহাররম, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ১২ জুলাই, ২০২৪ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. আব্দুল বারী ইবনু আওয়ায আছ-ছুবাইতী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি এরশাদ করেছেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(আর-রূম, ৩০/২১)*। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি এরশাদ করেছেন, ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ 'আর তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া পুরুষ আর নারী' *(আন-নাজম, ৫৩/৪৫)*। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তোমাদের মধ্যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম আর তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি'।[১] আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের অছিয়ত করছি; কেননা এটা দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম পাথেয়।

বিবাহ হৃদয়ে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা বয়ে আনার বড় একটি মাধ্যম। যেখানে একজন যুবক পরিবার গঠন ও এর ভিত্তিমূল তৈরির জন্য একটি দৃঢ় চুক্তি ও শারঈ উপায়ে একজন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা সমাজের বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং জাতির স্তম্ভকে সুদৃঢ় করে। তাদের উভয়কে এই পথে ধাবিত করে সুখী জীবনের প্রত্যাশা, সুধারণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে; যেখানে সুসন্তান শান্ত পরিবেশে বেড়ে উঠবে, যা ভালোবাসা ও দয়ায় পরিপূর্ণ।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধের সীমারেখাকে হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা তাদের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় ও সম্পর্কের স্থায়িত্ব গভীর হয়, যা দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

যারা বিবাহের ফযীলত লাভ করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি উপভোগ্য বিষয় ও মহৎ ইবাদত আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যে গৃহ ঈমানে আলোকিত, দ্বীনের ছায়ায় আবৃত, আনুগত্যের আলোয় উজ্জ্বল এবং শরীআতের প্রতি পূর্ণ অনুগত; কিছুটা বিলম্বে হলেও সে গৃহ-ই উত্তম ফল বয়ে আনে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 'তারা একে অপরের বংশধর আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(আলে-ইমরান, ৩/৩৪)*।

বিবাহিত দম্পতি যুবক ও যুবতীর ঘরে কীভাবে বরকত আসে তা ইসলাম আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করেছে। আর যখন পরিবারে বরকত নেমে আসে, তখন কল্যাণ অবিরতভাবে আসতেই থাকে এবং শয়তান সেখান থেকে পলায়ন করে। বস্তুত, ব্যক্তির উপর আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত আসে কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর যিকির ও ছালাত আদায়ের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন ও রাতের খাবারের আয়োজন হলো'।[২] রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র আরো বলেন, 'আর তোমরা সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করো। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বরকতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলা করতে পারে না'।[৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, 'তোমরা কিছু কিছু ছালাত বাড়িতে আদায় করবে। (বাড়িতে কোনো ছালাত না আদায় করে) বাড়িকে তোমরা কবর সদৃশ করে

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ইবনু মাজাহ, হা/১৯৭৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮৫।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২০১৮।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।

রেখো না'।[৪] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ 'তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা অভিবাদনস্বরূপ তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(আন-নূর, ২৪/৬১)*।

আল-কুরআনুল কারীম একটি কুরআনিক নীতি চিত্রিত করেছে যা আচরণ ও শিষ্টাচারকে উন্নত করে, আত্মাগুলোকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে এবং ভালোবাসার বন্ধনকে শক্তিশালী করে; তা হলো সম্মানজনক সহাবস্থান। যেন তা জীবনের রীতি ও দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক আচরণের নীতি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 'তাদের সাথে দয়া ও সততার সঙ্গে জীবন যাপন করো' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন একে অপরের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করে। মূলত সুন্দর সহাবস্থান বলতে বুঝায় নরম সুরে কথা বলা, উত্তম কাজ করা, কোমল আচরণ করা, ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন করা, সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা, নম্র হওয়া, একে অপরকে আনন্দিত করা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রোধ সংবরণ করা, তর্ক না করা এবং রূঢ়তার উপর সমঝোতাকে প্রাধান্য দেওয়া।

সম্মানজনক সহাবস্থানের মধ্যে আরো রয়েছে গোপনীয়তা রক্ষা করা, ছোটখাটো সমস্যাগুলো গোপন রাখা যা প্রকাশ বা নজরদারি করা অনুচিত, গুপ্তচরবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং এগুলোর সকল পথ বন্ধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*। অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, অপ্রকাশ্য বিষয় অনুসরণ ও গোপনীয় বিষয় উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহ যা গোপন রেখেছেন তা প্রকাশ করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের অন্তর বা পেট চিরে দেখার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি'।[৫]

দাম্পত্য জীবনে একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা একটি মারাত্মক সমস্যা, যা ব্যক্তিকে প্রমাণবিহীন অপবাদ আরোপের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি সন্দেহ ও কুধারণা ভালোবাসা ও ঘৃণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

উন্নত আচরণের মধ্যে আরো রয়েছে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল রপ্ত করা, ছোটখাটো বিষয়গুলোতে অতিরিক্ত মনোযোগ না দেওয়া এবং তুচ্ছ বিষয়সমূহ ও ভুল-ত্রুটির অনুসন্ধান এড়িয়ে যাওয়া।

বৈবাহিক জীবন কখনো কিছু চ্যালেঞ্জ ও মতপার্থক্যের মুখোমুখি হয়, যা এই সুন্দর সম্পর্কের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু বিবেকবান স্বামী-স্ত্রী মাত্রই সমস্যা নিয়ে দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তারা পরিবারের স্থিতি ও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক জেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফল, যা পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে।

মনে রাখতে হবে, কোনো মানুষই দোষ ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। যদি স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে হিকমাহ অবলম্বন করে, তাহলে তারা সুন্দর পদ্ধতি, ভালো কথা ও উন্নত আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে। তারা পারস্পরিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সরাসরি ধরিয়ে না দিয়ে অথবা আঘাতের মাধ্যমে শুধরিয়ে না দিয়ে বরং প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে ও ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করলে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে।

দাম্পত্য জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। যাতে দেখানো হয় তার সাথে নিজেদের দাম্পত্য জীবনের স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে তুলনা করার মাধ্যমে। এতে স্বামীর চোখে স্ত্রী তুচ্ছ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামী মূল্যহীন হয়ে উঠে। তাই এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের সময় আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং এগুলোর পদস্খলন থেকে মুক্ত থাকা উচিত। আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও পারিবারিক কাঠামো রক্ষার স্বার্থে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 'আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। এই উপদেশ মহিলাদের জন্যও প্রযোজ্য।

জেনে রাখুন! একটি ছোট্ট উপহার বা কোনো আনন্দদায়ক আকস্মিক উপহার বিনিময় জীবনের উষ্ণতাকে নবায়ন করে, ঝিমিয়ে পড়া আবেগকে আন্দোলিত করে, ভালোবাসা ও প্রেমের অর্থ পুনরুজ্জীবিত করে এবং ঘুমন্ত প্রীতিকে জাগিয়ে তুলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর উপহারাদি বিনিময় করো; তোমাদের পারস্পরিক মুহাব্বত সৃষ্টি হবে'।[৬]

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৭।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬৪।

৬. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৭।

হাসিমুখ হৃদয় ও মনকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে উপহারের মতোই কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর উচিত এটিকে অবহেলা না করা। কেননা তা হৃদয়ের তালা খুলে দেয়, ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে, উপরন্তু এটি একটি ছাদাক্বা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাস্বরূপ'।[৭]

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুগঠিত করেছেন। যিনি নিয়তি নির্ধারণ করেছেন এবং পথপ্রদর্শন করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ ছিফাত। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন নূর, রহমত ও হেদায়াতসহ। মহান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার ছিয়াম পালন করতে উৎসাহিত করেছেন আর তা হলো মুহাররম মাসের ১০ তারিখ। তিনি বলেন, 'আর আশূরার ছওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে'।[৮]

৭. তিরমিযী, হা/১৯৫৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৭২।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ মিলিয়ে ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহাররমের নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব'।[৯]

পরিশেষে হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা হেদায়াতের রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ পেশ করুন। কেননা আল-কুরআনে আল্লাহ আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর বংশধর ও ছাহাবীদের উপর ছালাত নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি খুলাফায়ে রাশেদীন আবূ বকর, উমার, উছমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন আর আহলে বায়তের প্রতিও সন্তুষ্ট হোন। আপনার ক্ষমা, বদান্যতা ও অনুগ্রহে আমাদের প্রতিও সন্তুষ্ট হোন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত এবং যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে এমন কথা ও আমলের তাওফীক্ব চাই। আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এমন কথা ও আমল থেকে।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জানা ও অজানা সকল কল্যাণকর কাজের তাওফীক্ব চাই। আমরা আপনার কাছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জানা ও অজানা সকল মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এমন নেয়ামত চাই যা শেষ হবে না, এমন চোখের শীতলতা চাই যা কখনো থামবে না এবং আপনার চেহারার দিকে তাকানোর সুখ এবং আপনার সাথে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা চাই- আমীন!

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

সফলতার সোপান!

*-রিফাত সাঈদ**

‘সফলতা’ সবার কাছেই কাঙ্ক্ষিত শব্দ, যার প্রতি সবাই আকৃষ্ট, যা অর্জন করতে সামাহীন কষ্ট করতে হয়। জীবনের প্রতিটি ধাপেই যেটা পাওয়ার ইচ্ছা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সেই জিনিসটা কী? ক্ষমতা, শক্তি, প্রভাব, পটুত্ব, দক্ষতা, যোগ্যতা, নিপুণতা, আধিপত্য, রাজকীয় ক্ষমতা, সম্মান, সম্ভ্রম, পরিচিতি, আকাঙ্ক্ষিত-স্পৃহাপূর্ণ ডিগ্রি অর্জনই কি সাফল্য, না-কি এর মানে অন্য কিছু? ধনী এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি যদি দিনশেষে অসুখী ও অতৃপ্তই থাকে, তাহলে কি তাকে খুব একটা সফল বলা যায়? মনে রাখতে হবে, সুখ বা আনন্দ সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। বরং সুখ আর আনন্দ সাফল্যের ছোট্ট উপাদানমাত্র। সেটা ব্যক্তিভেদে, অবস্থাভেদে একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়।

সোপান-১: বাধা-বিপত্তি ও ব্যর্থতার আবরণ চিরে সফলতার মুখ

জীবনে সফলতার স্বাদ পেতে হলে শত বাধা-বিপত্তি, উৎপাত, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, ঝামেলা, অন্তরায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও চেষ্টায় রত থাকতে হবে। এই নিরত থাকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ— ছোট-বড় নানা রকম ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি, নিরুৎসাহের মোলাকাতে বিচলিত না হওয়া। এসব বাধাকে চোখের জল ঝরার কারণ মনে না করে ক্রমাগতভাবে নিজের কাজ অব্যাহত রাখা।

ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সফলতার উপকরণ রচিত হয়। প্রতিদিন আমরা অম্বরের গাঁয়ে সূর্যের যে ঝলমলে হাসিটা দেখি, তার জন্য সূর্যকে শীতের জমাটবাঁধা কুয়াশার মতো আবরণ চিরে এবং আরো অনেক বাধা অতিক্রম করে সাক্ষাৎ করতে হয় মোদের সাথে। তেমনিভাবে মানুষেরও তার লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক দুর্গম পথ ও দুর্বোধ্য অবস্থা পাড়ি দিতে হয় এবং অদম্য-অপ্রতিরোধ্য চেষ্টায় নিজেকে রত রাখতে হয়।

ব্যর্থতা হতে উত্তরিত হয়ে সফলতার ইতিহাস যারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সফলতার পেছনে জীবনের উষালগ্নেই রয়েছে ব্যর্থতার গল্প। কারো কারো জীবনে বড় বড় ব্যর্থতাই সফলতার হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে কেউ ব্যর্থ হতে চায় না, সবাই সফল হতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে একটা বিরাটকায় পাঁচিল (দেয়াল) দণ্ডায়মান, সেই পাঁচিল পেরিয়ে যে বিজয়নিশান উড়াতে পারে, সেই সফলতার মোলাকাত লাভ করে।

সোপান-২: সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং প্রয়াস প্রয়োগ

দুর্বলকে যোগায় শক্তি, দিশেহারাকে দেখায় পথ, অন্ধকারে জ্বালায় আলোর মশাল। হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানির তিক্ত অনুভূতিগুলো যখন মস্তিষ্ককে বেষ্টন করে, তখন সামনে পুরোগামী হওয়ার জন্য সম্বল হয় ‘চরম প্রয়াস ও চেষ্টার প্রতিজ্ঞা’।

সুতরাং বারংবার চেষ্টা ও পরিশ্রম বৈ কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

‘চরম প্রয়াস ও পরিশ্রম ছাড়া সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়’-এর একটি দৃষ্টান্ত : ধরুন! একজন লোক দুপুরের খাবার খেতে রেস্টুরেন্টে গেলেন। ভেতরে ঢুকে দেখলেন রেস্টুরেন্টের তিনটি দরজা। প্রথমটিতে লেখা— বাঙালি খাবার, দ্বিতীয়টিতে— ইন্ডিয়ান খাবার, তৃতীয়টিতে— চাইনিজ খাবার। লোকটি সিদ্ধান্ত নিলো চাইনিজ খাবারটিই খাওয়া যাক। ঢুকে পড়ল ‘চাইনিজ দরজায়’। সেখানে দেখতে পেল আরো দুটি দরজা— ১. বসে খাবেন, ২. বাসায় নিয়ে খাবেন। লোকটি যেহেতু বসে খাবে, তাই ‘বসে খাবেন’ দরজায় ঢুকে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখল আরো দুটি দরজা- ১. A.C. Room ২. Non A.C. Room. লোকটি চিন্তা করল একটু আরাম-আয়েশেই খাওয়া যাক। সেই সুবাদে এসি রুমে ঢুকে পড়ল। এসি রুমের ভেতরে আরো দুটি দরজা- ১. ফ্রিতে খাবেন, ২. টাকা দিয়ে খাবেন। লোকটি খুব বেশি খুশি হলো যে, এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর খাবার ব্যবস্থাপনা; যদি ফ্রিতে খাই, তাহলে তো ভালোই হয়। তাই সে ‘ফ্রিতে খাবেন’ দরজায় ঢুকে পড়ল। তারপর খেয়াল করল— যেখান দিয়ে সে ঢুকেছে, সেখান দিয়েই তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

এখান থেকে আহরিত শিক্ষা হলো :

(ক) Special বা বিশেষ জিনিসগুলো কখনোই ফ্রিতে পাওয়া যায় না। Special জিনিস পেতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। অনুরূপভাবে সফলতাও মূল্যবান ও স্পেশাল জিনিস। সেটা পেতে হলে অবশ্যই কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করতে হবে।

* শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।

(খ) গল্পে উদ্ধৃত লোকটি (ফ্রিতে খাওয়ার) সুযোগে আপ্লুত হয়ে যেভাবে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ঠিক তেমনি সফলতা অর্জনে কষ্টহীনতা ও opportunists বা সুযোগ-সুবিধার পথ খুঁজলে সফলতার রাজপথ থেকে ছিটকে পড়তে হবে।

مَن جَدَّ وَجَدَ 'যে চেষ্টা করে, সে (তা অর্জনে) সফল হয়' একটা আরবী প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাই যে, মানুষ চেষ্টার ফলশ্রুতিতে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে কিছুটা হলেও সম্ভবে রূপ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—

চাঁদকে হাতের মুঠোয় না আনতে পারলেও চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করতে পেরেছে। পাখির মতো পাখা মেলে গগণ বুকে উড়তে না পারলেও শূন্যে চলার বাহন তৈরি করেছে। মুহূর্তেই নিজের কথাকে শত মাইল দূরে থাকা মানুষটির কানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এগুলো কম সাফল্যের প্রতীক নয়; এসবকিছুই 'চেষ্টা' নামক বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল।

এ কথার অনুকূলে সবকিছুই যে চেষ্টার মাধ্যমে হবে, তা নয়। কতিপয় অসম্ভব বিষয় রয়েছে, যেগুলো মানুষ হাজারো প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়। যেমন— মৃতকে জীবিত করা, মাতৃগর্ভে সন্তান আনা, কে কোথায়, কোন সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এটা জানা ইত্যাদি।

এ জাতীয় বিষয় ব্যতিরেকে অন্য যেসব বিষয় সাধন করতে সমর্থ হওয়া যায়, তা অর্জনে সর্বদাই আল্লাহর উপর ভরসা ও চেষ্টার অবরোহণীতে আরোহণ করে উপরে ওঠায় রত থাকতে হবে।

এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, اَلسَّعْيُ مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ 'আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু দেওয়ার মালিক আল্লাহ'।

আর চেষ্টা করলে যে আল্লাহ তাআলা তার ফলাফল প্রদান করেন, কুরআনুল কারীমেই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য, যা সে চেষ্টা করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*।

সর্বোপরি, রবের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এটাই— তিনি আমাদেরকে সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে উভয় জগতে সফলকাম হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

'আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার উপায়' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৩) অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা:

অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা মুমিন-মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা মুত্তাক্বী বান্দার পরিচয়ে বলেছেন, ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ 'যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, ছালাত ক্বায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(আল-বাক্বারা, ২/৩)*।

এখানে গায়েব শব্দ দ্বারা আল্লাহর যাত, ছিফাত, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, পুলছিরাতসহ সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গায়েব বলতে যা মানুষের চর্মচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্যের খবর বা বিষয়াদি, যা মানুষের পক্ষে জানা এবং অবলোকন করা সম্ভব নয়। বরং এর উপর ঈমান আনা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব এবং সেইসাথে এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা বা একে অস্বীকার করা কুফরী। ঈমানের বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে গায়েবের বিষয়ে ঈমান আনা সবচেয়ে সুন্দর ঈমান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু *(মুসতাদরাকে হাকেম, ২/২৬০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে জিহাদ করেছি, আমাদের থেকে উত্তম কি কেউ আছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তারা তোমাদের পরে এমন একটি জাতি, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে' *(সুনানে দারেমী, ২/৩০৮; মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/৮৫)*।

সর্বোপরি যখন ঈমানের বিষয়ে আলোচনা আসবে, তখন ঈমান বিল গায়েব তথা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার বিষয়টি খুব সহজেই চলে আসে। তাছাড়া ঈমানের ছয়টি রুকন মূলত এই ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
*-অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

(পর্ব-৮)

প্রশ্ন: তেলাওয়াতের সিজদা দেওয়ার সময় কি নারীরা ছালাতের মতোই পূর্ণ হিজাব পরিধান করবে?

উত্তর: এক্ষেত্রে তেলাওয়াতের সিজদার হুকুম ছালাতের মতোই কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদি ছালাতের মতোই হয়, তাহলে (عورة) লজ্জাস্থান ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং পবিত্রতা শর্ত। পক্ষান্তরে এটাকে শুধু সিজদা হিসেবে গণ্য করলে, ছালাতের শর্তসমূহ তার উপর প্রযোজ্য হবে না। নারীদেরকে ছালাতের মতো পূর্ণ হিজাব পরতে হবে না, এমনকি ওযূ অবস্থায় থাকাও অপরিহার্য নয়। তবে প্রথম মতটিকে গ্রহণ করাই সবচেয়ে ভালো। অতএব নারী-পুরুষ সকলের উচিত, ওযূ অবস্থায় সিজদা করা এবং ছালাতে যতটুকু শরীর ঢাকা অপরিহার্য, ততটুকু ঢাকা।

প্রশ্ন: ছালাতরত অবস্থায় কোনো নারী যদি অন্য নারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে কি তার ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, শারঈ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। তবে পার্থক্যের স্পষ্ট দলীল থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু সুতরাহ অথবা জায়নামায অথবা সিজদার স্থানের বাইরে দিয়ে অতিক্রম করলে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন: কিন্তু শায়খ! এথেকে বেঁচে থাকা যদি কঠিন হয়, যেমন- দুই হারামে, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর: হাদীছের হুকুম সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য। কোনো স্থান এথেকে আলাদা নয়। কেউ সামনে দিয়ে গেলে বাধা দিবে। বাধা দিলে কেউ সামনে দিয়ে যাবে না। তবে সম্ভব না হলে কম ভিড়ের সময় নফল ছালাত আদায় করুন! অথবা যে স্থান ফাঁকা থাকে, সেখানে ছালাত পড়ুন! অথবা বাড়িতে গিয়ে নফল ছালাত পড়ুন! কারণ বাড়িতে নফল ছালাত আদায় করা মসজিদের থেকে উত্তম, চাই সেটি মসজিদে হারাম হোক অথবা মসজিদে নববী হোক অথবা অন্য কোনো মসজিদ হোক। রাসূল ﷺ মদীনায় থাকা অবস্থায় বলেছিলেন, 'উত্তম ছালাত হচ্ছে বাড়িতে যে ছালাত আদায় করা হয়, তবে ফরয ব্যতীত'।[১] শুধু তাই নয়, রাসূল ﷺ নিজেও বাড়িতে নফল ছালাত আদায় করতেন।

প্রশ্ন: বিয়ের রাতে মেয়েদের সাদা পোশাক পরার হুকুম কী, যদি জানা যায় যে, এতে কাফেরদের সাদৃশ্য হচ্ছে?

উত্তর: পুরুষদের মতো করে বানানো না হয়ে থাকলে মেয়েদের জন্য সাদা পোশাক পড়া জায়েয। আর কাফেরদের সাদৃশ্যের যে বিষয়টি বলা হচ্ছে, তা এখন নেই। কারণ প্রত্যেক মুসলিমদের ক্ষেত্রেই নারীদের বিবাহ হলে তারা সাদা পোশাক পরিধান করে। আর প্রত্যেকটি হুকুম তার কারণ থাকা বা না থাকার উপর আবর্তিত হয়। যেহেতু এখন সাদৃশ্য হচ্ছে না; বরং মুসলিম-কাফের সবাই সমানভাবে পরছে, তাই এটিকে নিষিদ্ধ বলা যাবে না। তবে কোনো জিনিস যদি প্রকৃত অর্থেই হারাম হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সর্বাবস্থায় হারাম হবে।

প্রশ্ন: একজন নারীর স্বামী তাকে রামাযানের কিছু রাতে তার অতিথিদের জন্য খাবার তৈরি করতে বলে, কিন্তু যখন সে তা করে, তখন খুব ক্লান্তিবোধ করে এবং ঐ রাতে তারাবীর ছালাত পড়তে পারে না। রামাযানের অধিকাংশ রাতে এ অবস্থা চলতে থাকলে সে কি স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য?

উত্তর: স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সদ্ভাবে বসবাস করা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। রামাযান মাসে এমন পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে ক্লান্তিদায়ক কাজে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে স্বামী যদি দৃঢ়ভাবে আদেশ করে, তবে নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য করা সঙ্গত বলে মনে করি। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে যদি তারাবীর ছালাত আদায় করা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার নিয়্যত অনুযায়ী তার জন্য ছওয়াব লিপিবদ্ধ করে দিবেন। কারণ, সে ওযরবশত তারাবীর ছালাত পড়তে পারেনি। আর তা হচ্ছে, যথাযথ বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন! আপনি জানেন, বিবাহ হলো একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে সহজাত বাসনা পূরণের একটি নিরাপদ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় থাকে। যদি এটি না থাকে, তবে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন জাতির ধ্বংস নেমে আসে। সম্মানিত শায়খ! যারা বিয়ে করতে চান,

* পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮১।

তাদের প্রতি আপনার নছীহত কী? বিয়ের রাতে স্বামী-স্ত্রীর করণীয় কী?

উত্তর: যারা বিয়ে করতে চান, তাদের প্রতি আমার নছীহত হলো, নবী ﷺ যে নারীদেরকে বিয়ে করার আদেশ করেছেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করা। তিনি বলেছেন, 'তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী'।[২] তিনি আরও বলেন, 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়— তার সম্পদ, তার বংশীয় আভিজাত্য, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতার কারণে। সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকে পেয়ে ভাগ্যবান হও'।[৩] নারীরাও সচ্চরিত্রবান এবং দ্বীনদার ছেলেকে পছন্দ করবে। নবী ﷺ বলেছেন, 'যদি এমন কেউ তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রে তুমি সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দাও'।[৪] তবে প্রস্তাব কবুলের পূর্বে তাড়াহুড়ো না করে অবশ্যই তার সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে, যাতে পরবর্তীতে অনুশোচনা করতে না হয়।

বিয়ের রাতে যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, তা হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় উৎফুল্ল থাকবে, যাতে দ্রুত তার সাথে ঘনিষ্ট হতে পারে। কারণ, সেই মুহূর্তে তার মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ভীতি কাজ করে। স্বামী তার কপালে হাত দিয়ে প্রসিদ্ধ দু'আটি পাঠ করবে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই'। বরকতের দু'আ করবে।[৫]

স্বামী উচ্চৈঃস্বরে এটি পাঠ করবেন। তবে যদি স্ত্রী ভয় পায় বা বিরক্ত হয়, তবে তার কপালে হাত রেখে নীরবে এই দু'আ করাই যথেষ্ট।

স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় রাসূল ﷺ নির্দেশিত দু'আ পাঠ করবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর তখন (মিলনের পূর্বে) বলে,

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাক্বতানা'। অর্থাৎ, 'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে শয়তানকে রক্ষা করুন'। তাদেরকে যদি আল্লাহ তাআলা তাদের এই সহবাসে সন্তান দান করেন, তবে এ সন্তানের কোনোরকম ক্ষতিই শয়তান করতে পারে না।[৬]

এটি সন্তান সৎ হওয়ার একটি মাধ্যম এবং দু'আটি সহজও বটে। সেই সাথে আরো বুঝা এবং জেনে রাখা উচিত যে, যৌনমিলন হলে উভয়ের উপর গোসল করা ফরয হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না ঘটে। অনেকে মনে করেন, বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হয় না। এটি একটি ভুল ধারণা; বরং সহবাস করলে গোসল ফরয হয়ে যায়, বীর্যপাত না হলেও। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ যখন স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করে, তখন গোসল ফরয হয়ে যায়'।[৭]

তার মানে, গোসল ফরয হয় দুটির যে-কোনো একটি ঘটলে। বীর্যপাত অথবা সহবাসের মাধ্যমে। চুম্বন, আলিঙ্গন, যৌন কামনার সাথে তাকানো, কথোপকথন বা অন্য যে-কোনো কারণেই বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরয হবে। আর যদি মিলন হয়, তাহলে বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হবে। উল্লেখ্য, কিছু দম্পতি বিয়ের রাতে ফজরের ছালাতের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। কেউ কেউ জামাআতে ছালাত পরিত্যাগ করে শেষ সময়ে একাকী ছালাত পড়ে। আবার কেউ কেউ সূর্যোদয়ের পর ছালাত পড়ে। এটি খুবই খারাপ ও বাজে অভ্যাস, যা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা। কারণ, আল্লাহর আনুগত্যই তাঁর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।

প্রশ্ন: মানুষের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে, স্বামী যদি ফজরের ছালাত জামাআতে আদায় করার জন্য মসজিদে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, স্ত্রীর প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। যদি স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ থাকত, তাহলে ঐদিন তার কাছ থেকে বের হতো না। সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন! এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানাবেন!

উত্তর: এটি ভ্রান্ত কথা; বরং সে যদি ফজরের ছালাত আদায় করে তাহলে বুঝতে হবে, তার স্ত্রীর প্রতি তার আগ্রহ আছে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দিয়েছেন, এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে এটি করেছে। অতএব, স্বামীর উপর কর্তব্য হলো, জামাআতের সাথে ফজরের ছালাত

২. আবূ দাঊদ, হা/২০৫০।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬।
৪. তিরমিযী, হা/১০৫৮।
৫. আবূ দাঊদ, হা/২১৬০।
৬. তিরমিযী, হা/১০৯২।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৯১।

আদায় করা। কোনো ওযর ছাড়া জামাআতে ছালাত ছাড়বে না।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন! কোনো কোনো আলেমের মতে, নববিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষাকারী ব্যক্তির জামাআত ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন!

উত্তর: আমি মনে করি, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য সঠিক-ভুল উভয়টি হতে পারে। এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, উলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা এটি বলেছেন, তারা আসলে পূর্বের প্রচলিত নিয়মের উপর ভিত্তি করে এটি বলেছেন। সেটি হচ্ছে যে, স্বামী তার বাড়িতে নববিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করে। স্বামী বাড়িতেই থাকে এবং স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যক্তির জামাআত ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য। কারণ, সে যদি জামাআতে ছালাত আদায়ের জন্য যায়, তাহলে তার অন্তর এটির সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, ছালাতে মনোযোগী হতে পারবে না। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'খাবারের উপস্থিতিতে ছালাত আদায় করা যায় না'।[৮] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা রাতের খাবার খাওয়া অবস্থায় ইমামের ক্বেরাআত শুনতে পেতেন, কিন্তু খাওয়া শেষ না করে তিনি ছালাতের জন্য যেতেন না। সুতরাং কোনো ব্যক্তির যদি এই অবস্থায় জামাআতে ছালাত ত্যাগ করা বৈধ হয়, তাহলে নববিবাহিতা স্ত্রীর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তির জন্য জামাআত ত্যাগ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে বর্তমান যুগে নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে বর কনের নিকটে আসে। সুতরাং বিষয়টি যেহেতু তারই নিয়ন্ত্রণে, তাই এ অবস্থায় জামাআতে ছালাত ত্যাগ করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! বাসররাতে অনেকেই নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে যাওয়ার পর তার সামনে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে। স্ত্রীও স্বামীর সাথে ছালাত আদায় করে। এমনকি কেউ কেউ কোনো কথা না বলেই ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ছালাত শুরু করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এমন করা কি সুন্নাহ?

উত্তর: এ বিষয়ে কোনো কোনো ছাহাবী থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তারা স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করেই ছালাত আদায় করেছেন। তবে রাসূল ﷺ থেকে এ বিষয়ে ছহীহ সূত্রে কোনো কিছু সাব্যস্ত হয়নি। অতএব, এটি করা বা না করায় কোনো সমস্যা নেই বলে আশা করা যায়।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬০।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! আপনি জানেন, নারীরা বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। এখানে একটি মাসআলা— কোনো মেয়ে যদি একটি ছেলেকে পছন্দ করে, কিন্তু সে অসৎ হয়, আর ওই মেয়ের পিতা একজন সৎ ব্যক্তিকে তার মেয়ের জন্য পছন্দ করে, তাহলে এক্ষেত্রে ওই মেয়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে, না-কি তার পিতা যে ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চায়, তাকে তার সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করা হবে?

উত্তর: মেয়ের পিতা যে ছেলেকে পছন্দ করেছে, তার সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করা জায়েয হবে না, যদিও সে ছেলেটি সৎ হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না'।[৯] ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'পিতা কুমারী কন্যার নিজের বিষয়ে তার সম্মতি নিবে'।[১০] আবার যার দ্বীন ও চরিত্র সন্তোষজনক নয়, তার সাথেও বিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না; বরং তার অভিভাবক (পিতা) তাকে বাধা দিবে এবং বলবে, যে ছেলেকে তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ, সে অসৎ হলে আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিব না।

প্রশ্ন হলো, ওই মেয়ে যদি এই ব্যক্তিকে বিয়ে করতে জেদ করে, তাহলে কী করা যাবে?

উত্তরে বলব, আমরা তার সাথে বিয়ে দিব না, আর এ কারণে আমাদের পাপও হবে না। তবে বিয়ে না দিলে যদি উভয়ের মধ্যে পাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে অন্য কোনো শারঈ বাধা না থাকলে বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঐ ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! কোনো কোনো পিতা তার মেয়ের বিয়ের মোহর সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়। তার মেয়েকে সামান্য পরিমাণ ব্যতীত কিছুই দেয় না। এ বিয়েগুলোতে কখনো কখনো কল্পনাতীত মোহর নির্ধারণ করা হয়। যেমন: দেড় লক্ষ রিয়াল। এরপর বিয়ের বহু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পিতা যদি বুঝতে পারে যে, এ মোহর তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্মতি ছাড়াই নিয়েছেন, তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর: এ প্রশ্নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে:

প্রথমত, পিতা হোক বা অন্য কেউ হোক কোনো অভিভাবকের জন্য মোহরের কিছু অংশ শর্ত করা জায়েয নেই। কারণ মোহর সম্পূর্ণই নারীর সম্পদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২১।

দিয়ে দাও' *(আন-নিসা, ৪/৪)*। আমর ইবনে শুআইব থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কোনো নারীকে বিয়ের পূর্বে মোহরানা বা দান হিসেবে কিংবা অন্য কোনো প্রকারের পাত্রের পক্ষ হতে কিছু দেওয়া হলে তা ওই স্ত্রীলোকটির জন্যই। আর বিয়ের পরে যা কিছু দেওয়া হবে, সেটি তার যাকে তা দেওয়া হয়েছে'।[১১] সঠিক মত অনুযায়ী, এক্ষেত্রে পিতা এবং অন্য কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে মেয়ে যখন মোহর গ্রহণ করবে এবং তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে, তখন শুধু পিতার জন্য জায়েয আছে সেটি থেকে সামান্য অংশ গ্রহণ করার। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে ওই মেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর পিতা ছাড়া অন্য অভিভাবকদের জন্য কোনো কিছুই গ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে যদি ওই মেয়ে উদার হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু দেয়, তাহলে সেটি হালাল।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো সময় কল্পনাতীত মোহর নির্ধারণ করা হয়। এটি সুন্নাত পরিপন্থী। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি জনৈকা আনছারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনছারদের চোখে ত্রুটি থাকে। লোকটি বললেন, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কী পরিমাণ বিনিময়ে তুমি তাকে বিয়ে করেছ? লোকটি বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাকো। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যার লব্ধ গনীমত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বানূ আবস-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন, যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন।[১২] চার উকিয়া সমান ১৬০ দিরহাম, যা যাকাতের নিসাবের কিছু কম। অতিরিক্ত মোহর বিয়েতে বরকত কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হচ্ছে, যা সহজে অল্প খরচে সম্পন্ন করা হয়।

আর যখনই বিবাহে অতিরিক্ত খরচ হয়, তখন স্বামী খুবই দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠায় থাকে। বিশেষ করে সে যদি এ কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। যখনই তার স্ত্রীকে নিয়ে তার মন খুশি থাকে অতঃপর ওই কথা মনে হয়ে যায়, তখন তার সব খুশি দুশ্চিন্তায় এবং সুখ-শান্তি দুঃখ-কষ্টে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার স্ত্রীর সাথে যদি সামঞ্জস্য না হয়, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ থাকে না এবং তার সাথে খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণায় জীবনযাপন করতে হয়। তার স্ত্রীর বিষয়টি থাকে ঝুলন্ত। না স্ত্রী, না তালাকপ্রাপ্তা। আর স্ত্রী যদি বিবাহ বাতিল করতে চায়, তাহলে সাধারণত মোহর ফেরত না দিলে স্বামী রাজি হবে না। আর মোহর বেশি হলে এটি নারী এবং তার পরিবারের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

এ কারণে আমি আমার মুসলিম ভাইদেরকে অনুরোধ করব, তারা যেন অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ এবং সেটি নিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকেন, যাতে যুবকদের জন্য বিয়ে সহজ হয় এবং সমাজে ফেতনা কমে আসে।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! কিছু বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন মনে করছি। যেমন- বিয়ের ওলীমায় দাওয়াতের জন্য যে কার্ড ছাপানো হয়, এগুলোর কোনোটির মূল্য ৭ রিয়াল পর্যন্ত হয়। এ বিষয়ে যদি সতর্ক করতেন, বিশেষ করে এর বিকল্প আমাদের কাছে রয়েছে। যেমন- কার্ডে ইলমী কথাবার্তা লিখে তার অপর পৃষ্ঠায় দাওয়াতপত্র লিখা অথবা কোনো ইসলামী ক্যাসেটের মোড়কে দাওয়াতপত্র লিখা অথবা রঙিন কাগজে কম্পিউটারে টাইপ করে দাওয়াতপত্র লিখা, যার জন্য খুব বেশি খরচ হবে না। এ বিষয়ে অপচয় রোধ করতে কোনো নছীহত করবেন কি?

উত্তর: আমি আমার ভাইদেরকে এক্ষেত্রে অপচয় ত্যাগ করতে বলব। আমি মনে করি, শুধু দাওয়াত দেওয়ার জন্য এত পয়সা খরচ করা স্পষ্ট অপচয়। অথচ এ দাওয়াতে সে সাড়া দিতে পারে, আবার নাও দিতে পারে। একসময় এ দাওয়াতপত্র মাটিতে ছুঁড়েও ফেলবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কোনোভাবেই অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(আল-ইসরা, ১৭/২৬-২৭)*।

আর কার্ডে দাওয়াতপত্র লিখে তার উল্টো পৃষ্ঠায় ইলমী ও উপকারী কথা লিখা এটি ভালো চিন্তা। তবে যেন সাধারণ কাগজে করা হয়, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। আর দ্বিতীয় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, ইসলামিক ক্যাসেটের মোড়কে দাওয়াতপত্র লিখা, এটিও ভালো। আমরাও এমনটি অনেক দাওয়াতে দেখেছি এবং এ বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করব। সুতরাং সবাই যদি এটি করে, তাহলে একই সাথে ওলীমার দাওয়াত ও দ্বীনের দাওয়াতও হবে। দুটো ভালো বিষয় একসাথে যুক্ত হলো। আর তৃতীয় যে প্রস্তাবটি অর্থাৎ রঙিন কাগজে দাওয়াতপত্র লিখা, এটিও ভালো। খরচ কম এবং উপকারীও বটে।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

১১. আবূ দাঊদ, হা/২১২৯।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪।

উহুদের বীরত্বগাথা

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

উহুদের ময়দান! এমন একটা হাল হয়েছিল গিরিপথ ছেড়ে দেওয়ায়, যা বিজয়ের একটু আগে পরাজয় সমীরণ বয়ে দেয়। এজন্য প্রতিটা কাজে নেতার আদেশ হিসেব করে করে পালন করতে হয়। তাতে হতাশা, সুখে-দুখে, জয়-পরাজয়ে অনেক কাজে দেয়। দেখুন, নবী ﷺ কেমন কথা বলছিলেন অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে। 'ঘোড়সাওয়ারদেরকে তির মেরে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পেছন থেকে কোনোভাবেই আমাদেরকে ঘায়েল করতে না পারে। সাবধান! আমাদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, তোমাদের দিক থেকে যেন আঘাত না আসে'।[১] তারপর নবী ﷺ পুনরায় অধিনায়কদেরকে বললেন, 'আমাদের পেছনের দিক তোমরা হেফাযত করবে। যদি দেখো, আমরা মারা পড়ছি, তবুও আমাদের দিকে এগিয়ে এসো না। যদি দেখো যে, আমরা গনীমতের মাল আহরণ করছি, তবুও আমাদের সাথে তোমরা অংশ নিয়ো না'।[২]

ভুলে গেলেন নবী ﷺ-এর বাণী! বিজয়ের খুশিতে গিরিপথ ছেড়ে গনীমতের আকাঙ্ক্ষায় ময়দানে পা রাখলেন তির চালানো সেনানীগণ। ফলে বিজয়ের আগেই উহুদের ময়দানে সমরের মোড় ঘুরে গেল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ গিরিপথ ফাঁকা পেয়ে তরবারির আঘাতে এলোমেলো করে দেন মুসলিম সেনাদের। নবী ﷺ নিজেও আহত হন। ৭০ জন ছাহাবী শহীদ হন। মুশরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস- নবী ﷺ নিহত হয়েছেন, ফলে তারা তাদের শিবিরে ফিরে মক্কায় ফিরে যেতে শুরু করে। এদিকে মুশরিকদের কিছু নারী-পুরুষ মুসলিম শহীদদের নাক, কান কাটতে থাকে। হিন্দ বিনতে উতবা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশ থেকে কলিজা বের করে মুখে নিয়ে চিবাতে থাকে এবং ওটাকে গিলে নিতে চায়। গিলতে না পেরে থুথু করে ফেলে দেয়। এছাড়া কাটা নাক ও কান দিয়ে মালা গেঁথে গলা এবং পায়ে মলের মতো পরিধান করে।[৩]

নিজের আপন চাচার লাশের সাথে হিন্দ এমন আচরণে নবী ﷺ মনে মনে খুবই আহত হন। ছাহাবীদের গিরিপথ ছেড়ে দেওয়াতেও এত আহত হননি।

কা'ব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ছিলাম ওই মন-মানসিকতার মুজাহিদদের অন্যতম। আমি খেয়াল করলাম যে, মুশরিকদের হাতে শহীদদের অবমাননা চলছে। আমি খানিকটা থেমে এগিয়ে গেলাম। খেয়াল করলাম যে, বর্ম পরিহিত বিশালদেহী একটি লোক শহীদদের লাশের পাশ দিয়ে চলছে। আর একজন মুসলিম এই লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি উভয়ের প্রতি তাকালাম, মনে মনে উভয়ের জোর পরিমাপ করলাম। আমার মনে হলো যে, কাফের লোকটির সমরসাজের মালামাল মুসলিমের চেয়ে ভালো। আমি অপেক্ষা করছিলাম। এক সময় উভয়ে লড়াই শুরু করল। সেই মুসলিম ওই কাফেরকে তরবারি দিয়ে এমন এক আঘাত করলেন যে, কাফের দুটুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সেই মুখোশ পরিহিত মুসলিম নিজের মুখোশ খুললেন। এরপর বললেন, ওহে কা'ব! কেমন হলো কাজটা? আমি হচ্ছি আবূ দুজানা।[৪]

লড়াই শেষে কিছু মুসলিম মহিলা জিহাদের ময়দানে পৌঁছেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আয়েশা বিনতে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে ও উম্মে সুলায়েম রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে দেখেছি যে, তাঁরা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে পিঠের ওপর পানির মশক বহন করে আনছেন এবং পানি বের করে আহতদের মুখে দিচ্ছেন।[৫] উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদের দিন উম্মে সালীত রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাদের জন্য মশক ভরে ভরে পানি আনছিলেন।[৬] এদের একজন উম্মে আয়মান রাযিয়াল্লাহু আনহা ও ছিলেন। তিনি পরাজিত মুসলিমদের মদীনায় ঢুকতে দেখে তাদের মুখে ধূলি ছিটিয়ে বলছিলেন, এই নাও সুতা কাটার মেশিন, আর তোমাদের তরবারি আমাদের হাতে দাও। (এখানে আমাদের দেশি ভাষায় বলা যায়— এই চুড়ি তোমরা পরিধান করো, তরবারি আমাদের হাতে দাও)।

এরপর তিনি সেখানে পৌঁছে আহতদের পানি পান করাতে লাগলেন। তাঁর ওপর হিব্বান ইবনে ওরাকা তির চালিয়ে দেয়। ফলে পড়ে যাওয়ায় গা থেকে কাপড় সরে যায় তার। এ দেখে দুশমনরা হো হো করে হেসে ওঠে। রাসূল ﷺ-এর কাছে এটা খুব কঠিন লাগে এবং তিনি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি পালকবিহীন তির দিয়ে বলেন, 'এটা চালাও'। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু ওটা চালিয়ে দিলে ওটা হিব্বানের গলায় লেগে যায় এবং সে চিত হয়ে পড়ে যায়। গা থেকে তার কাপড়ও সরে যায়। এ দেখে রাসূল ﷺ এমন হাসেন যে, তাঁর দাঁত দেখা যায় এবং তিনি বলেন, 'সা'দ উম্মে আয়মানের বদলা গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছেন'।[৭]

মনে রাখবেন, কারো বিপদে আপনি হাসবেন না, তাহলে আপনার বিপদেও কেউ হাসবেন। সবাই হাসতে জানে। এটা মনে রাখবেন।

---

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৬৫-৬৬।
২. ফাতহুল বারী, ৭/৩৫০।
৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৯০।
৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/১৭।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮১১।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৮১ ও ৪০৭১।
৭. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, ২/২২।

মনের আকুত

-মো. মেহেদী হাসান
প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।

আমি হারিয়ে যাব স্মৃতির মাঝে, দূর সীমানার পানে,
দুনিয়া তখন যাব ভুলে, রবের ভালোবাসার টানে।
এই জগতে কারো কাছে থাকবে না মোর চাওয়া,
হিস্যা প্রভু তোমার কাছে এটাই আমার পাওয়া।
উড়ব আমি পাখি হয়ে বাগিচার ঐ ডালে ডালে,
বুলবুলিকে গান শিখাব, আর নাচব তালে তালে।
এই পৃথিবীর ক্ষণিক মায়া ছেড়ে যাব চলে,
ভালোবাসার নতুন মালা পরব সেথায় গলে।
মাফ চেয়ে যাই, মাফ করে দেই, আর কিছু না চাই,
সেথায় গিয়ে মাজনূন আমি, প্রভু তোমায় যেন পাই।

মায়ের আদর

-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি
পশ্চিম বিন্নাপাড়া, ঝালকাঠি।

মধুমাখা মায়ের আদর
মায়ের কোল শ্রেষ্ঠ চাদর,
প্রেমশূন্য জীবন বিফলে
প্রেমহীন কি জীবন চলে?
পরম শান্তি মায়ের কোলে
আনন্দের ঝংকার তোলে,
মায়ের আদর স্নেহ পেলে
এ দুনিয়ায় যেন স্বর্গ মেলে।
জগতে যার মা বেঁচে নাই
তার জীবনে কষ্ট সদাই,
আমিও অধম মাতৃহারা
পাই না খুঁজে কূল-কিনারা।
মায়ের আদর পেল না যে
খুবই বড় হতভাগা সে,
গুণী জ্ঞানী সর্বজন বলে
জান্নাত মায়ের পদতলে।
শান্তি ছিল মায়ের আঁচলে
বুক ভেসে যায় আঁখিজলে।
আমি সদা ব্যথায় কাতর
ভাগ্যে নাই মায়ের আদর।
রেখো সবে মায়ের খবর
মায়ের স্নেহে ভরে অন্তর,
আজ আমার মা বেঁচে নাই
মনের ব্যথা কারে শুধাই?
অতুলনীয় মায়ের স্নেহ
মা বিনে নাই আপন কেহ,
মায়ের কোল উষ্ণ চাদর
সর্বশ্রেষ্ঠ মায়ের আদর।

দাও উপকারী জ্ঞান

-আব্দুল বাসীর
৬ষ্ঠ শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

হে আল্লাহ! দাও আমাকে
তোমার পক্ষ হতে উপকারী জ্ঞান,
চাইছি যে জ্ঞান তোমার কাছে
করো তা আমাকে দান।
এমন জ্ঞান চাই না আমার
যাতে নেই কোনো উপকার,
শিখতে চাই আমি কল্যাণের জ্ঞান
যাতে কষ্ট পরিশ্রম না হয় বেকার।
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি হে প্রভু!
পূরণ করো আমার আশা,
বুঝতে শেখাও আমাকে
ইলমের তৃপ্তি ও ভালোবাসা।
চলতে শেখাও সোজা-সরল পথে
যেই পথে রয়েছে শান ও মান,
জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করাও
দাও আমাকে উপকারী জ্ঞান।

করো আমলের যতন

-বিনতে আলাউদ্দীন
কাউনিয়া, রংপুর।

দুনিয়া- সে তো নিশার স্বপন
প্রতিক্ষণে ডাকছে তোমায় মরণ।
নিঃশ্বাস বন্ধ হলে জড়াবে দেহে কাফন
আমল ছাড়া আর কিছু হবে না আপন।
প্রিয়জনেরাই করবে তোমায় দাফন
ফেরেশতার সাথে হবে তোমার কথন।
থাকলে পুণ্য কবর হবে রতন
না থাকলে পুণ্য- হবে চির পতন।
তওবা করো- নামাও গুনাহর কেতন
সত্য চিনো- দুনিয়া তো নিশার স্বপন।
পরকালে- রোজ হাশর- হয় না যেন পতন
মৃত্যু আসার আগে করো আমলের যতন।
রবের বিধান জীবনে করো বাস্তবায়ন
সময় থাকতে করো জীবন মূল্যায়ন।

বাংলাদেশ সংবাদ

প্রকৃত দেশপ্রেমের চেতনার কাছে ৭১-এর চেতনার পরাজয়

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মানুষের মৃত্যু দেখেছে; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ২০২৪-এর লাইয়ের মতো এত মৃত্যু দেখেনি। কেবল ৪ঠা আগস্ট, ২০২৪ ইং দেশে ১১৪ জনের মৃত্যু হয়। গত ১৬ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াল ৪৪০ জন। ছাত্র ও জনতার ২৩ দিনের দেশ কাঁপানো আন্দোলনে পতন হলো আওয়ামী লীগ সরকারের। আওয়ামী লীগের বয়স ৭৫ বছর। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলীর কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। পরে বাদ দেওয়া হয় মুসলিম শব্দটি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশপ্রেমী কিছু সেনা কর্মকর্তার হাতে সপরিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে আওয়ামী লীগ অনেকটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট, রোজ সোমবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর বঙ্গভবন থেকেই হেলিকপ্টারে প্রথমে ভারতের আগরতলা যান, পরে দিল্লিতে আশ্রয় নেন। সঙ্গে নেন ছোট বোন শেখ রেহানাকে। শেখ হাসিনার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে তাঁর টানা সাড়ে ১৫ বছরে স্বৈরশাসনের অবসান হলো। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সায় নিয়ে তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন। এরপর নিজের শাসনামলে আর কোনো গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন তিনি হতে দেননি। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে ভোটাধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থ পাচার, দেশকে স্বজনতোষী পুঁজিবাদের কবলে ফেলা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা, ঋণের নামে ব্যাংক লুটের সুযোগ দেওয়া, আয়বৈষম্য চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াসহ বিস্তৃত অভিযোগ রয়েছে। এসবের বিপরীতে তিনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে। কিন্তু শেষ সময়ে অর্থনীতিকেও সরকার সংকটে ফেলেছিল। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (রিজার্ভ) কমে গেছে, খেলাপি ঋণ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, দ্রব্যমূল্য সীমিত আয়ের মানুষের নাগাল ছাড়া হয়ে গেছে। দেশের মানুষের এসব সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে সরকার ও তার চাটুকাররা রাজাকার, জামাত-শিবির, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি নানা ট্যাগ লাগিয়ে তাদের হেনস্তা করত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, সমাজের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েই ছিল। সেটার বহিঃপ্রকাশ ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। উপলক্ষ্য তৈরি করে দেয় সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। কোটা সংস্কার আন্দোলন লাগাতারভাবে শুরু হয় গত ১ জুলাই। ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার 'রাজাকার'-সংক্রান্ত এক বক্তব্য ও শিক্ষার্থীদের দাবিকে আইন-আদালতের চক্করে ফেলার পর তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান শিক্ষার্থীরা। সেদিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে এসে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' বাংলাদেশে বিগত সাড়ে ১৫ বছরে শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস কেউ পায়নি। নিবর্তনমূলক আইন, গুম, গ্রেপ্তার, হয়রানি ও চাপের মুখে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম ছিল কোণঠাসা। এই প্রথম শিক্ষার্থীরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন, স্লোগান দিলেন; শুরু হলো কোটা সংস্কার আন্দোলনের নতুন যাত্রা। ১৫ জুলাই শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের দিন ছাত্রলীগকে নামিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। ওই দিন এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে। তারা প্রস্তুত। এরপরই ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাপকভাবে হামলা চালায়। দফায় দফায় ছাত্রীদেরও ধরে ধরে পেটানো হয়। গুলি করা হয় শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে। ১৭ জুলাই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

আবু সাঈদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করে পুলিশ। সেই ভিডিও চিত্রই কাজ করেছে বারুদে একটি দেশলাইয়ের কাঠির মতো। এরপর দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। স্লোগান দেওয়া হয় এই বলে যে 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি, গুলি কর।' সত্যিই গুলি করা হবে, তা হয়তো ভাবতে পারেননি বিক্ষোভকারীরা। সাধারণ মানুষও ভাবতে পারেননি, কয়েক দিনেই ২০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলা হবে। কেউ হয়তো ভাবতে পারেননি, ঘরের মধ্যে থাকা শিশু, ছাদে থাকা কিশোরী, বারান্দায় থাকা মানুষ গুলিতে নিহত হবেন। যদিও ১৯ জুলাই কারফিউ জারি করার বিষয়টি জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, 'শুট অন সাইট' বা দেখামাত্র গুলির নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশে যা কখনো হয়নি, তা-ই হলো; বিপুল সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীদের গুলি করে মারা হলো, কলেজশিক্ষার্থীদের গুলি করে মারা হলো, স্কুলশিক্ষার্থীদের গুলি করে মারা হলো। মায়েরা কাঁদলেন, বাবারা কাঁদলেন, সহপাঠীরা কাঁদলেন। ক্ষোভে ফুঁসে উঠল দেশ। একে একে শিক্ষক, অভিভাবক, আইনজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সমর্থন জানাতে শুরু করলেন শিক্ষার্থী ও তরুণদের আন্দোলনে। শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা ৯ দফা দাবি জানিয়েছিলেন। সেই দাবি পূরণের বদলে বেছে নেওয়া হয় নির্যাতন ও গণগ্রেপ্তারের পুরোনো পথ, যা শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১৫ বছর ধরে প্রয়োগ করেছেন। কয়েক দিনের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাদ যায়নি এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও। ওদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানায়। পুলিশ আর গুলি করতে রাজি ছিল না। শেখ হাসিনা শেষ চেষ্টা হিসেবে নামিয়ে দেন তাঁর রাজনৈতিক শক্তিকে। ৪ আগস্ট ঢাকার রাস্তায় এবং দেশজুড়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করেন। তাঁদের কারও কারও হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, অনেকের হাতে ছিল দেশীয় অস্ত্র। ওই দিন সংঘর্ষে নিহত হন অন্তত ১১৪ জন মানুষ। যদিও ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে আওয়ামী লীগ বেশি সময় রাজপথে টিকতে পারেনি।

ওই দিনই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে 'মার্চ টু ঢাকা' বা ঢাকামুখী গণযাত্রার ডাক দেওয়া হয়। ৫ই আগস্ট এই কর্মসূচির দিন সকালে কয়েকটি জায়গায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। দুপুর নাগাদ স্পষ্ট হয়ে যায় যে সরকার নড়বড়ে হয়ে গেছে। বেলা আড়াইটায় হেলিকপ্টারে করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এভাবে স্বঘোষিত গণতন্ত্রের মানসকন্যা ও মানবতার মায়ের কবল থেকে দেশ ও জাতি মুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

পশ্চিম বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ষড়যন্ত্র

ভারত সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে নতুন অঞ্চল গড়ে তুলতে চায় পদ্ম নেতারা যা কেন্দ্রীয় শাসনের অধিভুক্ত থাকবে। প্রসঙ্গত, বাংলার দুই মুসলিম অধ্যুষিত জেলাকে 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল' করতে চেয়ে বির্তক উসকে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলা ও বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের দাবি তোলেন নিশিকান্ত। বাংলার মালদহ, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহারের কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া, কাটিহার নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। গত লোকসভার জিরো আওয়ারে বাংলা ও বিহারের উল্লিখিত জেলাগুলোতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কারণে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার বিজেপি সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, এই পাঁচ জেলার জনবিন্যাস পাল্টে গেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল না করা হলে হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। নিশিকান্ত দাবি করেন, 'ওই জেলাগুলোকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে এনআরসি কার্যকরের উদ্যোগ নিক কেন্দ্র'। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বের অংশ করে দেওয়া হোক।

মুসলিম বিশ্ব

হামাস প্রধান ইসমাঈল হানিয়া নিহত

গত ৩১ জুলাই, রোজ বুধবার, ২০২৪ ইং হামাস নেতা ইসমাঈল হানিয়া ইরানে শহীদ হন। ফিলিস্তীনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস এবং ইরানের অভিজাত বিপ্লবী গার্ড পৃথক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে। ইসলামপন্থি দলটি হানিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। তারা বলেন, 'তেহরানে তাঁর বাসভবনে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীবাদী হামলায় তিনি শহীদ হন। আগের দিন মঙ্গলবার ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন হানিয়া। বিপ্লবী গার্ডস আরও বলে, 'সেদিন ভোরে, তেহরানে ইসমাঈল হানিয়া বাসভবনে হামলা চালানো হয়। এ হামলায় তিনি এবং তার একজন দেহরক্ষী শহীদ হন। কারণটি তদন্তাধীন এবং শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। এই বছর হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন ইসমাঈল হানিয়া। ২০১৭ সাল থেকে হামাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী হানিয়া গাজা, ইসরাঈল অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং প্রবাসে হামাসের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন। গত দুই বছর ধরে তিনি তুরস্ক ও কাতারে বিভিন্ন সময় থেকেছেন। ৫৮ বছর বয়সী হানিয়া হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের ডানহাত ছিলেন। আহমাদ ইয়াসিন ২০০৪ সালে এক ইসরাঈলি বিমান হামলায় শহীদ হন। ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনি সংসদ নির্বাচনে হামাসের আশ্চর্যজনক বিজয়ের সময় হানিয়া সংগঠনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন। ওই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ পার্টিকে পরাজিত করেছিল হামাস।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

পৃথিবীর নীল সমুদ্র হয়ে যাবে সবুজ, দাবি গবেষকদের

নীল সমুদ্র ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠবে। চলতি শতকের শেষের দিকে এই বদল হতে শুরু করবে। এমনটাই দাবি করেছেন ব্রিটেনের সাউথাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই গবেষণাপত্রটি। গবেষক দলের অন্যতম সদস্য আনা হিকম্যান বলেছেন, সমুদ্রের জলে থাকা শৈবালকণা 'ফাইটোপ্লাংটন' সবুজ। এরা ডাঙার সবুজ গাছেদের মতোই সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে খাবার তৈরি করে। যেখানে এদের সংখ্যা কম, সেখানে সাগরের জল নীল। যেখানে বেশি, সেখানে সবুজাভ। জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারায় বদল আনতে না পারলে ২১০০ সাল নাগাদ এই গ্রহের তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। উষ্ণ জলের কারণে বিপুল পরিমাণে (বায়োমাস) বাড়বে ফাইটোপ্লাংটনের। আর তাতেই অনেক বেশি সবুজ হয়ে উঠবে সাগরের নীল জল। তবে শুধু তাই নয় জড়িয়ে আছে আরও রহস্য। এদের জন্মমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক এক মৌসুমে এক একরকম রং নেবে সমুদ্র। সূর্যের আলো সাগর কতটা শুষে নেবে, কতটা ফিরিয়ে দেবে— সেক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আসবে। অবশ্য শুধু তাপমাত্রা নয়, সাগরজলের সবুজ ও অন্য রঙের জৈব বস্তুর বৃদ্ধি ও কমা নির্ভর করে জলের স্রোত বা অম্লতার মতো অন্য বেশ কিছু বিষয়ের ওপর। কম্পিউটার মডেলের মাধ্যমে বদলের চিত্রটা জানার সময় এই বিষয়গুলোও মাথায় রাখা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ-মার্কিন বিজ্ঞানীদের যৌথ দলটি। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ক্যামেরা ও অন্য যান্ত্রিক চোখে গত দুই দশকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই রং বদলের বিষয়টি উঠে এসেছে। পৃথিবীতে যত সালোকসংশ্লেষণ হয়, তার অর্ধেকটাই করে এই শৈবালকণাদের ক্লোরোফিল। এরাই সমুদ্রের প্রাণীদের খাবারের প্রাথমিক জোগানদার। এদের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে-বেড়ে গেলে সমুদ্রের খাদ্যচক্রে ও কার্বনচক্রে বড়সড় পরিবর্তন ঘটবে। যার ফলে সুমদ্রের তলদেশের পরিবেশটাই বদলে যাবে। বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যা ফাইটোপ্লাঙ্কটনের মতো ক্ষুদ্র সবুজাভ উদ্ভিদের বিকাশের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করছে। এমআইটি এর আর্থ, অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস বিভাগের জ্যেষ্ঠ গবেষক ডুটকিউইচ এ বিষয়ে বলেন, 'সমুদ্রের জল রং বদলে যাওয়া মোটেও আশ্চর্যজনক কিছু নয়, বরং ভয়ের বিষয়। এই পরিবর্তনগুলো মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ'। অর্থাৎ গবেষকরা বলতে চাইছেন, সমুদ্র যত সবুজাভ হয়ে উঠবে, মানুষকে তত তাপমাত্রাজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

জামি'আহ সংবাদ

জামি'আহতে সঊদী শায়খদের সফর ও পাঠদান

(১) শায়খ আবূ উসামা যায়দ বিন মুহাম্মাদ আল-গনেম আল-জুহানী : চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা সালাফী বিদ্যাপীঠ 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-তে দেশবিদেশের খ্যাতিমান উলামা ও শিক্ষকগণের শিক্ষক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, আরবী ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক এবং ইতিহাসখ্যাত সঊদী আরবের মাশহূর জুহানী গোত্রের গোত্রপতি শায়খ আবূ উসামা যায়দ বিন মুহাম্মাদ আল-গনেম আল-জুহানী দারস-তাদরীবের জন্যে আগমন করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন তার প্রিয় ছাত্র ও 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের জামাতা শায়খ আবূ আহমাদ বাকী বিল্লাহ মাদানী। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দেশি-বিদেশি শিক্ষকবৃন্দ 'বায়তুল হামদ জামে মসজিদ'-এ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বরণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর শিক্ষার মান বিশ্বমানের করার প্রত্যয়ে ভারত থেকে যেমন শিক্ষক নিয়ে আসা হয়েছে, ঠিক তেমনি সঊদী আরব থেকেও শায়খদের নিয়ে এসে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছার ধারাবাহিকতার অংশমাত্র তার আগমন। এ মুহাযারাটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় 'দাওরাতুল ইলমিয়্যাহ'। তিনি প্রত্যহ তিনটি বিষয়ে দারস দেন। পাশাপাশি এশার ছলাতের পর মসজিদে বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষায় কথোপকথন, অভিধান ব্যবহারের নিয়ম, শব্দ চয়ন করে এর প্রয়োগ এবং একটি নির্দিষ্ট অভিধান থেকে হাতে-কলমে দারস প্রদান করতেন। এছাড়াও মুসলিম বিশ্বের ভৌগোলিক পরিচিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেন। তার নিয়মিত দারসের অন্তর্ভুক্ত আরবী সাহিত্যের গদ্য, পদ্য, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও ইলমুল আ'রূজ। ফজর ও এশার দারসের পর তার ব্যক্তিগত কক্ষে শিক্ষার্থীবৃন্দ সাক্ষাৎ করে নানা বিষয়ে অবগত হতো। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেন। তিনি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ও ছাত্র-শিক্ষক, পরিচালকদের নিয়ে কবিতা ও নাশীদ উপহার দেন। তিনি শিক্ষার্থীকে পাঠে উৎসাহিত করতে নিজেই আবৃত্তি করতেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করতেন ও দারস দিতেন। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর পক্ষ থেকে রাজশাহীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও স্থাপনা ঘুরে দেখান। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ইং রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পলাশিতে 'নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দান করেন। জমিদাতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ জুয়েল সাহেবের নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন। আপ্যায়ন গ্রহণের পর ক্ষণকাল মৎস্য শিকারে আদিম আনন্দ উপভোগ করেন, যা তার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। মৎস্য শিকারকালে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আবূ আহমাদ বাকী বিল্লাহ-সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাদরাসাতু ঈশাতুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের সাবেক নায়েবে আমীর এবং বর্তমান আহলেহাদীছ জামাআতের আমীর, দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী মাদানীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও তিনি সাপ্তাহাধিক সময় আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যার নারায়ণগঞ্জ শাখায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দারস দেন। সেখানে তিনি স্বরচিত নাশীদ শেখান, যা পরবর্তীতে সালাফী কনফারেন্সে গাওয়া হয়। জামি'আতে অবস্থানকালে আনন্দঘন স্মৃতিময় মুহূর্ত ছিল ছাত্রদের সাথে নিয়ে সঊদী আরবের বিখ্যাত ও প্রিয় খাবার 'কুরসু মাল্লাহ' (এক ধরনের রুটি) তৈরির আঞ্জাম। রামাযানের শেষের দিকে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের মেজো ছেলে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের প্রধান দেশে ফিরলে মুহূর্তগুলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তিনি নিজ হাতে নামাক রোশ তৈরি করে নিমন্ত্রণ জানান শায়খ

জুহানীকে। বাঙালি ধাঁচে চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করেন যা ছিল অভাবনীয় উপহার। তিনি রামাযান মাসজুড়ে ছিয়াম সাধনার পর জামি'আহর মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করেন। এটি জামি'আহ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘ চার মাস দারস শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তিনি নিজ হাতে শাহাদাহ (সার্টিফিকেট) ও উপঢৌকন প্রদান করেন। বিদায় সংবর্ধনার মাধ্যমে জামি'আহ ছাড়েন। তিনি ঢাকায় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে মিলিত হন। অতঃপর তিনি নিজ দেশে ফিরে যান।

(২) শায়খ আবূ আব্দুর রহমান মানছূর বিন আব্দুল আযীয আল-খালাফ : শায়খ জুহানী বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। জামি'আহর আকাশ চকিত ভিন্ন কলরবে মুখরিত হলো। মুহূর্তেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল। অঙ্কিত H আকৃতির উপর একটি হেলিকাপ্টার অবতরণ করল। ভিতর থেকে বের হয়ে আসলেন শায়খ আবূ আব্দুর রহমান মানছূর বিন আব্দুল আযীয আল-খালাফ। তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মা'হাদুল লুগাহ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উস্তায। তিনি ড. জুহানীর বাল্যবন্ধু। ড. জুহানীর বিদায়ে যে নিরানন্দ মনোভাব তৈরি হয়েছিল তা কিছুটা প্রশমিত হলো শায়খ মানছূরের আগমনিবার্তায়। এই মুহাযারাটি ছিল তৃতীয় 'দাওরাতুল ইলমিয়্যাহ'। তিনিও প্রতিদিন তিনটি বিষয়ে দারস দিতেন। এশার ছালাতের পর সিনিয়র ছাত্রদের 'আত্মশুদ্ধি ও শিষ্টাচার' বিষয়ে দারস দিতেন। দৈনন্দিন পাঠ্যতালিকায় সকালে হাদীছের দুটি দারস আর বিকালে তাফসীরের একটি দারস। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণ কিংবা বৈকালীন ভ্রমণে বের হতেন। সঙ্গে থাকত প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা। দেড়-দুই ক্রোশ হেঁটেই তবে ঘরে ফিরতেন যা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। কখনো কখনো হাতের স্মার্টওয়াচে দেখা যেত সারাদিনের হাঁটাহাঁটির হিসাব গিয়ে দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচ ক্রোশ। তিনি প্রায়ই বলতেন 'মান তারকাল মাশয়া, তারাকাহুল মাশউ' অর্থাৎ যে হাঁটাহাঁটি ছেড়ে দিল, হাঁটাহাঁটি তাকে ছেড়ে দিল।

বৃহস্পতিবার তিনি শিক্ষকদের সাথে কিছু সময় ইলমী আড্ডায় বসতেন। শায়খ জুহানীর মতো তিনিও জামি'আর তত্ত্বধানে রাজশাহীর তানোর উপজেলার পলাশিতে অবস্থিত 'নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভূমি পরিদর্শন করেন এবং মৎস্য শিকারে অংশ নিয়ে আনন্দিত হন। তিনি প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীখ্যাত চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত সুলতানী আমলে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ পরিদর্শন করেন। যোহর ছালাতান্তে মোঘল স্থাপনা তাহখানা, সৈয়দ শাহ নেয়ামতউল্লাহর কবরস্থান, দারাসবাড়ি মাদরাসা, দারসবাড়ি জামে মসজিদ প্রভৃতি স্থাপনা পরিদর্শন করেন। ফেরার পথে পদ্মা-মহানন্দার মোহনায় কিছু সময় দখিনা হাওয়া গায়ে মাখেন। অতঃপর সফর শেষ করে ছাত্রদের মাঝে ফিরে আসেন। বন্ধু শায়খ মানছূর ও শায়খ জুহানী উভয়েই নারায়ণগঞ্জ শাখায় অনুষ্ঠিত সালাফী কনফারেন্স-২০২৪ ইং অংশগ্রহণ করেন। তিনিও শিক্ষার্থীদের সঊদী আরবের বিশেষ খাবার তৈরি করে খাওয়ান। তিনি বলেন, কখনো পারিবারিক ভ্রমণে বের হলে তার স্কন্ধেই রান্নার গুরুভার অর্পিত হয়। তার তৈরিকৃত খাবারটি ছিল 'আসিদাহ' ও 'তালবিনাহ'। আরবরা এই সুস্বাদু হালুয়া জাতীয় জনপ্রিয় খাবার দ্বারা মেহমানদের আপ্যায়ন করেন। তিনি বলতেন, যদি জ্ঞান বিতরণ করা আমার উপর ওয়াজিব না হতো, তাহেল আমি বরকতের শহর মদীনা ছেড়ে কখনও বের হতাম না। তিনি আগামীতে স্বপরিবারে জামি'আতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি দীর্ঘ এক মাস দ্বীনি জ্ঞান ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে রাজশাহী ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

দাওয়াহ সংবাদ

কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স : ব্যাচ নং- ০৩

গত ২৯ জুন, ২০২৪ ইং থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৪ ইং : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে ২০ দিনব্যাপী হাতে-কলমে 'কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা' প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ

আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ ও মূল্যবান বই তুলে দেন। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক, ছাত্র ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদাদী, আব্দুল আহাদ স্যার, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ব্যাচ নং ৩-এ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে ৩১ জন দ্বীনি ভাই অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে মেধা তালিকায় স্থান পায়— প্রথম- মো. জাহিদুল ইসলাম (শেরপুর), দ্বিতীয়- ইমরান আলী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও তৃতীয়- আব্দুল খায়ের তুষার (কিশোরগঞ্জ)। এই তিন জনের প্রত্যেককে সিলসিলা ছহীহা-১; মিল্লাতুল বারী-২ ও ফিক্বহুস সালাফ প্রধান অতিথি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক নিজ হাতে হাদিয়া তুলে দেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : উক্ত কোর্সের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর মাঠ প্রাঙ্গণে ৪৫টি বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করেন। এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক।

মাঠ পর্যায়ে দাওয়াতী কাজের প্রশিক্ষণ : ১১ জুলাই হতে ১৩ জুলাই, ২৪ ইং পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর, পুঠিয়া ও গোদাগাড়ী এই তিনটি উপজেলায় তিন দলে বিভক্ত হয়ে মসজিদে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে তারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই গণ-দাওয়াতী সফর তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে তারা উল্লেখ করেন এবং এ কাজে নিয়োজিত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের নিয়ে এই দাওয়াতী সফর দ্বীনের পথে দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে বলে আমরা আশা করি ইনশা-আল্লাহ।

বি.দ্র. পরবর্তী চতুর্থ ব্যাচটি ২৪শে আগস্ট - ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং অনুষ্ঠেয়। উক্ত কোর্সে ভর্তিচ্ছু দ্বীনি ভাইগণ নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ০১৪০৭-০২১৮১৪; ০১৪০৭-০২১৮১৫; (WhatsApp) ০১৪০৭-০২১৮৪৮।

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ১১

'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ২০ই জুলাই, ২০২৪ ইং শুরু হয়ে ২৫ই জুলাই ২০২৪ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম; মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচটিতে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১৫ জন মক্তব-শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো— ১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা। ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো। ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা। ৫. রাসূল ﷺ ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত)। ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে। ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

বি.দ্র. পরবর্তী কোর্সসমূহে যুক্ত হতে আগ্রহীগণ নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ০১৪০৭-০২১৮১৪; ০১৪০৭-০২১৮১৫; (WhatsApp) ০১৪০৭-০২১৮৪৮।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): মরিয়ম ফুল ঘরে রাখলে রহমত হয়- এ কথা কি সত্য?

মারইয়াম ইসলাম
গাজীপুর।

উত্তর: না, এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না। এগুলো মিথ্যা বানোয়াট সামাজিক কুসংস্কার, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে মনে করেন, মরিয়ম ফুলের পাপড়ি ভিজিয়ে পানি পান করলে প্রসবকালীন ব্যথা লাঘব হয় এবং সহজে প্রসব হয়। অনেকে উপকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে হজ্জে গিয়ে এ ফুল কিনে নিয়ে আসে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২): আমাদের এলাকায় কিছু মানুষ বলে, কোনো বাড়িতে যদি গৃহপালিত পশু-পাখি মারা যায় তাহলে বালা মুছীবত কেটে যায়। কথাটি কি সঠিক?

উমার ফারূক
মাগুরা।

উত্তর: না, উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং এটা বানোয়াট ও সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তবে মানুষের ধনসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি আসলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে' (আল-বাকারা, ২/১৫৫)। বালা-মুছীবত অনেক সময় নেকীর মাধ্যম হয়ে থাকে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪৫)। আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪২৪)। তাই কোনো বিপদ হলে হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩): আমি একটা টিউশনি করাই। ওই পরিবারের একজন লোক কোনো এক দরবার শরীফের পীর। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারেন যে আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছি ও প্রস্তুতি নিচ্ছি। পরে উনি নিজ থেকে কিছু একটা লিখে আমাকে দিয়ে বলল, যেখানে নদীর স্রোত আছে সেই নদীর পানিতে এই লেখাটা ফেলার জন্য। এমতাবস্থায় আমি খুবই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি। যদি এটা পানিতে ফেলি, তাহলে কি আমি ভুল বা পাপ কাজ করব? এখন আমার করণীয় কী?

রাশেদুর রহমান
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উত্তর: এই চিরকুট এভাবে পানিতে ফেলা যাবে না। কেননা তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অদৃশ্যের জ্ঞান ও মানুষের তাকদীরের ভালো-মন্দের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না' (আল-আনআম, ৬/৫৯)। ভবিষৎবাণী করা, কাগজে কিছু লিখে দেওয়া, সফলতার সোপান হাতে ধরিয়ে দেওয়া, গায়েব জানার দাবী করা ইত্যাদি মানুষের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে ধর্মব্যবসার এক বড় মাধ্যম, যা শিরক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৭৬৫১)। সুতরাং এমন কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না এবং তা পানিতে ফেলাও যাবে না। বরং সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' (আত-তালাক্ব, ৬৫/৩)।

প্রশ্ন (৪): কিয়ামত না হওয়ার সত্ত্বেও কীভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত-জাহান্নাম ও সেখানে কিছু মানুষকে শাস্তি দেওয়া দেখলেন?

মো. রোহান ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: ছহীহ বুখারীর ১৩৮৬ নং হাদীছসহ আরও অনেক হাদীছ দ্বারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জান্নাত-জাহান্নাম দেখা ও জাহান্নামীদের শাস্তির বিষয়টি প্রমাণিত। এগুলো মূলত ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার নমুনা চিত্র প্রদর্শন। যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা। অথবা এগুলো বারযাখী জীবনে কিছু পাপীর উপর সংঘটিত শাস্তি যা স্বপ্নের সাথে সম্পৃক্ত।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৫): আমার মা পীরের ভক্ত। তাকে যদি কিছু বলি তাহলে আমার সাথে রাগ করে এবং বেপর্দায় চলাফেরা করে, বাজার করতে যায়। আমি কিছু বললে আমাকে ওয়াহাবী বলে। তার এ কাজের জন্য আমার কি কোনো গুনাহ হবে?

রিদয় মিয়া
বেলাব, নরসিংদী।

উত্তর: এমতাবস্থায় ভদ্রতা বজায় রেখে নরম ভাষায় নিয়মিত মাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। কোনো সময় খারাপ আচরণ করা যাবে না। আসমা বিনতু আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিকা ছিলেন। তার পিতার সঙ্গে আমার নিকট এলেন, যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল। তখন আসমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আসক্ত নন। আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো (ছহীহ বুখারী, হা/৩১৮৩)। সাথে সাথে নিয়মিত তাকে যেমন দাওয়াত দিতে হবে তেমনি এমন মায়ের জন্য দু'আ করতে হবে। কেননা দু'আয় মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'আ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না' (তিরমিযী, হা/২১৩৯)। তারপরও যদি মা তার পূর্বের কর্মের উপর অটল থাকে এবং সঠিক পথে ফিরে না আসে, তাহলে এর দায়ভার সন্তানের উপর আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না' (আল-ইসরা, ১৭/১৫)।

প্রশ্ন (৬): আমার নাম আব্দুল মুবীন। কেউ যদি শুধু মুবীন বলে ডাকে তাহলে কি শিরক হবে?

আব্দুল মুবীন
রংপুর।

উত্তর: আল্লাহর ছিফাতী নামগুলোর মাঝে এমন কিছু নাম রয়েছে যা শুধু তাঁরই সাথে খাছ। যেমন- আল্লাহ, ছামাদ, রহমান ইত্যাদি। এগুলো নামে কোনো মানুষকে ডাকা জায়েয নয়। এমন নামগুলোর ক্ষেত্রে আব্দুর রহমান, আব্দুল আহাদের পরিবর্তে শুধু রহমান, আহাদ বলে ডাকা হারাম। আর কিছু নাম রয়েছে যা আল্লাহর সাথে খাছ নয়। যেমন- সামী, কারীম, হাকীম, রাশীদ ইত্যাদি। এই নামগুলোর ক্ষেত্রে আব্দুল কারীম বা আব্দুল হাকীম এর পরিবর্তে কারীম বা হাকীম বলা যেতে পারে। যদি তা দ্বারা ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়; আল্লাহর নাম বা তাঁর ছিফাত উদ্দেশ্য করা না হয়। আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে রহীম, রঊফ শব্দ ব্যবহার করেছেন (আত-তওবা, ৯/১২৮)। মুবীন অর্থ স্পষ্টকারী, প্রকাশকারী, ব্যাখাকারী; যা আল্লাহর সাথে খাছ নাম নয়। সুতরাং শুধু ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মুবীন নামে ডাকা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৭): আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট এটা বুঝার কোনো উপায় আছে কি?

আব্দুস সালাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: বান্দার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির আলামত হলো- ১. আল্লাহ তাকে সৎকাজ করা ও হারাম থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হওয়ার শক্তি দান করেন' (মুহাম্মাদ, ৪৭/৪৭)। ২. তার হৃদয়কে ইসলাম বুঝার জন্য খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে তিনি তার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে' (আল-আনআম, ৬/১২৫)। আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭১)। ৩. দুনিয়াতে মানুষের মাঝে ভালোবাসা পাওয়াও আল্লাহর সন্তুষ্টির একটি আলামত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম-ও তাকে ভালোবাসেন এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের অধিবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৯)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৮): গোসলের পরেই ছালাত আদায়ের জন্য নতুন করে কি আবার ওযূ করতে হবে?

আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর: গোসল করার সময় যদি ছালাতের ওযূর মতো ওযূ করে থাকে, তাহলে গোসলের পর তাকে আর ওযূ করতে

হবে না। রাসূল ﷺ ফরয গোসলের জন্য ছালাতের ওযূর মতো ওযূ করতেন। গোসল শেষে তিনি আর ওযূ করতেন না, বরং গোসলের ওযূতেই তিনি ছালাত আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৯)।

প্রশ্ন (৯): গোসল ও ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম কীভাবে করতে হবে?

মো. আব্দুস সামাদ
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: পানি না পাওয়া, পানির স্বল্পতা, পানি ব্যবহারে অক্ষমতা অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি কিংবা জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে গোসল ও ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক, যদি তোমাদের কেউ মলত্যাগ করে আসে অথবা যদি স্ত্রী সহবাস কর, তারপর পানি না পাও; তবে পবিত্র মাটি নাও এবং তোমাদের মুখ ও হাত তা দিয়ে মাসাহ করো। আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর নেয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর (আল-মায়েদা, ৫/৬)। ওযূ ও গোসলের পরিবর্তে একই নিয়মেই তায়াম্মুম করতে হয়। রাসূল ﷺ আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তায়াম্মুমের নিয়ম শিখানোর সময় বললেন, 'তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল'- একথা বলে নবী ﷺ দুই হাত মাটিতে মারলেন এবং দুই হাতে ফুঁক দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৮)। উল্লেখ্য যে, দুইবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল ও কব্জিদ্বয় মাসাহ করতে হবে মর্মে হাদীছটি যঈফ।

প্রশ্ন (১০): ময়ূর কি নাপাক প্রাণী? ঘরে ময়ূরের পালক রাখা কি জায়েয?

সোনিয়া তানহা
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর: ময়ূর পাখি নাপাক নয়। কেননা তার গোশত খাওয়া হালাল। অতএব, ময়ূরের পাখা ঘরে রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। যদি তাতে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস না থাকে। কেননা সনাতনীরা ময়ূরকে পবিত্র পাখি মানে করে।

ছালাত

প্রশ্ন (১১): যে সব মুভিতে জাদু জাতীয় কিছু দেখানো হয়, সে সব মুভি দেখলে কি ৪০ দিনের ছালাত কবুল হবে না, নাকি শুধু গুনাহ হবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: জাদু শেখা, শিক্ষা দেওয়া, জাদুকরদের কর্মকাণ্ড দেখা, সেগুলো বিশ্বাস করা মহাপাপ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেগুলো কী? তিনি বললেন, 'সেগুলো হলো- (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) জাদু, (৩) আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন শরীআতসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা, (৪) সূদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাব বিশিষ্ট সতী-সাধ্বী মুমিনা নারীদের অপবাদ দেওয়া' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬)। এমতাবস্থায় তাকে তওবা করে ফিরে আসতে হবে নতুবা তার ছালাত কবুল হবে না। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল, তারপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩০)।

প্রশ্ন (১২): যোহরের ছালাতের আগে ৪ রাকআত, পরে ৪ রাকআত আদায় করলে তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। এর কোনো দলীল আছে কি?

তাওফীক আলম
ঝাপা, নেপাল।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য সঠিক। উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত ছালাত আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না' (নাসাঈ, হা/১৮১৭)। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন' (আহমাদ, হা/২৬৭৬৪)।

প্রশ্ন (১৩): ফরয ছালাতে দাঁড়ানোর সময় যিনি ইকামত দিবেন তিনি কি ইমামের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ইকামত দিবেন নাকি যে কোনো স্থান থেকে ইকামত দিতে পারে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ছালাতের ইকামতের জন্য ইমামের সোজাসুজি দাঁড়ানো শর্ত নয় এবং মুয়াযযিনের ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা সাব্যস্ত নয়। সুতরাং ইমামের ডানে বামে যেকোনো স্থান থেকে ইকামত দিতে পারে। রাসূল ﷺ বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান ও ইকামত দেওয়ার জন্য বলেছেন কিন্তু তার দাঁড়ানোর কোনো স্থান উল্লেখ করেননি। রাসূল ﷺ বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান

দিতে নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আযান ও ইকামত দিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭)।

প্রশ্ন (১৪): পর্দা করার ক্ষেত্রে কি পা ঢাকা ফরয? ছালাতের সময় পা ঢাকার বিধান কী?

নুরুন নাহার
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: স্বাধীন মহিলার উপর সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয। কেননা মহিলার সমস্ত শরীর পর্দার অন্তর্ভুক্ত। ছালাতের সময় মেয়েদের পায়ের পাতা প্রকাশ হলেও ছালাত হয়ে যাবে। কেননা পা এমনিতেই প্রকাশ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ‘মহিলারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না তবে এমনিতেই যা প্রকাশ পায়’ (আন-নূর, ২৪/৩১; মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২২/১১৪-১২০)।

প্রশ্ন (১৫): জুমআর আযান শোনার পরে কোনো মুসলমান পুরুষের জন্য ছালাত সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করা কি বৈধ?

দিনার মাহমুদ
সাভার, ঢাকা।

উত্তর: জুমআর দিন আযান হয়ে গেলে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে মসজিদে যেতে হবে। কেননা চার শ্রেণী ব্যতীত বাকীদের জন্য জুমআর ছালাত ফরয। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘জুমআর ছালাত প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয়। তারা হলো ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি’ (আবূ দাঊদ, হা/১০৬৭)। দারাকুত্বনীর বর্ণনায় মুসাফিরের কথাও উল্লেখ রয়েছে (দারাকুত্বনী, ২/৩)। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর’ (আল-জুমআ, ৬২/১০)।

প্রশ্ন (১৬): ঈদের ছালাতের শেষ বৈঠকে ওযূ ভঙ্গ হলে করণীয় কী?

নাজমুল হুদা
সাঁথিয়া, পাবনা।

উত্তর: ঈদের ছালাতে ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে ছালাত ছেড়ে পুনরায় ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত আদায় করবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘বায়ু বের হলে ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো ছালাত কবুল করবেন না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫৪)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যখন ছালাতের মধ্যে তোমাদের কারো ওযূ নষ্ট হয়, তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায়’ (আবূ দাঊদ, হা/১১১৪)।

পরকালীন জীবন

প্রশ্ন (১৭): কবর যিয়ারত করার সময় কি কোনো আলাদা দু‘আ করতে হবে নাকি এমনিই কবর দেখব আর চলে আসব?

দ্বীন ইসলাম
আসাম, ভারত।

উত্তর: কবর যিয়ারত করা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পারো’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫০)। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৬৯)। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো কবরবাসীর জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের দু‘আ করা, আখেরাতকে স্মরণ করা এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কবর যিয়ারতের সময় সেখানে গিয়ে সালাম দিতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কবরস্থানে এসে বললেন, ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মুমিনগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭২)। তারপর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দু‘আ করবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, যেতে যেতে তিনি জান্নাতুল বাক্বীতে (কবরস্থানে) পৌঁছলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দু‘আ করলেন। এবার গৃহের দিকে ফিরে রওয়ানা করলে আমিও রওয়ানা হলাম (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪৬)। উল্লেখ যে, দলবদ্ধভাবে কবরের পাশে গিয়ে বিভিন্ন দু‘আ (সূরা ফাতিহা, দরূদ, নাস, ইখলাছ) পড়ে শেষে সকলে মিলে হাত তুলে দু‘আ করা বিদআত। এছাড়াও কবরের পাশে ছালাত আদায় করা যাবে না বা দু‘আর জন্য, কুরআন পড়ার জন্য বসা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমাদের কারো জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে থাকা এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে গিয়ে শরীরের চামড়া দগ্ধীভূত হওয়া কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩৮)। কবরে তওয়াফ করা, কবরবাসীর কাছে কিছু সাহায্য চাওয়া, সেখানে সিজদা করা, নির্দিষ্ট কোনো সময়ের যিয়ারত করা, তাদের জন্য যবেহ করা ইত্যাদি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৮): মহিলারা ভাত রান্নার জন্য চাল মেপে নেওয়ার পর তার মধ্যে থেকে এক মুঠো করে চাল উঠিয়ে রাখে এবং সেই চাল ফকীর বা মসজিদের হুজুরকে দান করে। এটা কি জায়েয?

জান্নাত আরা
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া এভাবে অর্থ বা সম্পদ জমিয়ে দান করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! আমরা যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় করো সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না আর কাফেররাই যালেম’ (আল-বাকারা, ২/২৫৪)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দানের কারণে কখনো সম্পদের কমতি হয় না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮৬)।

প্রশ্ন (১৯): মারফূ বা মাওকূফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে কি?

মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: মারফূ হাদীছ বলা হয়, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত কথা, কর্ম অথবা সমর্থন; তার সনদ বিচ্ছিন্ন হোক বা সংযুক্ত হোক (আল-খুলাছা ফী মা‘রিফাতিল হাদীছ, পৃ. ৫০)। যদি মারফূ হাদীছের মাঝে ছহীহ হাদীছের সব শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর মাওকূফ হাদীছ হলো ছাহাবীর সাথে সম্পৃক্ত কথা, কর্ম অথবা সমর্থন (তাহরীরু উলূমিল হাদীছ, ১/৩৯)। মাওকূফকে আছারও বলা হয়। মাওকূফের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যদি তা ছহীহ প্রমাণিত হয় এবং তা মারফূ হাদীছের বিপরীত না হয়, তাহলে তার প্রতি আমল করা যাবে।

প্রশ্ন (২০): খাবার গ্রহণের পর আঙুল ও প্লেট চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং ওই প্লেটেই হাত ধৌত করে সেই পানি পান করা- এটা কি কোনো সুন্নাত আমল নাকি লোকমুখে প্রচলিত কোনো হাদীছ বহির্ভূত মিথ্যা প্রচলন?

মো. আমজাদ হোসেন
মাদারটেক, আদর্শ পাড়া-ঢাকা।

উত্তর: খাবার গ্রহণের পর আঙুল ও প্লেট চেটে খাওয়া সুন্নাহ। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত না মুছে, যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় কিংবা অন্যের দ্বারা চাটিয়ে নেয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৫৬)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো খাদ্য খেতেন তখন তাঁর আঙুল তিনটি চেটে খেতেন এবং তিনি বলেছেন, ‘তোমাদের কারো লোকমা যদি মাটিতে পড়ে যায় তবে সে যেন তা হতে ময়লা দূর করে এবং খাবারটুকু খেয়ে ফেলে, তা যেন শয়তানের জন্য রেখে না দেয়’। আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘কারণ তোমরা জান না, তোমাদের খাবারের কোন অংশে কল্যাণ রয়েছে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৫২০১)। তবে খাবার পর ওই প্লেটেই হাত ধৌত করে সেই পানি পান করা মর্মে কোনো হাদীছ আমাদের অবগতিতে নেই।

প্রশ্ন (২১): ‘আমরা রাসূলের গোলাম’ বলা যাবে কি?

সাইফুল ইসলাম
আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর: ‘আমরা রাসূলের গোলাম’ একথা বলা যাবে না। কেননা সকল মানুষ আল্লাহর গোলাম। গোলাম অর্থ দাস, বান্দা। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব করার জন্য; অন্য কারো নয়। সুতরাং মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাস বা গোলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে’ (আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)। সুতরাং এমন শব্দ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে না, যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, গোলাম মোস্তফা, গোলামে রাসূল, গোলামে নবী, আব্দুন নবী ইত্যাদি নাম রাখা শরীআতে বৈধ নয়। এমন নাম রাখা হলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন (২২): মেয়েরা কি গায়ে আতর মাখতে পারবে?

রাহুল ইসলাম
দূর্গাপুর রাজশাহী।

উত্তর: মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যা দেখতে সুন্দর হবে, কিন্তু কোনো ঘ্রাণ থাকবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘পুরুষের সুগন্ধি এমন যার মধ্যে ঘ্রাণ প্রকাশ পাবে, কিন্তু রং গোপন থাকবে। আর নারীর সুগন্ধি এমন যার মধ্যে রং প্রকাশ পাবে, কিন্তু ঘ্রাণ গোপন থাকবে’ (সুনানু নাসাঈ, হা/৫১১৭)। তবে কোনো মহিলা যদি আতর ব্যবহার করে, তাহলে তাকে বাড়িতে বা নারীদের মাঝেই থাকতে হবে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির গোসল ও মিসওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য থাকলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে’। অন্য বর্ণনায় আছে, ‘এমনকি স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হলেও’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৬)।

প্রশ্ন (২৩): হিজামা করিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে কি? অনেকে বলছে পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম। অথচ যিনি হিজামা করাচ্ছেন, তার হিজামা সংক্রান্ত বিভিন্ন সরঞ্জাম (যেমন- কাপ, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, ভায়োডিন ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়, যাতে খরচ আছে। আগে ব্যবহার হতো না, শুধু মুখ দিয়ে রক্ত টেনে বের করা হতো। এমতাবস্থায় পারিশ্রমিক নেওয়া কি বৈধ?

আব্দুল মালেক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: হিজামা করিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যায়। আমর ইবনু আমির (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিঙ্গা লাগাতেন এবং কোনো লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/২১৩৬)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিঙ্গা লাগালেন এবং যে তাকে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরি দিলেন। যদি তা হারাম হতো তবে তিনি তা দিতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/২১০৩)। নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে যেসব হাদীছ এসেছে সেগুলো হারাম অর্থে নয় বরং অপছন্দনীয় অর্থ উদ্দেশ্য (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/১৮৯৪)। সুতরাং হিজামা করিয়ে উপার্জন গ্রহণ করা যায়। তবে এটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ না করে জনস্বার্থে চিকিৎসা করালে ছওয়াব পাবে, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (২৪): হারাম যে কোনো পোস্টে যেমন- বেপর্দা কোন মেয়ের ছবিতে কমেন্ট করা হারাম। কিন্তু যদি কেউ হারাম পোস্টে নছীহতমূলক কমেন্ট করে তাহলে এটা কি জায়েয হবে?

ফাতেমা যাহরা
লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর: এমন পোস্টে নছীহামূলক কিছু কমেন্ট করা বা ব্যক্তিগতভাবে গোপনে তাকে কিছু বলাতে কোনো সমস্যা নেই, বরং বলাই উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম’ (আলে ইমরান, ৩/১০৪)। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে নইলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না’ (সুনানে তিরমিযী, হা/২১৬৯)। আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘যখন কোনো সম্প্রদায় শরীআত বিরোধী কোনো কাজ দেখবে এবং তা হতে বাধা প্রদান করবে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন’ (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/২৩১৬)।

প্রশ্ন (২৫): আমার এলাকার মসজিদে জুমআয় দুই খুৎবা হয়। প্রথমে বাংলা, তারপর আরবী। যখন বাংলা খুৎবা হয়, তখন তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া মাসিক দ্বীন দুনিয়া বইটি ৩০ টাকা করে বিক্রি করা হয়। এভাবে মসজিদের মধ্যে বাংলা খুৎবা চলাকালীন বই বিক্রি করা যাবে কি?

ইমরান
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর: প্রথমত খুৎবা হবে দুইটি এবং তা হবে মাতৃভাষায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজ ভাষাভাষী রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের নিকট তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন’ (ইবরাহীম, ১৪/৪)। জাবির ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমআর ছালাতে দুটি খুৎবা দিতেন এবং দুই খুৎবার মাঝখানে বসতেন। তিনি খুৎবায় কুরআন পড়তেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬২; আবূ দাউদ, হা/১০৯৪)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মুছল্লী যে ভাষার মানুষ ইমামকে সে ভাষাতেই খুৎবা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত খুৎবা চলাকালীন সময়ে অবশ্যই খুৎবা শুনতে হবে, কোনো দুনিয়াবী কাজ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর ছালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আর যখন তারা দেখে ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা (আল-জুমুআ, ৬২/৯)। সুতরাং খুৎবা চলাকালীন ক্রয়-বিক্রয়সহ কোনো দুনিয়াবী কাজ করা বৈধ নয়। বরং মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনতে হবে।

প্রশ্ন (২৬): মানুষ মারা গেলে মাটি দেওয়ার সময় অনেকে বস্তায় মাটি দেয়, এটা কি দেওয়া যাবে?

আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: না, এভাবে মাটি দেওয়া যাবে না। বরং কবরেই মাটি দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি জানাযার ছালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি তার কবরের কাছে এলেন এবং কবরে তার মাথা বরাবর তিন অঞ্জলি মাটি রাখলেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৬৫)।

প্রশ্ন (২৭): কোনো এক মসজিদের অনেক জায়গায় দোকান করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিড়ি, সিগারেট, জর্দা বিক্রি হয়। এই দোকান ভাড়া মসজিদের কাজে ব্যয় হয়। সেই মসজিদে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?

আব্দুল মুকিত
নাটোর, নলডাঙ্গা।

উত্তর: মসজিদ হালাল অর্থ দিয়েই নির্মাণ করতে হবে। দোকানগুলো এমন লোককে ভাড়া দিতে হবে যারা অবৈধ কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে না। মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই তা আবাদ করবে মুমিন-মুত্তাক্বী বান্দাগণ (আত-তাওবা, ৯/১৮)। মক্কার মুশরিকরা যখন কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করে, তখন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা হালাল অর্থ ছাড়া কোনো হারাম অর্থ তাতে কাজে লাগায়নি। এমনকি হালাল অর্থের সঙ্কট দেখা দিলে তারা মসজিদের সীমানা কমিয়ে দিয়েছিল। তথাপি হারাম অর্থ মিশ্রণ করেনি। সুতরাং মসজিদের মালিকানাধীন দোকানে যেন কোনো হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয় না হয় তা মসজিদ কমিটিকে নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু মসজিদের মুছল্লীদের ছালাত বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন (২৮): মুনাজাত শেষে মুখ মাসাহ করা যাবে কি?

নাঈম ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: যাবে না। মুনাজাত শেষে মুখমণ্ডল মাসাহ করার ব্যাপারে কোনো ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা হাতের পৃষ্ঠের দ্বারা নয় বরং হাতের তালুর দ্বারা আল্লাহর কাছে চাইবে। অতঃপর দু'আ শেষে তোমাদের হাতের তালু দিয়ে নিজের চেহারা মুছবে' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৮৫)। মুহাম্মাদ বিন কা'ব থেকে এ হাদীছ কয়েক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে সবগুলোয় নিতান্তই দুর্বল। এ হাদীছের দুর্বলতার ব্যাপারে সকলেই একমত (খুলাছাতুল আহকাম, ১/৪১৬)। সুতরাং তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, দু'আ শেষে হাত মুখে না মুছে হাত ছেড়ে দিবে।

প্রশ্ন (২৯): যেকোনো বিপদ হলে বা বিপদে পড়লে শুধুমাত্র ইন্না-লিল্লাহ বলা যাবে কি?

হাসানুর রহমান
পলাশবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়লে বা কষ্টের মুখোমুখি হলে 'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন' বলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন) আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' (আল-বাকারা, ২/১৫৬)। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'কোনো মুসলিমের উপর মুছীবত আসলে যদি সে বলে, আল্লাহ যা হুকুম করেছেন- 'ইন্না- লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিঊন (আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব) বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে, আল্ল-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা (হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুছীবতে ছওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করো)। তবে মহান আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২০১১)।

প্রশ্ন (৩০): হাফ প্যান্ট পরে ফুটবল খেলা কি জায়েয?

ইমরান
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা উচিত নয়। কেননা নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত। যুরাআহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু জারহাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে তার পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই 'জারহাদ' আছহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বসলেন, আমার উরুদেশ তখন অনাবৃত ছিল। তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, উরু গোপন অঙ্গ? (আবূ দাঊদ, হা/৪০১৪)। সুতরাং হাফপ্যান্ট পরে উরু খোলা রেখে কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ফুটবল খেলা যদি শরীর চর্চা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, রোগ-বালাই নাশ ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা জায়েয। তখন এমন পোশাক পরা ভালো হবে যা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত বর্ধিত করা থাকবে।

প্রশ্ন (৩১): সরকারি চাকরিজীবী বা হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা বা তারা দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

আব্দুল্লাহ
মহারাজনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: সুস্পষ্ট হারাম উপার্জনকারী কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ না করাই উত্তম। কেননা এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। যা করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ (শুআবুল ঈমান, হা/৫৭৫৯; মিশকাত, হা/২৭৮৭)। তবে নছীহতের উদ্দেশ্য আত্মীয়তার হক্ব আদায়ের জন্য তার বাড়িতে যাওয়া বা খাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩২): কারও শরীরে পা লাগলে সালাম করা বা চুম্বন করা যাবে কি?

আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: কারো শরীরে পা লাগলে সালাম করা বা চুম্বন করার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। তবে এমতাবস্থায় বিনয় প্রকাশের কোনো ভাষা প্রকাশ করতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন’ (শুআবুল ঈমান, হা/৭৭৯০)।

প্রশ্ন (৩৩): আমার কাজিন নার্সিং এ ভর্তি হয়েছে কিন্তু কলেজ থেকে বলেছে হিজাব পরা যাবে না। এখন করণীয় কী?

মামুন
বানারীপাড়া, বরিশাল।

উত্তর: এখন করণীয় হলো অভিভাবকের মাধ্যমে অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সমন্বয় করে পর্দা করার চেষ্টা করবে। তাতেও সম্ভব না হলে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে হবে। কেননা নারীদের জন্য পর্দা জরুরী বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনা নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)। তিনি আরও বলেন, ‘আর যখন তোমরা তাদের কাছে কোনো কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)’ (তিরমিযী, হা/১১৭৩)।

প্রশ্ন (৩৪): মেয়েদের চুড়ি পরা কি বাধ্যতামূলক?

রায়হান আলী
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: মেয়েদের জন্য চুড়ি পরা বৈধ; বাধ্যতামূলক নয়। ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার হাতে স্বর্ণের দুইটি চুড়ি দেখে বলেন, ‘তুমি কি এর যাকাত আদায় করেছ?’ এতে সে বলে, না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তুমি কি এতে খুশি হবে যে, এর কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দুইটি চুড়ি পরিধান করাবেন?’ (একথা শুনে) সে তা খুলে ফেলে বলে, এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (নাসাঈ, হা/২৪৭৯)। হাদীছ থেকে চুড়ি পরার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে স্বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত দুটি চুড়ি (বালা) দেখতে পান। তখন তিনি বলেন, ‘হে আয়েশা! তোমার থেকে ঐ দুটি খুলে ফেল এবং রৌপ্যের দুটি চুড়ি (বালা) পরো’ (শারহু মুশকিলিল আছার, হা/৪৭০৬)।

প্রশ্ন (৩৫): সরকার বিভিন্ন আইন করে জোরপূর্বক টিকা দেওয়ার জন্য বাধ্য করছে। এখন টিকা দেওয়া যাবে কি? এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

মাহবুব আলম
ময়মনসিংহ।

উত্তর: রোগব্যাধি হলে পরকালীন কল্যাণের আশায় ধৈর্যধারণ করা ভালো। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মু সায়িব কিংবা উম্মুল মুসাইয়্যাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে গিয়ে বললেন, ‘তোমার কী হয়েছে, হে উম্মু সায়িব অথবা উম্মুল মুসাইয়্যাব? কাঁদছ কেন?’ তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, আল্লাহ একে বর্ধিত না করুন। তখন তিনি বললেন, ‘তুমি জ্বরকে গালমন্দ করো না। কেননা জ্বর আদম সন্তানের পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মরীচিকা দূরীভূত করে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এক কৃষ্ণকায় মহিলা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে পড়ি। অতএব, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন। তিনি বললেন, ‘যদি তুমি চাও,

ধৈর্যধারণ করো। তাহলে তোমার জন্য বিনিময় রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্যতা দান করেন'। তখন সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি ছতর খুলে না, প্রয়োজন মনে করলে চিকিৎসা নিতে পারে। যেকোনো রোগব্যাধির চিকিৎসা করাতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি, যার ঔষধ অবতীর্ণ করেননি (আহমাদ, হা/৩৫৭৮)। সুতরাং টিকা দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই যদি সেটা হালাল দ্রব্য দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে (ফাতওয়া শায়খ বিন বায, ৬/২১)। তবে এসব টিকা থেকে বেঁচে থাকা ভালো। কারণ হলো- ক. সাধারণত এসব টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, খ. এসব টিকার পিছনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, গ. যে সমস্ত রোগের কারণে টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে তার চিকিৎসা পৃথিবীতে রয়েছে। সুতরাং রোগ হওয়ার পরেই চিকিৎসা করা উচিৎ। যেহেতু মানুষ ভবিষ্যতের খবর জানে না, সেহেতু অনিশ্চিত কিছুর জন্য করণীয় কিছুই নাই।

প্রশ্ন (৩৬): আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে Word file, adobe এর বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। এগুলোর বাজার দর ২০০-৩০০ ডলার। কেনার সামর্থ্য আমার নেই। তাই আমি Crack File (পাইরেটেড সংস্করণ) ব্যবহার করি। এতে শরীআতের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা আছে কি?

মো. জাকির
ঢাকা।

উত্তর: সফটওয়্যার পাইরেসি বলতে কপিরাইটযুক্ত সফটওয়্যারটির প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমতিতে কোনো সফটওয়্যার কপি করা, বিতরণ করা, আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে বুঝায়। অন্যের জিনিস চুরি করার ন্যায় সফটওয়্যার পাইরেসি করাও একটি অপরাধ। এতে করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুতরাং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতীত পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করা যাবে না। উবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও করা যাবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যেন কোনো ব্যক্তির পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, তার কুটিরে কিছু সঞ্চিত হোক, তারপর অন্য কেউ তার ভাণ্ডার ভেঙ্গে খাদ্য সামগ্রী বের করে নিয়ে যাক? এমনিভাবে পশুদের স্তন তাদের ধনাগার স্বরূপ, তাতে তারা তাদের খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে। অতঃপর কেউ যেন কারো পশুর দুগ্ধ মালিকের বিনা অনুমতিতে দোহন না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭২৬)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৭): গাধার মাংস খাওয়া কি হারাম?

রাফসান জামান
গ্র্যান্ড এরিয়া, ঢাকা।

উত্তর: গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া হারাম। তবে বন্য গাধার মাংস খাওয়া হালাল। যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয় করলেন, তখন আমরা জনবসতির বাইরে কিছু গাধা পেয়ে যাই। আমরা তা জবাই করে কিছু পাকিয়ে ফেললাম। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, তোমরা জেনে রাখ! আল্লাহ তাআলা এবং তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ তা নাপাক এবং শয়তানের কাজ। তখন সবগুলো পাতিল গোশতসহ উবু করে ফেলা হয়; অথচ তখনো পাতিলগুলো গোশতসহ উথলে উঠছিল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৪০)। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের দিনে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার মাংসের ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫২০)। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বন্য গাধা শিকার করার পর সাথীরা কেউ কেউ এর গোশত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'এটি একটি আহারের বস্তু, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২৯১৪)। সুতরাং বন্য গাধার গোশত খাওয়া বৈধ।

প্রশ্ন (৩৮): আমি ভারতের বাসিন্দা। আমাদের দেশে ব্যাংক এ ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখলে এক লক্ষ টাকায় এক বছর পর পাঁচ হাজার টাকার মতো অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়। এই বেশি টাকা নেওয়া কি হালাল হবে?

ওয়াসিম
উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর: না, এই টাকা নেওয়া যাবে না। এটা স্পষ্ট সূদ। পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত হুবহু পণ্য বা অর্থই

হলো সূদ (রিবা)। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে তোমরা সফল হতে পারবে’ (আলে ইমরান, ৩/১৩০)। তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহ সূদকে মিটিয়ে দেন এবং ছাদাকাকে বাড়িয়ে দেন’ (আল-বাকারা, ২/২৭৬)। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন’ (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কিছু বারনী খেজুর (উন্নতমানের খেজুর) নিয়ে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসেন। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এগুলো কোথায় পেলে?’ বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দুই ছা এর বিনিময়ে এক ছা কিনেছি। একথা শুনে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হায়! হায়! এটা তো একেবারে সূদ! এটা তো একেবারে সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সে মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১২)।

প্রশ্ন (৩৯): হারাম রিযিক খেলে ইবাদত কবুল হয় না নাকি দু‘আ কবুল হয় না?

মো. শহিদুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর: দু‘আও একটি ইবাদত (তিরমিযী, হা/২৯৬৯)। সুতরাং হারাম রিযিক ভক্ষণ করলে ইবাদত ও দু‘আ কোনোটাই কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার করো এবং ভালো কাজ করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত’ (আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)। তিনি আরো বলেছেন, ‘তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দিয়েছি তা খাও’ (আল-বাকারা, ২/১৭২)। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফরের ফলে তার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, সারা শরীর ধুলোয় ধূসরিত। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম দিয়েই লালিতপালিত হয়েছে। কাজেই এমন ব্যক্তির দু‘আ কী করে কবুল হতে পারে? (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩৬)।

প্রশ্ন (৪০): বেরেলভী আক্বীদার (যারা মাজারে যায় ও সেখানে তাদের নামে মানত করে) কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে এমন কোনো ব্যক্তির যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া কি হালাল হবে?

আব্দুর রাজ্জাক
ভারত।

উত্তর: বেরেলভীরা বড় ভ্রান্ত আক্বীদার মানুষ। তারা বিশ্বাস করে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত আছেন; মারা যাননি। অথচ আল্লাহ বলছেন তিনি মারা গেছেন (আয-যুমার, ৩৯/৩০)। তারা মনে করে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব জায়গায় উপস্থিত হতে পারে। অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (আত্মার জগতে) আমি তার উত্তর দিয়ে থাকি’ (আবূ দাউদ, হা/২০৪১)। তারা মনে করে, ওলীরা কবর থেকে মানুষের উত্তর দিতে পারে এবং তাদের দাবী-দাওয়া পূর্ণ করতে পারে। অথচ মৃত ব্যক্তি মানুষের কোনো কথা পায় না এবং জীবিত মানুষ তাদেরকে কোনো কথা শুনাতেও পারে না। আল্লাহ বলেন, ‘মৃতকে তুমি কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়’ (আন-নামল, ২৭/৮০)। সুতরাং তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা ভালো।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪১): ভুল করে যেনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর স্ত্রী কখনো যদি প্রশ্ন করে যে, তুমি কখনো শারীরিক সম্পর্ক করেছি কি-না? তখন আমার করণীয় কী? আমি সত্য বললে তো ঝামেলা সৃষ্টি হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: যেনা মহাপাপ। যার দুনিয়াবী শাস্তি খুব কঠোর ও কঠিন। যাকে পাথর দিয়ে মেরে হত্যা করার কথা এসেছে। তারপরও এমন কোনো পাপ যদি কারো ঘটে যায় আর সেটা প্রকাশ না হয়ে থাকে, তাহলে নিজে থেকে প্রকাশ করা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে তা প্রকাশকারী ব্যতীত। আর

নিশ্চয় এ বড়ই অন্যায় যে, কোনো লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯)। এমন বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্দেহ হলে পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহর ভয় দেখাবে, গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮০)। সুতরাং এমতাবস্থায় সম্ভবপর এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন (৪২): তালাকপাপ্তা নারীকে হিল্লা ছাড়া কি পুনরায় বিবাহ করা যায়?

শাহীন ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পবিত্রা অবস্থায় শরীআহ মোতাবেক তিন মাসে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী ওই পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায় যতক্ষণ না স্ত্রী নতুন কোনো বিবাহ করে দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক কোনো প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই স্বেচ্ছায় তালাকপাপ্তা না হয়। এক বৈঠকে একসাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসেবেই বিবেচিত হবে। তখন তিনমাসের মধ্যে বিবাহ ছাড়াই ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে। তিনমাস পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক বৈঠকে তিন তালাককে তিন তালাক বিবেচনা করে হিল্লা করার মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয় তা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে জানাব না? সেই পাঁঠা হলো হিল্লাকারী আর আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিশাপ করেছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬)।

প্রশ্ন (৪৩): আমি প্রবাসী। আমার স্ত্রী আমার সাথে ভালো করে কথা বলে না, আমার সাথে রাগারাগি করে, আমি অনেক ধৈর্যধারণ করেছি, তাকে বুঝিয়েছি; কিন্তু কোনো কাজ হয় না। তাই আমি ভেবেছি, তাকে আর টাকা-পয়সা দেব না। তাকে টাকা না দিলে কি আমার গুনাহ হবে? উল্লেখ্য যে, আমার একটা ছেলে আছে।

আব্দুল আজিজ
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উত্তর: স্ত্রী-সন্তানের যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব হলো স্বামীর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পিতার উপর দায়িত্ব হলো ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা' (আল-বাকারা, ২/২৩৩)। এমনকি রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও' (আত-ত্বালাক, ৬৫/৬)। সুতরাং স্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় তার যাবতীয় দেখাশুনার দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহলে তার করণীয় কী সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি নারীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয়, তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক করো এবং তাদেরকে (হালকা) প্রহার করো; এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত' (আন-নিসা, ৪/৩৪-৩৫)। এসমস্ত পথ অবলম্বনের পরও যদি সমাধান না হয়, তাহলে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। কিন্তু স্ত্রী থাকাকালীন স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ স্বামীকেই দিতে হবে।

প্রশ্ন (৪৪): পাত্রী ঠিক করার ক্ষেত্রে কোন দিকটি বিবেচনা করা ইসলাম সর্মথন করে?

মো. রাইহান
ফতেহবাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর: বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের দ্বীনদারিতা হলো লক্ষণীয় বিষয় (ছহীহ বুখারী, ৭/৭)। এছাড়াও ধার্মিকতা ও চালচলন এর প্রতি লক্ষ করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা যে ব্যক্তির দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে

তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে' (তিরমিযী, হা/১০৮৪)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নারীদের (সাধারণত) চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারিতা। তবে তুমি দ্বীনদার (ধার্মিক) নারীকে প্রাধান্য দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯০)।

প্রশ্ন (৪৫): শ্বশুর-শাশুড়ির ছেলে নেই। তাদেরকে কি দান-ছাদাকা করা যাবে? নাকি তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমাদের?

লোকমান হোসাইন
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উত্তর: পিতা-মাতার ন্যায় শ্বশুর-শাশুড়ির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা আবশ্যক নয়। তবে হক্বদার হলে জামাই তাদেরকে দান-ছাদাকা করতে পারে। বরং তাদেরকেই আগে দেওয়া উচিত। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর স্ত্রী রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আজ আপনি ছাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে, আমি তা ছাদাকা করার ইচ্ছা করেছি। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) মনে করেন, আমার এ ছাদাকায় তার এবং তার সন্তানদেরই হক্ব বেশি। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'ইবনু মাসঊদ ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ ছাদাকার অধিক হক্বদার' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬২)। নিকটাত্মীয়দের দান করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'গরীবদের দান-খায়রাত করা শুধু দান বলেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তা দানও হয় এবং আত্মীয়তাও রক্ষা করা হয়' (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৪৪)।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬): সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যে আল্লাহকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবে'। আমরা আল্লাহর কী সাহায্য করতে পারি (নাঊযুবিল্লাহ) এটার ব্যাখ্যা কী?

আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ সুদৃঢ় করবেন' (মুহাম্মাদ, ৪৭/৭)। এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো তার দ্বীনকে সাহায্য করা (আল-বাহরুল মুহীত, ৯/৪৬৩; ফাতহুল কাদীর, ৫/৩৮) এবং অন্যান্য সামাজিক কাজগুলো করা। যেমন- অসহায় মানুষের সহযোগিতা করা, ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেওয়া, অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, অভাবী মানুষকে ঋণ প্রদান করা ইত্যাদি। এ ধরনের সামাজিক কাজগুলোকেই আল্লাহকে সাহায্য করার নামান্তর বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেওয়া হবে বহু গুণ বেশি' (আল-হাদীদ, ৫৭/১৮)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৯)। সূরা হজ্জে আল্লাহ একইভাবে বলেছেন। তিনি বলেন, 'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করে' (আল-হাজ্জ, ২২/৪০)। আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী' (আল-ইখলাছ, ১১২/২)।

প্রশ্ন (৪৭): মূসা (আলাইহিস সালাম) শেষ নবীর উম্মত হতে চেয়েছেন। এই কথা কি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

তাইফ মোল্লা
গুলশান, ঢাকা-১২১২।

উত্তর: এ ব্যাপারে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কোনোটিই সঠিক নয়। বরং মাউযূ (জাল)। ইবনু আছেম তার 'সুন্নাহ' গ্রন্থে উক্ত হাদীছ এনেছেন। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীছকে জাল বলেছেন (যিলালুল জান্নাহ, ১/৩০৬; আস-

সুন্নাহ, ১/৩০৫)। বরং ছহীহ হাদীছে আমাদের নবী ﷺ বলেছেন, 'মূসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকলে তারও আমার আনুগত্য ব্যতীত কোনো উপায় থাকত না' (শুআবুল ইমান, হা/১৭৪)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা কি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত?

সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: রেজিস্ট্রেশন ফি যদি অল্প হয় যা দিয়ে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ করা যায় অথবা এটিকে অংশগ্রহণের জন্য নিশ্চয়তা স্বরূপ একটি নিয়ম হিসেবে গণ্য করা হয় যেমনটি ভর্তি ফরমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নাই। সেক্ষেত্রে অবশ্যই উপহারের অর্থটি উক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ছাড়াই ভিন্ন কোনো খাত থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমর বিন সালামাকে তার এলাকার লোকেরা টাকা তুলে একটি জামা কিনে দেয়। তিনি বলেন, তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০২)। এছাড়া যদি সবার কাছে থেকে টাকা উঠিয়ে প্রতিযোগিতা করা হয় এবং ওই টাকা থেকেই পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে লটারি যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। জুয়া হলো ঝুঁকি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা; যাতে হার-জিত উভয়ের আশঙ্কা থাকে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পিতামাতার অবাধ্য, জুয়াখোর, দান করে খোঁটা দানকারী এবং মদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (মিশকাত, হা/৩৬৫৩)।

প্রশ্ন (৪৯): শেয়ার বাজারে কিছু টাকা একবছর আগে বিনিয়োগ করেছি। এখন দাম কমে যাওয়ায় লসের কারণে বিক্রি করতে পারছি না। প্রশ্ন হলো, যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ হিসাব করার সময় কি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত টাকা হিসাব করব?

মো. ফেরদাউস আলম
ধারকী, জয়পুরহাট।

উত্তর: শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত টাকা তার নিজস্ব টাকা। তাতে তার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে। সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত এই টাকারও হিসাব করে যাকাত দিবে। নবী ﷺ বলেন, 'যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বছরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম (শতকরা আড়াই টাকা) যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। সুতরাং উক্ত বিনিয়োগকৃত সম্পদে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৫০): কোনো ব্যক্তি ধার নিয়ে টাকা ফেরত না দিয়ে মারা গেল। এখন ঋণদাতা যদি তাকে মাফ করে দেয়, তবুও কি ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি গুনাহগার থাকবে?

মুফাসসির
চন্দ্রিমা, রাজশাহী।

উত্তর: ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ না করেই মারা যায়, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে (আন-নিসা, ৪/১১)। সালামা ইবনু আকওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ-এর কাছে ছালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তার কি কোনো ঋণ আছে?' ছাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তার কি কোনো ঋণ আছে?' ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমাদের সাথীর ছালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও'। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯১৮৫)। যদি সম্পদ না থাকে থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ বা যেকোনো ব্যক্তি তা পরিশোধ করবে (ছহীহ বুখারী, হা/২২৯৫)। কিন্তু ঋণদাতা যদি স্বেচ্ছায় তা মাফ করে দেয়, তাহলে সেই ঋণের জন্য ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে না এবং তিনি গুনাহগারও হবেন না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে লোক অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না' (তিরমিযী, হা/১৩০৬)।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

মাকতাবাতুস সালাফ

সিলসিলা ছহীহা

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

১ম ও ২য় খণ্ড

১ম খণ্ড	৫১২ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
২য় খণ্ড	৫৭২ পৃষ্ঠা	৫৮০ টাকা

এছাড়াও মাকতাবাতুস সালাফের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

Monthly Al-Itisam الاعتصام 8th Year, 11th Part, September 2024, Price : 30.00

بسم الله الرحمن الرحيم

মুক্তির একমাত্র অবলম্বন

সালাফী মানহাজের অনুসরণ

সালাফী কনফারেন্স ২০২৪-২৫

রাজশাহী

৮ম বার্ষিক

০৭ ও ০৮ নভেম্বর ২০২৪

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

দিনাজপুর

৪র্থ বার্ষিক

৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ২০২৫

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ

তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

নারায়ণগঞ্জ

৯ম বার্ষিক

১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ | বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

বক্তব্য পেশ করবেন:

সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

ব্যবস্থাপনায়: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫